সুগম সাধন-পন্থা।

তৃতীয় খণ্ড।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

সুগম সাধন-পন্থা।

তৃতীয় খণ্ড।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

শ্রী ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
প্রণীত।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মাইতি
এম, এ, বি, এল
মেদিনীপুর।
শ্রীগুরু পূর্ণিমা, বঙ্গাব্দ ১৩৬১।

প্রথম সংস্করণ।

কো-অপারেটিভ প্রেস, মেদিনীপুর
হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন।

সুগম সাধন-পন্থার তৃতীয় খণ্ড সুধী পাঠকবৃন্দের সমীপে উপস্থিত করার সৌভাগ্যে এই অজ্ঞ-অন্ধ-মূঢ়জন নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। সহৃদয় পাঠকগণ যে ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, রাজর্ষি ভগীরথের কঠোর-তপস্থা-প্রসূতা-সাক্ষাদ্ধর্ম্ম-দ্রব-স্বরূপিণী মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় তুষার-মালা-সমাচ্ছন্ন হিমগিরির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গদেশ হইতে স্বামাজীর আপ্রাণ-সাধনা ও কঠোর তপস্যা-লব্ধ অমৃত-নির্ঝর "সুগম সাধন-পন্থার" পূর্ব্ব-প্রকাশিত দুই খণ্ডের অনুবর্ত্তী এই তৃতীয় খণ্ডও মর্ত্ত্যের পাপাসক্ত রিপু-পরবশ ভক্তি-বহির্ম্মুখ মানবকুলকে পবিত্র ও উদ্ধার করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনে—"তত্তু সমন্বয়াৎ"—এই সুধা উদ্ভূত হইয়াছে। অমরত্ব-প্রয়াসী মানবকুল পান করুন, স্নান করুন, পূত হউন, ধন্য হউন; "অমৃতস্যপুত্রাঃ" অমৃতত্ব লাভ করুন। সুগম সাধন-পন্থার চতুর্থ খণ্ড যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশের জন্য সচেষ্ট রহিলাম।

১৩৬১ বঙ্গাব্দ, শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা।
শ্রীগুরুমন্দির, শিবানন্দরোড্,
মেদিনীপুর।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মাইতি

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৯৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে মেদিনীপুর জেলার গেঁওখালি থানার অন্তর্গত জগৎপুর গ্রামে স্বামীজীর জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল উপেন্দ্র নাথ। পিতার নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ মিশ্র। সদাচারী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর স্বামীজী কৈশোরে সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পদিন মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই তাঁহার, মনে পারমার্থিক জিজ্ঞাসার উদয় হয় এবং নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ ও অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত আলোচনায় তাহার তীব্রতার কিছু-মাত্র উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। সম্ভবতঃ এইরূপ মানসিক অবস্থার প্রতিবিধান জন্য পিতামাতা তাঁহার বিবাহ দেন এবং তিনি একটি টোলের অধ্যাপক-পদে বৃত হন। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। সংসারের অনিত্যতা ও ভোগসুখের দুঃখময় পরিণতি দর্শন ও পুনঃ পুনঃ আলোচনার ফলে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দের দোলপূর্ণিমা তিথিতে তিনি গৃহত্যাগ করেন। সমগ্র ভারতের তীর্থ-সমূহ পর্য্যটনক্রমে বিভিন্ন হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত-গুলির সহিত পরিচয় লাভ করিয়া, পরিশেষে তিনি পদব্রজে তিব্বত গমন করিয়া, লামাদের ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। পরে মানস-সরোবরে শাঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈদান্তিক ও পরমযোগী বাবা সুন্দরনাথজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন। গঙ্গোত্তরী

তীর্থের কিছু উপরে একটি গুহায় তাঁহার আশ্রম ছিল। তথায় তিনি নির্জ্জনে বিরাট-গম্ভীর ও প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যময় পরিবেশের মধ্যে যোগ-সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

প্রতি বৎসর শীতকালে স্বামীজী মহারাজ গঙ্গোত্তরী হইতে লোকালয়ে নামিয়া আসিতেন এবং সুদূর কোয়েটা হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণকরতঃ শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলীর ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলবিধান করিতেন। সিন্ধু-প্রদেশান্তর্গত শিকারপুর-নামক স্থানে সাধু ও যোগীমণ্ডলীর সম্মেলনে তিনি একাধিকবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রচারপত্রে তাঁহাকে যোগীরাজ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাঁহার লোকালয়-পর্য্যটন-কালে কত লোক কত প্রকারে যে তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনিই স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন নাই। স্বর্গতঃ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী এইরূপ সৌভাগ্যবান্‌দের অন্যতম। এক সময়ে মহাত্মা গান্ধী তীর্থরাজ বারাণসীতে অব-স্থান-কালে যোগ-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইলে, মালব্যজী তাঁহাকে স্বামীজীর সহিত পরিচিত করিয়া দেন। স্বামীজী সংস্কৃত ভাষায় 'মহাযোগ' নামক যোগ-বিষয়ক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই অযোগ্য প্রকাশকের উপর তাহা প্রকাশের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা কিম্বা যোগসাধনা, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্বামিজী ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন এবং এই মার্গের অনুসরণে কালক্রমে তাঁহার হৃদয় শান্তির বিমল সুধাধারায় অভিষিক্ত হয়। স্বামিজী জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি— এই তিনপ্রকার সাধন-পন্থা সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা ভক্তিমার্গের

শ্রেষ্ঠতা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার 'সুগম সাধন-পন্থা' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে উক্ত তিনপ্রকার সাধন-প্রণালীর বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনা-সহকারে স্বীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপ্রণীত অন্যান্য পুস্তকে এবং গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত 'কল্যাণ' ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'উৎসব' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতেও ঐ একই তত্ত্ব প্রকটিত।

গত ১৩৪৮ সালের বৈশাখী-পূর্ণিমা তিথিতে গরুড়চটী ও লছমনঝোলার মধ্যবর্ত্তী এক সুরম্য ও নির্জ্জন স্থানে গঙ্গাগর্ভে স্বামীজী যোগাসনে দেহত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্বদিবস তাঁহার অনুগৃহীত এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার পত্র পাইয়া তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্কল্প অবগত হন এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে উক্ত পূর্ণিমা দিবসে একত্র সমবেত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নারায়ণনাম-কীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার মেদিনীপুরস্থ শিষ্য ও ভক্তগণ উক্ত দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া, কয়েক বৎসর শ্রীযুক্ত হনুমানদাস মুন্দ্রার বল্লভপুরস্থ বাটীতে আলোকচিত্র স্থাপন করিয়া এবং অধুনা উক্ত পল্লীতে নির্ম্মিত 'শ্রীগুরুমন্দিরে' মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, নিত্যসেবা, প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ পূজা ও হোম, ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মোৎসব ও বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিরোধান দিবস পালন করিয়া আসিতেছেন।

সূচীপত্র—

সুগম সাধন-পন্থা।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—o—

মহাজন কে?

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ—
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী,
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল,—জন্ম-জরা-সঙ্কীর্ণ,—অসুখকর দুঃখময় মৃত্যুর আকর,—আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ-ভেরীর ভৈরব-নিনাদিত,—মৃত্যুর আর্ত্তধ্বনি-মুখরিত,—এই বিকট আর্ত্তনাদের জন্ম-ভূমিতে,—এই মৃত্যুর লীলা-ক্ষেত্রে,—এই ভয়াবহ জীব-জগতে;—আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান ত্রিবিধ তাপে তাপিত সাংসারিক জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শনে ব্যথিত হইয়া, যিনি প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য চির-সুখ-শান্তিময় নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া, অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারণ করিয়া, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা

করাইবার জন্য, জীবের গতি-মুক্তির অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ; সেই নিত্য-নিরঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জন পাঞ্চভৌতিক মানব-শরীরধারী পরম কারুণিক কৃপাম্বুধি পুরাণ-পুরুষ কলিপাবন মহাজন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মহাজন যে পথাবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সুতরাং যাঁহার অমৃতময় উপদেশ মানিয়া, আমরা কর্ত্তব্য-পথে নিঃসংশয়ে চলিব, বর্ত্তমান যুগে সেই মহাজন কে ?

যঃ সর্ব্বেষাং ভবতি হ্যর্চ্চনীয়—
উৎসেধনস্তম্ভ ইবাভিজাতঃ।
তস্মৈ বাচং সুপ্রসন্নাং বদন্তি,
স বৈ দেবান্ গচ্ছতি সংযতাত্মা॥

মহাভারত। শান্তি। ২৯৯

যাবতীয় লোকে যাঁহাকে এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড-মণ্ডপের স্তম্ভ-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, পূজা করিয়া থাকেন ; প্রিয়বাক্য ব্যবহার করাতে সকল লোকই যাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন, সেই অবিদ্যাশূন্য নিষ্কাম সংযতাত্মা পুরুষই প্রকৃত দেবতা, তিনিই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকের প্রকৃত অধিকারী, তিনিই দেবলোকে গমনাগমন করিতে সমর্থ। সুতরাং তিনিই আমাদের জীবন-পথের—মুক্তি-পথের পথ-প্রদর্শক ; তিনিই বর্ত্তমান যুগের 'মহাজন।' বাস্তবিক,—"দীনোদ্ধারপরায়ণাঃ কলিযুগে সৎপুরুষাঃ কেবলম্" কলিযুগে, কলির কাম-দুর্ম্মদ দীন-হীন জীবকে কলি-কলুষ হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র সাধুপুরুষই সমর্থ। তিনিই সাধুপুরুষ, অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, যিনি তৎপ্রতি কটূক্তি না করেন ; স্তুতিবাদ করিলে, প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন ; প্রহার করিলে, প্রতিপ্রহার বা

প্রহারকর্ত্তার অনিষ্ট-বাসনা না করেন ; তিনিই দেবতাদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ যিনি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, বিধিৎসা অর্থাৎ বিধানেচ্ছার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ,— এই সকল বেগ অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন ; তিনিই সাধুপুরুষ, তিনিই আমাদের পরিত্রাতা মহাজন। এই নানা-জীব-সঙ্কুলা সুবিশাল ভূতধাত্রী ধরিত্রী মাঝে, যাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন হইয়াছে, এবং সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে ও সমুদয় কর্ম্ম ক্ষিণ হইয়াছে ; তিনি এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট শোক-তাপ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ সংসার-মরুমাঝে, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত, অস্থি-মাংস-শোণিত-মজ্জাপিণ্ড পাঞ্চভৌতিক নশ্বর শরীর ধারণ করিয়াও, অবিনশ্বর ; সংসারের পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের সম্ভোগ-সুখে লোকতঃ লিপ্ত থাকিলেও, নির্লিপ্ত ; তিনি এই কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল অকুল ভব-পারাবারে নিমজ্জিত জীবকুলের ভব-পারাবারের কাণ্ডারী-স্বরূপে দেবতা-রূপে বিরাজমান। তিনি এই লীলাময়ী প্রকৃতি-দেবীর সসীম-রাজ্যে লীলা-খেলা খেলিবার জন্য, সেই অপাপ-বিদ্ধ দেবারাধ্য লোক হইতে নামিয়া আসিয়া, মাংস-মেদ-মজ্জা-পিণ্ড পাঞ্চভৌতিক মানব-শরীর ধারণ করিয়া, অসীম সুষমাকর এই সুবিশাল নরাবাস ধরাধামে লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন। বাস্তবিক,—

বিশেষসমভাবস্য পুরুষস্যানঘস্য চ।
অরিমিত্রোপ্যুদাসীনো মন যস্য সমং ব্রজেৎ॥
সমো ধর্ম্মঃ সমঃ স্বর্গঃ সমো হি পরমন্তপঃ।
যস্যৈব মানসং নিত্যং স নরঃ পুরুষোত্তমঃ॥

ধর্ম্মপুরাণ। ২৪

এই বিরাট্-বপু বিশ্বমাঝে, যিনি সদ্বৃত্তি অবলম্বনে, স্বধর্ম্ম-সাধনে ও কঠোর তপশ্চরণে নিরন্তর নিরত এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপ্রাণীতে,

এমন কি,—অরি, মিত্র ও উদাসীনে সমদর্শন-প্রযুক্ত, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, জিত-ক্রোধ ও জিত-বুদ্ধি হইয়া, নির্গুণ-নির্ব্বিকার ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তদগত-চিত্তে তন্ময় হইয়া, অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সেই ভগবদ্‌গত-চিত্ত নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য বৈরাগ্য-রসিক ভক্তিনিষ্ঠ মানবই পুরুষোত্তম। এতাদৃশ নরদেহধারী মানবগণ, ইহলোকে সংসার জয় করিয়া, পরলোকে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর, অনাময় পরমপদে নিরাময় হইয়া, চিরতরে বিশ্রাম-সুখ লাভে সমর্থ হয়েন। ঐ অবস্থা-প্রাপ্ত পুরুষোত্তম ভক্তিনিষ্ঠ বৈরাগ্য-রসিক ভগবদ্‌ভক্তগণ, স্বেচ্ছায় নির্ব্বাণ-মুক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, নর-নিবাস-ভূমি এই সুবিশাল বসুন্ধরায় ফিরিয়া আসিয়া, আপনার সত্ত্বময় চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ পরা-জ্ঞান, বিষয়-বিভ্রম মোহাকুল অজ্ঞান-তিমিরাঞ্জনে কজ্জলিত জীব-কুলের অজ্ঞানান্ধকার নাশের জন্য,—আপনার পবিত্রতা, পাপবিদ্ধ জীবকুলের কল্মষ নাশের জন্য,—আপনার কঠোর তপোলব্ধ পবিত্রতা, বিষোদ্‌গারী বিষম বিষময় বিষয়-পঙ্কে কর্দ্দমাক্ত জীবকুলের বিষয়-পঙ্ক প্রক্ষালন নিমিত্ত,—আপনার সাধন-লব্ধ গবেষণা-বর্ত্তিকা, সংসার-কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন জীবকুলের পথ-প্রদর্শন জন্য,—কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত জীবকুলকে আপনার ন্যায় শুদ্ধ-বিশুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব করিবার জন্য, পুনরায় নরদেহ ধারণ করিয়া, কেহ কেহ নব নব মুক্তির অভিনব পথ, কেহ কেহ নূতন নূতন তত্ত্বের পথ, কেহ কেহ বা দশের ও দেশের কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিয়া, জীবকুলকে সেই কল্যাণ-কর পথে চলিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক ইঙ্গিত করিয়া, দেখাইয়া দিয়া, নিজেরাও এই পাপবিদ্ধ সংসার হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইয়া, মুক্তি লাভ করিয়া, অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব,—

ভো পান্থ ত্বরিতোঽসি তিষ্ঠ নিমিষং কিঞ্চিদ্বদামো বয়ং,
মার্গোঽয়ং পুরতো দ্বিধা খলু ভবেদ্বামেন নো গম্যতাম্।

তত্রাস্তেঽণিমামহিমাদিবিভূতির্যোগক্ষেমং পালিকা,
তস্যা লোচনবাগুরানিপতিতো ন ত্বং পুনর্যাস্যসি ॥

সংসার-মার্গে সাধন-পথের পথিক! ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ কর, বিচক্ষণ লোক কহিয়া থাকেন,—'কোনও কার্য্য সত্বর করিতে নাই।' নীতিকার বলিয়াছেন,—"সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎকৃতং সুদীর্ঘ-কালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্।" সুতরাং. তোমার হিতের নিমিত্ত সাধন-পথের বিষয়ে কিছু সদ্বার্ত্তা বলিতেছি; শুন! এই সাধন-পথে ত্বরাত্বরি পদক্ষেপ করিতে নাই; কেন না, এই সাধন-পথ বড় জটিল, এবং কঠিন ও কুটিল! বিশেষতঃ এ পথ দস্যু-তস্করে সমাকুল। অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত এ পথে চলিতে হয়। এ পথ অন্ধকারময়, পথের চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার, চতুর্দ্দিকেই অন্ধকারের বিভী-ষিকা! স্তরে স্তরে স্তূপীভূত তমোরাশি সঞ্জীভূত! চতুর্দ্দিকই অন্ধ-কারে সমাচ্ছন্ন। উজ্জ্বল আলোক ব্যতীত এ পথে কেহই কখনও গমন করিতে পারে না; আলোক ব্যতীত গমন করিলে, প্রতিপদে প্রতিপাদ-বিক্ষেপে পথিকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতএব, সাবধান! এ পথে চলিবার উজ্জ্বলালোক 'প্রেম;' এই প্রেমালোকে সেই পথ পরিষ্কার-রূপে দেখা যায়; আবার, এ পথে চলিতে সম্বলেরও আবশ্যক। কেন না, সম্বল ব্যতীত পথে চলা যায় না, পথের সম্বল সঙ্গে না লইলে, পথিমধ্যে দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং অগ্রেই সম্বল সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়; বিনা-সম্বলে এ পথে কেহ কখনও চলিতে পারে নাই। এই সাধন-পথের সম্বল একমাত্র 'পুণ্যধন;' কিন্তু, সাবধান! এ ধন সংগ্রহ করিয়া, অতি গোপনে ও সযতনে রাখিতে হয়। কারণ, এ পথের অন্তরালে লোভ, মোহ আদি দস্যু-তস্কর প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে; তাহারা এ পথের পথিককে একাকী পাইলেই, পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, পথিকের প্রাণ পর্য্যন্তও হরণ করিয়া থাকে। অতএব,

এ পথে একাকী চলিতে কদাপি সাহস করিও না। এ পথে চলিতে হইলে, পরমোদার 'শম ও দম' এই দুইটিকে পরম যত্ন-সহকারে প্রহরী-রূপে নিযুক্ত করিয়া, 'বিবেক ও বৈরাগ্য' রূপ ঢাল ও তরবারি নিজের সঙ্গে রাখিয়া, সঙ্গের সাথীর সহিত চলিতে হয়; নতুবা পথে অগ্রসর হইতে কিছুতেই পারিবে না। যদি এ পথে চলিবার কালে অন্য কোনও ভয়ের কারণ দেখিতে পাও; তবে সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, আকুল-আবেগে, ব্যাকুল-প্রাণে একাগ্রতার সহিত অখণ্ড-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর রাজ-রাজেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অথবা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দোহাই দিয়া বলিবে ;—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ! হরে রাম হরে রাম ! রাম রাম হরে হরে !" তখন দেখিতে পাইবে,—ভয়ের কারণগুলি একে একে আপনা হইতে দূরে, অতিদূরে সরিয়া পড়িবে ; তাহাদের সন্ধানও পাইবে না। আর, যদি এ পথে চলিবার কালে তোমার মনে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, দিশাহারা হইয়া, পথভ্রষ্ট হও ; তবে এক কাজ করিও, এপথের যথায় তথায় পান্থ-নিবাস রহিয়াছে, সেই পান্থশালায় গিয়া, পান্থনিবাসি-জনে পথের বার্ত্তা সুধাইও। তাঁহারা বড় দয়ার্দ্র-চিত্ত, দয়াল-স্বভাববশতঃ দয়া করিয়া, তাঁহারা পথভ্রষ্ট-জনকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সে পথে পান্থ-নিবাসি-জন আর কেহ নহেন, সে পান্থ-নিবাসী 'সাধু-মহাজন।' তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া, তাঁহাদিগকে পথ জিজ্ঞাসিলে, তাঁহারা এমন পথ দেখাইয়া দিবেন যে, সে পথে চলিলে, তোমার আর কদাপি ভ্রম উপস্থিত হইবে না ; এমন কি, ভ্রমের এমন ভ্রম উপস্থিত হইবে যে, ভ্রমেও এ পথে আর ভ্রমণ করিতে আসিবে না। কিন্তু, সাবধান ! যেন প্রতারকের কবলে পতিত না হও, তাহাদের কবলে পতিত হইলে, তাহারা স্বীয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত, তোমাকে প্রলোভন দেখাইয়া, প্রলুব্ধ করিয়া, অন্য পথে চালাইবে ; এমন কি, প্রবল আসক্তির

অন্ধকূপেও তোমাকে নিক্ষেপ করিতে পারে। তাই বলি—সাবধান! আর একটি কথা এই সুযোগে বলিয়া রাখি;—ঐ দেখ, তোমার পুরোভাগে সাধন-পথ দুই ভাগে বিভক্ত; পথিকের ভ্রম জন্মাইবার জন্য, কেমন ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-রূপে দৃষ্ট হইতেছে! ঐ দুইটি পথের মধ্যে একটি সরল ও অতি সহজে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়; আর একটি বড় কুটিল ও অনেক বিলম্বে, বহু আয়াসে, যুগ-যুগান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া, কতবার উত্থান-পতনের বিবর্ত্তনে পড়িয়া, তবেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়। অতএব—"বামেন নো গম্যতাং;" কেন না, সেই পথে যোগক্ষেম-পালিকা যোগ-বিভূতি,—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, কামাবসায়িতা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য লইয়া, সুসজ্জিতা হইয়া, প্রলোভন দেখাইবার জন্য বসিয়া রহিয়াছে। তাহার লোচন-রূপ বাগুরা অর্থাৎ সিদ্ধি-জালে নিপতিত হইলে, আর তোমার সাধ্য কি, গন্তব্য-স্থলে অর্থাৎ প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোক বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইতে পার; সুতরাং সেই জন্য বলি,—"বামেন নো গম্যতাম্।" সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত সাধন-পথে চলিবে, যেন ভ্রান্তি-বশে বাম-মার্গে ধাবিত না হও। যদ্যপি,—

শুকো মুক্তো বামদেবোঽপি মুক্ত—
স্তাভ্যাং বিনা মুক্তিভাজো ন সন্তি।
শুকমার্গং যেঽনুসরন্তি ধীরাঃ,
সদ্যো মুক্তাস্তে ভবন্তীহ লোকে॥
বামদেবং যেঽনুসরন্তি নিত্যং,
মৃত্বা জনিত্বা চ পুনঃপুনস্তৎ।
তে বৈ লোকে ক্রমমুক্তা ভবন্তি,
যোগৈঃ সাংখ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ সত্ত্বযুক্তৈঃ॥

বরাহোপনিষৎ।৪

সর্ব্বত্যাগী পরম জ্ঞানী পরম ভাগবত ভারতের পুরুষোত্তম বৈরাগ্য-রসিক ভক্তিনিষ্ঠ আবাল-বিরাগী ব্যাস-নন্দন শুকদেব এবং সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজা দশরথের কুল-পুরোহিত যোগীরাজ বামদেবঋষি, —এই উভয়েই মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন; তাহা ভিন্ন আর কেহ ইহলোকে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং, যাঁহারা পরম-জ্ঞানী ভক্তিনিষ্ঠ বৈরাগ্য-রসিক আবাল-বিরাগী পরম ভগবদ্ভক্ত, শ্রীমৎ শুকদেবগোস্বামী-সেবিত সরল সুগম ভক্তিযোগ-মার্গের অনুসরণ করেন, সেই সমস্ত নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য ভক্তিপরায়ণ ধীর ব্যক্তিরা, এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ মর-জগতেই সংসার-কোলাহলের গণ্ডগোলের মধ্যে থাকিয়াও, সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর, যাঁহারা বামদেবঋষি-সেবিত যোগ-মার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহারা এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় অসুখকর সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে, চির-সঙ্গিনী ব্যাকুলতা-বিধায়িনী বাসনাকে সঙ্গিনী করিয়া, পুনঃ পুনঃ গমনাগমন অর্থাৎ বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের উত্থান-পতনের বিবর্ত্তনে পড়িয়া, সৌভাগ্যোদয়ে যখন যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাস অথবা সাংখ্য-যোগাভ্যাস বা সাত্ত্বিক নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারেন; তখনই তাঁহাদের জ্ঞানোদয় হয়। এইরূপে জন্ম-জন্মান্তরের ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানোদয়ে বহু জন্মের পরে, ক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কারণ, আজন্ম-সঞ্চিত অবসাদ এক জন্মে ফুরায় না; যে জ্বালা জন্ম-সংস্কার-লব্ধ সম্পত্তি, তাহাও এক জন্মে শীতল হয় না; যে সুখ অনন্ত অক্ষয়, তাহাও এক জন্মে লাভ হয় না। কত কোটিজন্ম-সঞ্জাত ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানের ক্রমঃ-বিকাশে কত উত্থান-পতন-বিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া, বামদেবঋষি-মার্গ-সেবিত পুরুষ একটু একটু করিয়া উন্নত হইয়া, জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে মুক্তিলাভ

করিয়া থাকেন; ইহাকেই ক্রমমুক্তি বলে। কিন্তু, তাহা হইলেও,—

শুকশ্চ বামদেবশ্চ দ্বে স্থতী দেবনির্ম্মিতে।
শুকো বিহঙ্গমঃ প্রোক্তো বামদেবঃ পিপীলিকা॥
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন বা।
মহাবাক্যবিচারেণ সাংখ্যযোগসমাধিনা॥
বিদিত্বা স্বাত্মনো রূপং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিতঃ।
শুকমার্গেণ বিরজাঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্॥

বরাহোপনিষৎ।৪

শুকদেবগোস্বামী ও বামদেবঋষি-সেবিত মার্গ,—এতদুভয় মার্গই ঈশ্বর-নির্ম্মিত, অর্থাৎ শুকদেব-প্রদর্শিত ভক্তি-মিশ্রিত জ্ঞান-মার্গ এবং বামদেবঋষি-প্রদর্শিত শুষ্ক যুক্তি-তর্কের অন্তর্গত সাংখ্যযোগ-মিশ্র জ্ঞান-মার্গ,—এই দুই জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিয়া, দুইজন ঋষি যে, এই সংসার-দুর্গম হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইয়া, মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন,—এই মার্গদ্বয়, তাঁহাদের স্বকৃত বা কপোল-কল্পিত নহে; ইহা ঈশ্বর-প্রদিষ্ট মার্গ। ঈশ্বর, এই পথদ্বয় বেদ-শাস্ত্রে বলিয়া দিয়াছেন; সুতরাং এই পথদ্বয়কে ঈশ্বর-নির্ম্মিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, পরম জ্ঞানী ভক্তিনিষ্ঠ শুকদেব-সেবিত মার্গাবলম্বনে সত্বর মুক্তিলাভ ঘটে বলিয়া, এই মার্গকে বিহঙ্গম-মার্গ এবং বামদেবঋষি-সেবিত মার্গাবলম্বনে ক্রম-মুক্তি ঘটে বলিয়া, ইহা পিপীলিকা-মার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ পিপীলিকা যেমন তরুর মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ অনায়াসে শাখা-প্রান্তে অধিরোহণপূর্ব্বক অভীষ্ট ফল উপভোগ করে, তদ্রূপ বামদেবঋষি-সেবিত মার্গানুসরণকারী মানবগণও সাংখ্য-যোগাভ্যাসাদি দ্বারা ক্রমে জ্ঞানোদয়ে অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হয়। আর, বিহঙ্গমগণ বিঘ্নাশঙ্কা না করিয়াই, সত্বর ঊর্দ্ধে

উত্থিত হইয়া, গন্তব্য স্থানে উপনীত হয় এবং অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শুকদেবগোস্বামী-সেবিত মার্গানুসরণকারী মানবগণও, সত্বর মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা শুকদেবগোস্বামী-সেবিত মার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহারা আকাশ-গামী বিহঙ্গের ন্যায় অতি সত্বরেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য-লোক নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হন; আর, যাঁহারা বামদেব-ঋষি-সেবিত মার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহারা পিপীলিকার মত ধীরে ধীরে গমন করিয়া,—"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।" তাঁহারা কর্ম্ম-বশে কেহ কেহ বা পুণ্য-রূপ স্রোতের সহায়তায় অল্পকালে, কেহ কেহ বা পাপের প্রলোভনে পড়িয়া, যুগ-যুগান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া ও মরিয়া, উত্থান-পতন-আবর্ত্তনের বিবর্ত্তনে পড়িয়া, কখন উর্দ্ধগত, কখন অধঃপতিত হইয়া, উপাসনার সহায়তায় যখন কর্ম্ম-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আইসে, তখন ভগবানের আকর্ষণ প্রবল হয়, ভগবানের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহারা তখন ক্রমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা তখন ইতর বস্তুর নিষেধ দ্বারা এবং সাক্ষাৎ অন্বয়-মুখে "তত্ত্বমসীত্যাদি" মহাবাক্যের বিচার দ্বারা ভগবৎ-স্বরূপ বিদিত হইয়া, সাংখ্যযোগ-রূপ সমাধি দ্বারা এবং হঠযোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা বামদেবঋষি-সেবিত মার্গ অবলম্বন-করতঃ রজোগুণ-রহিত হইয়া, পরম পদ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ,—

> যমাদ্যাসনজায়াসহঠাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ।
> বিঘ্নবাহুল্যসঞ্জাত অণিমাদিবশাদিহ॥
> অলব্ধ্বাপি ফলং সম্যক্ পুনর্ভূত্বা মহাকুলে।
> পুনর্বাসনয়ৈবায়ং যোগাভ্যাসং পুনশ্চরন্॥
> অনেকজন্মাভ্যাসেন বামদেবেন বৈ পথা।
> সোঽপি মুক্তিং সমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
>
> বরাহোপনিষৎ ।৪

যাঁহারা যম, নিয়ম, আসন ও আয়াস-সাধ্য ক্লেশ-যুক্ত হঠযোগের অভ্যাসকরতঃ এই জন্মেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিবিধ বিঘ্ন-জাল উপস্থিত হয়। এই যোগী যোগ-ফল সম্যক্-রূপে না পাইয়া, মহাকুলে উৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্ব-সংস্কারের দ্বারা যোগানুষ্ঠানকরতঃ অনেক জন্ম ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বামদেব-ঋষি-সেবিত যোগ-মার্গের অনুসরণে যুগ-যুগান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনেক জন্মের পর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অতএব,—

দ্বাবিমাবপি পন্থানৌ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকরৌ শিবৌ।
সদ্যোমুক্তিপ্রদশ্চৈকঃ ক্রমমুক্তিপ্রদঃ পরঃ॥

বরাহোপনিষৎ।৪

পূর্ব্বোক্ত শুকদেবগোস্বামী ও বামদেবঋষি-সেবিত,—এই দুইটি পথই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের উপায়-স্বরূপ এবং মঙ্গলময় ও পরমপদ-প্রাপক ; কিন্তু, পথদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ তারতম্য এই যে, একটি সদ্যোমুক্তিপ্রদ এবং অপরটি ক্রমমুক্তিদায়ক।

———०———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিপাবন মহাজন শুকদেবগোস্বামী-সেবিত মার্গ কি ?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি অধুনা বলিলেন যে,—'মুক্ত মহাজন ইহলোকে দুইজন,—আবাল-বিরাগী শুকদেবগোস্বামী ও বামদেবঋষি। কিন্তু, এতদুভয় মহাজনের মধ্যে শুকদেবগোস্বামী-সেবিত মার্গই সদ্যোমুক্তিপ্রদ এবং বামদেবঋষি-সেবিত মার্গ ক্রম-মুক্তিপ্রদ।' অতএব কলিপাবন মহাজন শুকদেবগোস্বামী-সেবিত সদ্যোমুক্তিপ্রদ মার্গ কি ?

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥
এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥
প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।২।১

তদুত্তরে আবাল-বিরাগী শুকদেবগোস্বামী, মুমূর্ষু মহারাজা পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন,—'হে রাজন্! আত্মজ্ঞানহীন গৃহীদিগের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে। তাহারা গৃহ-কার্য্যে আসক্ত

থাকিয়া, তদ্গত পঞ্চ সূনাতেই অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার প্রাণিহিংসা মাত্রেই তৎপর ; কখন আত্ম-তত্ত্বের আলোচনা করে না। তাহাদিগের আয়ুর রাত্রিভাগ নিদ্রা বা রতি-ক্রীড়ায় এবং দিবাভাগ অর্থ-চিন্তা বা পরিবার-পোষণে অতিবাহিত হয়। তাহারা স্বর্গগত স্ব স্ব পিত্রাদির উদাহরণ দ্বারা প্রত্যহ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে যে, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ সকলই নশ্বর ; তথাপি সেই সকলে আসক্ত হইয়া, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। হে ভরত-কুল-মণি! এই কারণেই সর্ব্বাত্মা, ভগবান্, ঈশ্বর, শ্রীহরিকে স্মরণ এবং তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা মোক্ষার্থী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা-সহকারে আত্ম ও অনাত্ম-জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ দ্বারা যে হরি-স্মরণ, তাহাই এই নশ্বর মনুষ্য-জন্মের লাভ ;—অন্তিমে নিশ্চিন্ত-চিত্তে, যোগীগণে যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে যে ধন পায়, যাঁহার নামের গুণে জীবগণে ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়, দুরন্ত কৃতান্ত হইতে মুক্ত হয়, কঠোর জঠর-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়, যাঁহার রাঙ্গা পায় জীবে মোক্ষ পায়, যিনি অনুপায়ের উপায়, সেই জগচ্চিন্তামণির শ্রীচরণ-চিন্তাই পরম লাভ। রাজন্! যে সকল মুনি শাস্ত্রোক্ত বিধি বা নিষেধ মানেন না এবং যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইয়া রহিয়াছেন ; তাঁহারাও ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীহরির স্মরণ, গুণ-কীর্ত্তন ও লীলা-কথা শ্রবণ করিতে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সত্য বটে, আমিও নির্গুণ ব্রহ্মেই নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ; কিন্তু, তথাপি পবিত্র-কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির লীলাদি-বর্ণিত গ্রন্থ-পাঠে আমারও চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ; আমিও তাঁহার চিন্তন, নাম-কীর্ত্তন ও কথা-শ্রবণাদিতে সতত আসক্ত-চিত্ত। অতএব, রাজর্ষে! আপনি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত ; আপনার সম্মুখে আমি সেই পবিত্র-কীর্ত্তি ভগবানের কথা কীর্ত্তন করিব, তাহা শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধা-সহকারে তাহা শ্রবণ করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সকলেরই নিষ্কামা ভক্তি জন্মে।

হে রাজন্! এই মুক্তিপ্রদ হরিনামানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে, কি কামী, কি বিরাগী, কি যোগী,—সকলেই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে। যে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বহু বর্ষ জীবিত থাকে, সেই দীর্ঘ-জীবনের মধ্যে সে যদি মুহূর্ত্তের জন্য না ভাবে যে, ঐ সকল বর্ষ বৃথা অতিবাহিত হইতেছে ; তবে সে সমুদয় বর্ষই বৃথা। কিন্তু, যদি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিয়া, সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে ঐ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা হইলে, সেই এক মুহূর্ত্তই শ্রেষ্ঠ ; কেন না, তাহাতে মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত যত্ন করা যাইতে পারে। মহারাজ ! পূর্ব্বকালে খট্টাঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি নিজ পরমায়ুঃ মুহূর্ত্ত-মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে পারিয়া, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্যাগী হইয়া, ভগবান্ শ্রীহরির চরণে শরণ লইয়াছিলেন। কৌরব-নন্দন ! আপনারও পরমায়ুর সপ্তদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে ; অতএব, যে সকল কার্য্য দ্বারা সদ্‌গতি লাভ করা যায়, ইহার মধ্যে আপনি সে সমুদয়ই সম্পন্ন করুন। অন্তকাল উপস্থিত হইলে, জীব মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য-রূপ অস্ত্র দ্বারা স্নেহ-মমতা ছেদ করিবে। ধীর ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্য-তীর্থ-জলে স্নান করিবেন এবং নির্জ্জনে বিধিবৎ পবিত্র আসন রচনা করিয়া, তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক অকারাদি বর্ণত্রয়ে গ্রথিত প্রণব মনে মনে অভ্যাস করিতে থাকিবেন। সেই অবস্থাতে তাঁহার নিঃশ্বাস রোধ করিয়া, মনকে দমন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে পথ-প্রদর্শিকা করিয়া, মন দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিবেন ; মন বিষয়-বাসনা দ্বারা আকৃষ্ট হইলে পর, তাহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ঈশ্বর-বিষয়ে ধারণ করিবেন,—ভগবানের সমগ্র রূপই ধ্যান এবং তাঁহার এক এক অবয়বও চিন্তা করিবেন ; অনন্তর মনকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া, সমাধিতে স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইবেন। যাহাতে মন শান্ত ভাব অবলম্বন করে, তাহারই নাম

শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। মন যদি পুনর্ব্বার রজঃ-গুণ দ্বারা বিচলিত এবং তমোগুণ দ্বারা মোহিত হয়, তাহা হইলে, ধীর ব্যক্তি ধারণা দ্বারাই তাহাকে দমন করিবে। ধারণাই কেবল রজস্তমঃ-সম্ভূত মল নাশ করিতে সক্ষম। ঐ ধারণা সিদ্ধ হইলেই, সূক্ষ্মদর্শী যোগীদিগের ভক্তি-স্বরূপ যোগ অবিলম্বেই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ঐ বিষয়েই মনের প্রীতি জন্মে।'

মহারাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ব্রহ্মন্! ধারণা কিরূপে করা বিধেয়? কিসেই বা তাহা প্রতিষ্ঠিত? কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই বা উহা অবিলম্বে জীবের মনোমল দূর করিতে পারে?' শুকদেব কহিলেন,—

"জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সংধারয়েদ্ধিয়া॥
বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং দৃশ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ॥
অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।২।১

'রাজন্! আসন, প্রাণায়াম, বিষয়াসঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, বুদ্ধি-সহকারে ভগবানের স্থূল-রূপে অর্থাৎ রাম-কৃষ্ণ-বামন,—মীন-কূর্ম্ম-বরাহ,—নৃসিংহ-পরশু-বুদ্ধ প্রভৃতি অবতার-রূপ সাকার-মূর্ত্তি সকলে মনকে ধারণ করিতে হয়। তাঁহার বিরাট্ দেহ অতি স্থূল বস্তু হইতেও স্থূলতর। ভূৎ, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান,—এই তিন প্রকার কার্য্যই ঐ দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উহা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব,—এই সপ্ত আবরণে আবৃত। উহার মধ্যে যে বিরাট্ পুরুষ বাস করিতেছেন, তিনিই ধারণার বিষয়। ঐ বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, সহস্রশীর্ষা পুরুষের পাদমূল পাতাল; চরণের অগ্র ও

পশ্চাদ্ভাগ রসাতল ; দুই গুল্‌ফদেশ মহাতল ; দুই জঙ্ঘা তলাতল ; দুই জানু সুতল ; উরুদ্বয়ের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগ বিতল ও অতল ; জঘনদেশ মহীতল ; নাভী-সরোবর নভস্তল ; বক্ষ স্বর্লোক ; গ্রীবা মহর্লোক ; বদন জনলোক ; ললাট তপোলোক এবং মস্তক সকল সত্যলোক। মোটের উপর,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের যাবতীয় দৃশ্যমান্ পদার্থই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ; মুমুক্ষু ব্যক্তিরাই এই স্থূলতর বিরাট্-মূর্ত্তিতে মনোধারণ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন সংসারে আর কোন বস্তুই নাই। যোগীগণ সেই সত্য-স্বরূপ আনন্দ-নিদান বিরাট্-পুরুষেই মনোধারণা করিয়া, তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন,—কদাপি অন্যত্র আসক্ত হন না ; কেন না, তাহা হইলেই সংসারে পতিত হইতে হয়। তাঁহাকে ভজনা করিলে, সংসারের হেতুভূতা অবিদ্যারও উপরতি হয়। আর স্ব স্ব দেহের মধ্যবর্ত্তি হৃদয়-দেশে হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে যে এক প্রাদেশ পরিমিত স্থানে পুরুষ বাস করিতেছেন ; কেহ কেহ ধারণা দ্বারা তাঁহাকেই চিন্তা করেন। তাঁহার চারিভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে ; তাঁহার বদন সুপ্রসন্ন এবং লোচন পদ্ম-পলাশবৎ আয়ত ; তাঁহার বসন কদম্ব-কিঞ্জল্কের ন্যায় পিঙ্গল-বর্ণ ; তাঁহার বাহু দীপ্তিমান্ মহারত্নে খচিত এবং হিরন্ময় অঙ্গদে সুশোভিত ; তাঁহার কিরীট ও কুণ্ডল উৎকৃষ্ট মণি-প্রভায় দেদীপ্যমান ; তাঁহার দুইটি পদ-পল্লব যোগীগণ স্ব স্ব হৃদয়-পঙ্কজের কর্ণিকা-রূপ আলয়ে রাখিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, সতত চিন্তা করেন। অতএব, যতক্ষণ মন ধারণা দ্বারা স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত-চিত্তে সেই চিন্তামণি ঈশ্বরকেই চিন্তা করিবে। গদাধরের পাদাদি অবধি আস্য পর্য্যন্ত যাবতীয় অঙ্গ এক এক করিয়া, ধারণাপূর্ব্বক ধ্যান করিতে হইবে। পাদ-গুল্‌ফাদি যে যে অবয়ব অযত্নতঃ প্রকাশ পায় ; সেই সকল এক এক করিয়া, অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ-সমূহ চিন্তা

করিবে। তাহাতেই বুদ্ধি নিশ্চল ও পবিত্র হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি হইতেও শ্রেষ্ঠতম এই বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ স্বাক্ষী-স্বরূপ পুরুষে ভক্তি না জন্মে, ততদিন আবশ্যক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া, পশ্চাৎ একমনে তাঁহার স্থূলতর রূপ চিন্তা করিতে হইবে।

রাজন্! যোগী অবশেষে যখন ঐ প্রকারে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন মনোমধ্যে পবিত্র স্থান বা কাল কামনা না করিয়া, কেবল নিশ্চল-চিত্তে স্থির-ভাবে সুখকর আসনে উপবিষ্ট হইবেন, এবং মন দ্বারা প্রাণ জয় করিয়া, প্রাণায়াম করিবেন। নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা মনকে দমন করিয়া, পশ্চাৎ বুদ্ধিকে বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টাতে, সেই দ্রষ্টাকে বিশুদ্ধ আত্মায় এবং আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া, শান্তি লাভ করিবেন এবং সমুদয় কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। সেই আত্মার সহিত একীভূত অবস্থায় দেবতাদিগেরও প্রভু কাল, কোন প্রভুতা প্রকাশ করিতে সক্ষম হন না। তাঁহার অনুগত আজ্ঞাবহ দেবতাদিগের ত কথাই নাই। তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতা যদি না থাকিল, তবে তাঁহাদিগের অধীনস্থ চির-দাস—চির-কিঙ্কর প্রাণিগণ কি করিতে পারিবে?—আর, সেই অবস্থায় জগৎ-কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই তিনের কিছুই থাকে না এবং প্রকৃতি, অহঙ্কার-তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি জগৎ-কারণ, আর তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। ঐ যোগী, আত্মা ভিন্ন সকল বস্তুকেই—'ইহা আত্মা নহে,—ইহা আত্মা নহে,' এইরূপ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়া, দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রতিক্ষণে হৃদয় দ্বারা পূজনীয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম চিন্তা করেন; তাঁহার অন্য কোন বিষয়ে আসঙ্গ থাকে না। অতএব, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঐ যোগী এইরূপে বিশ্বকে ব্রহ্মময় ভাবিতে পারিলেই, বিজ্ঞান-বলে তাঁহার বিষয়-বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব, তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

অনন্তর আপনার পাদ-মূলের দ্বারা গুহ্যদেশ রোধপূর্ব্বক ক্লেশ জয় করিয়া, প্রাণ-বায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয় ঊর্দ্ধস্থানে নীত করিবেন। প্রথমতঃ তিনি নাভি-দেশ-স্থিত মণিপুর-চক্র হইতে প্রাণকে হৃদয়স্থ অনাহত-চক্রে লইয়া যাইবেন; পশ্চাৎ উদান বায়ুর গতি-ক্রমে তাহাকে তথা হইতে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ কণ্ঠদেশের অধোভাগস্থ বিশুদ্ধ-চক্রে প্রেরণ করিবেন; অনন্তর জিতেন্দ্রিয় হইয়া, আপনার তালুদেশে অল্পে অল্পে উত্তোলন করিতে থাকিবেন; অবশেষে শ্রোত্র-দ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ-রূপ তাহার সাতটি নির্গমন-মার্গ রোধ করিয়া, তাহাকে তালু হইতে ভ্রূযুগের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞা-চক্রে স্থাপন করিবেন। অনন্তর তিনি যদি একেবারে অভিলাষশূন্য হন, তাহা হইলে, অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র সেই স্থানে রাখিয়া, পরব্রহ্মকে লাভ-করতঃ প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নীত করিবেন। পরক্ষণেই প্রাণ, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া, দেহ এবং ইন্দ্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিবে। আর, যদি তিনি ব্রহ্মপদ, খেচরদিগের বিহার-স্থান, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অথবা নিখিল গুণের সমবায়ভূত ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত প্রাণবায়ুকে বহিষ্কৃত করিয়া লইবেন। উপাসনা-তৎপর ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ অষ্টাঙ্গ-যোগযুক্ত এবং সমাধিশালী যোগীদিগের বায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম-শরীর আছে; অতএব, তাঁহারা ত্রিলোকের অন্তর ও বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারেন। কর্ম্মীরা কেবল কর্ম্ম-ফলে সেরূপ গতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যে সকল কর্ম্মী যাগ-যজ্ঞাদি করেন, দেহাবসানে তাঁহারা আকাশ-পথ অবলম্বন করিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর সহযোগে প্রথমতঃ অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট উপস্থিত হন। রাজন্! সেই স্থানে তাঁহাদের মল ধৌত হয়। তখন তাঁহারা সেই স্থান হইতে ঊর্দ্ধস্থ হরি-সম্বন্ধীয় শিশুমারাকার অর্থাৎ জলজন্তুবিশেষ জ্যোতিশ্চক্র প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঐ চক্রস্থিত আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত পদ সকল প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। অনন্তর বিশ্বের নাভি-স্বরূপ সেই বিষ্ণুচক্র অতিক্রম করিয়া, নির্ম্মল লিঙ্গ-শরীর ধারণপূর্ব্বক একাকীই লোক-নমস্কৃত ব্রহ্মবেত্তা-দিগের স্থান মহর্লোকে গমন করেন। সেই স্থানে কল্পজীবী ভৃগু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিহার করিতেছেন। অবশেষে কল্পান্ত-কাল উপস্থিত হইলে, বিশ্ব-সংসার যখন অনন্ত পুরুষের মুখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন ঐ স্থানও উষ্মা প্রাপ্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাহার উপরি-স্থিত দ্বিপরার্দ্ধ-কল্পস্থায়ী ব্রহ্মপদে গমন করেন। তথায় সিদ্ধেশ্বর-দিগের অসংখ্য বিমান সকল অবস্থিত আছে।

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু—
নার্ত্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোদঃ কৃপয়ানিদংবিদাং,
দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।২।২

সে স্থানে চিত্তহেতু দুঃখ ব্যতীত শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ বা ভয়,—আর কিছুই নাই। সেই স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণিগণ ভগবানের ধ্যান না জানাতে জনম-মরণ-রূপ দারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছে। সেই হেতু তাহাদিগের প্রতি দয়াবশতঃ মন ব্যথিত হয়; ইহাই সেই একমাত্র দুঃখ।

মুনিগণ তাহার পর লিঙ্গ-শরীর দ্বারা পৃথিবী-রূপ প্রাপ্ত হন। তখন 'কিরূপে যাইব,' এরূপ শঙ্কা তাঁহার আর থাকে না। অনন্তর সেই রূপেই পৃথিবীর পরবর্ত্তী জল-রূপ এবং পরে অনন্ত-রূপ প্রাপ্ত হন। অবশেষে সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপেই বায়ু-রূপ লাভ করেন। তাহার আরও চরমে, ঐ বায়ু-রূপে পরমাত্ম-মূর্ত্তি আকাশ-রূপে পরিণত হইয়া থাকেন। অনন্তর ঐ যোগী ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, চক্ষু দ্বারা রূপ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রাপ্ত হন। অবশেষে তিনি স্থূলভূত,

সূক্ষ্মভূত এবং ইন্দ্রিয়দিগের লয়স্থানভূত,—মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারতত্ত্ব লাভ করেন ; তাহার পর যাইতে যাইতে, সেই অহঙ্কারতত্ত্বের সহিতই মহত্তত্ত্ব লাভ করিয়া, পরে গুণগণের লয়স্থান-ভূতা প্রকৃতিতে অবস্থিত হন। তখন আনন্দ-স্বরূপে পরিণত হওয়াতে, তাঁহার উপাধি-জ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায় ; সুতরাং তিনি পরমানন্দময় অবিকারী আত্মাকে প্রাপ্ত হন। রাজন্! যে মুনি এই ভগবৎ-সম্বন্ধিনী গতি প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। নৃপ! তুমি আমাকে যে দুই সনাতন মার্গ অর্থাৎ সদ্যো-মুক্তি এবং ক্রম-মুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বেদে এই প্রকারই কথিত আছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহাকে ঐ দুই গতির বিবরণ বলিয়াছিলেন। সংসারে প্রতিষ্ঠ মনুষ্যদিগের ইহার অপেক্ষা আর মঙ্গলদায়ক গতি নাই ; কারণ, ইহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি জন্মে।

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ২।২

কিসে হরিভক্তি জন্মে, ব্রহ্মাও একাগ্র-চিত্তে তিনবার বেদ-সমালোচন করিয়া, বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহা স্থির করিয়াছিলেন। পরিদৃশ্যমান বুদ্ধ্যাদি-রূপ লক্ষণ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতেছে যে, দ্রষ্টা-স্বরূপ ভগবান্, অন্তর্যামী-রূপে সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব, রাজন্! মঙ্গলাভিলাষী মনুষ্য একমনে অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনী-মণ্ডলে, —জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্বচরাচরে সর্ব্বস্থানে এবং শয়নে-স্বপনে, গমনে-উপবেশনে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সর্ব্বসময়ে

ভগবান্ শ্রীহরির গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও তাঁহাকে স্মরণ অর্থাৎ ধ্যান করিবে।'

———•———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবধা ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার নিমিত্ত শ্রবণাদি নবধা ভক্তি কথিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে "ঈশ্বরস্তুষ্টে-রেকোঽপি বলী" কোন্‌টি বলবান্ এবং শ্রেষ্ঠ ও সকলের পক্ষে সহজ-সাধ্য ?

ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

ভক্তি-শাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন,— 'শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন,—এই নবধা অপরাভক্তি ; এই অপরাভক্তি-অঙ্গের মধ্যে, স্মরণ-ভক্তি অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,— কালী-তারা-মহাবিদ্যা,— রাম-কৃষ্ণ-বামন ,— মীন-কূর্ম্ম-বরাহ— নৃসিংহ-পরশুরাম-বুদ্ধ প্রভৃতি হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট যথাভিমত অবতার-মূর্ত্তির চিন্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, হিন্দুর মুনি-ঋষি-যোগী,—হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ,—হিন্দুর পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতায় সমস্বরে কহিয়াছেন। অতএব; শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নবধা অপরা-ভক্তির যাবতীয় অঙ্গের মধ্যে অঙ্গীভূত স্মরণ-ভক্তি অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ-চিন্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' বাস্তবিক, আবাল-বিরাগী পরমজ্ঞানী তেজস্বী ভগবদ্‌ভক্ত বৈরাগ্য-রসিক ধ্যাননিষ্ঠ শুকদেব গোস্বামী, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন ;—

" বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী ,
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা ,
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ "

শ্রীমদ্ভাগবত ।১২।৩

'হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, ভক্তি-মন্দাকিনীর পূত-প্রবাহে বিধৌত প্রেম-পুষ্পে সুসজ্জিত হৃদয়-সিংহাসনে,—প্রস্ফুট-হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে চিন্তিত হইলে, অন্তরাত্মা যেরূপ শুদ্ধি লাভ করে,—অন্যান্য নবধা ভক্তি-অঙ্গের কোনটিতে তেমন নহে। এমন কি, অন্যান্য তেত্রিশকোটি দেবতার উপাসনা; কিংবা কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র তপঃ-সাধনা; কিংবা যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসে প্রাণ-বায়ুর নিরোধ; কিংবা মানব-দানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, সর্ব্বপ্রাণীর সহিত মিত্রতা; কিংবা প্রয়াগে-পুষ্করে, বারাণসী-হরিদ্বারে, সেতুবন্ধে-গঙ্গাসাগরে, তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া, তীর্থ-জলে স্নান; কিংবা কভু অনশন, কভু একাশন, কভু অর্দ্ধাশন, কভু পর্ণাদি-ভক্ষণ-রূপ কঠোর ব্রত-সাধন; কিংবা গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি প্রচুর দান; কিংবা প্রণব বা শতরুদ্রী অথবা ইষ্ট-মন্ত্রাদি জপ-যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারাও সেইরূপ অত্যন্ত শুদ্ধি হইতে পারে না।' কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত কলির কাম-দুর্ম্মদ জীবের দুর্গতি দর্শনে কাতরা, অনন্ত-শাস্ত্র-প্রসবিনী মাতেশ্বরী শ্রুতি কহিতে-ছেন—

" যদি শৈলসমং পাপং বিস্তীর্ণং বহুযোজনং।
ভিদ্যতে ধ্যানযোগেন নান্যো ভেদঃ কদাচন ॥ "

ধ্যানবিন্দূপনিষৎ।

কলি-কলুষিত-চিত্ত মানব! যদিও তুমি দুরাচারী, শিশ্নোদর-পরা-য়ণ;—তোমার হৃদয়-রাজ্য প্রবল রিপু-দস্যুর উৎপীড়নে, অশান্তির

আগুনে, ভস্মাবসানে পরিণত হইয়াছে ;—দয়ার জলনিধি দূরে, বহু-দূরে সরিয়া পড়িয়াছে ;—সমবেদনার পাদপ-ছায়া—ঈর্ষ্যা-হিংসা-তক্ষক-দংশিত বিষ-বিশুষ্ক পত্র-কাণ্ড-পরিত্যক্ত হইয়াছে ;—উপকারীর প্রত্যুপকার-লালসা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে ;—সত্যের স্নিগ্ধ চন্দ্রমা, মিথ্যা-মার্ত্তণ্ডের তীব্র-দাপে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে ;—সরলতার শুভ্র গৃহ, কুটিলতার কালকূটে পরিপূর্ণ হইয়াছে ;—স্তূপীভূত পাপের অবস্করে সকলই সমাচ্ছাদিত ; দিগন্ত-প্রসারী গিরি-সদৃশ বিস্তৃত পাপরাশি বহুযোজনদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া, তোমার হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে ; কিন্তু, তথাপি ভয় করিও না, হতাশ হইও না। ঐ সর্ব্বাধার-বিবর্জ্জিত ভগ্ন হৃদয়-সিংহাসনে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরকে বসাইয়া, একমনে একপ্রাণে তাঁহাকে চিন্তা কর, তাঁহার ধ্যান কর,—দেখিতে পাইবে, হৃদয়েশ্বরের চরণ-স্পর্শে হৃদয়-সিংহাসন, পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়াছে ; পবিত্রতার অমৃত-উৎসে, নির্ম্মলতা-মন্দাকিনীর পূত-প্রবাহে, ন্যায়-নিষ্ঠা-সত্য-সরলতার আশ্রয়স্থল ও দয়া-দাক্ষিণ্য-বিনয়-সৌজন্যের আধার হইয়া উঠিয়াছে। পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত হৃদয়-ক্ষেত্র পুণ্য-ভূমিতে পরিণত হইয়া, কাম্য-কাননের মনোমদ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শান্তি-কুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। তাই বলি,—পাপ-পঙ্কিল মানব ! সংসার-কোলাহলের গণ্ডগোলের মধ্যে থাকিয়াও, যখনই সময় পাইবে, তখনই ভগ্ন হৃদয়-মন্দিরে মনোমাঝে হৃদয়েশ্বরের কমনীয়-কান্তি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, পাপের ফল-স্বরূপ দুঃখ-দৈন্যের অভিঘাত সহ্য করিয়া, সূচীভেদ্য পাপরাশি ভেদ করিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া, একাগ্র-চিত্তে স্তিমিত-নেত্রে, ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির ধ্যান কর, পাপের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, হৃদয় শান্তি-সলিলে সিক্ত হইবে। একমাত্র ধ্যান-যোগ দ্বারা স্তূপীভূত পাপপুঞ্জ বিনষ্ট করা যায়, তাহা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পুঞ্জীভূত

পাপরাশিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারা যায় না।' সুতমুনি ঋষি-গণকে কহিতেছেন,—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ,
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং,
জ্ঞানং চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত।১২।১২

'ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগীবৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দের যে অবিস্মৃতি, তাহা অনেক জন্মার্জ্জিত পাপরাশি-সঞ্জীভূত হৃদয়ের পাপরাশি ক্ষয় এবং কল্যাণ, সত্ত্ব-শুদ্ধি, পরমাত্ম-ভক্তি অর্থাৎ বিষ্ণু-সাযুজ্যকারিণী ভক্তি ও পরম পবিত্র বৈরাগ্য এবং সর্ব্বলোকের প্রদীপ-স্বরূপ বিজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞান বিস্তার করে।' ইত্যবসরে একটি কথা বলিয়া রাখি; তাহা এই যে,— "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ" ইহা বলিতে যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। এই কার্য্যটি ধীরতার সহিত করিতে হইবে, ইহা চলিতে চলিতে বা কথা কহিতে কহিতে হয় না। দর্শনাচার্য্য বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—

"আসীনসম্ভবাৎ।"

ব্রহ্মসূত্র। ৪।১।৭

'ভগবানের উপাসনা উপবিষ্ট হইয়া করিতে হয়। ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, স্থির ও সুখকর আসনে উপবিষ্ট হইয়া, আলস্যাদি পরিহারপূর্ব্বক, এমন ভাবে বসিতে হইবে, যাহাতে নিদ্রা, তন্দ্রা প্রভৃতি আসিয়া, উপাসনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য-বিহীন হইয়া, অচল অটল স্থিরভাবে উপবিষ্ট পুরুষেরই উপাসনা করা সম্ভব হয়। সুতরাং যাহাতে নিদ্রা, তন্দ্রাদি বিঘ্নরাশি না সাতাইতে পারে, এমন

ভাবে বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। কেন না স্থিরাসনোপবিষ্ট ব্যক্তিই উপাসনায় নিরত ও আসক্ত হইতে পারে; অন্যে নহে।' দর্শনকার বলিয়াছেন,—

"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি।"

বেদান্তসার।

'সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়া-বিশেষের নাম 'উপাসনা।' অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার ভাব, শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। যাহা সগুণ, তাহাই ঈশ্বরপদবাচ্য ও আকারবান্; এই আকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,— কালী-তারা-মহাবিদ্যা,—রাম-কৃষ্ণ-বামন,— মীন-কূর্ম্ম-বরাহ,—নৃসিংহ-পরশুরাম-বুদ্ধ,—শঙ্কর-চৈতন্য-নানক ; এমন কি 'হনুমানজী' পর্য্যন্তও সাকার ভাবে সম্পূজিত। সুতরাং আকার অনন্ত ও অপরিসঙ্খ্যেয় ; ইহার মধ্যে,— " যথাভিমতধ্যানাদ্বা " যে কোন একটি মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া, মানসিক ক্রিয়া-বিশেষের নাম 'উপাসনা।' উপাসনা শব্দের ধাত্বর্থ,—অতি সন্নিধানে থাকা। 'উপ' এই উপসর্গের পরস্থিত, 'অস' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অনট্' প্রত্যয় করিয়া, স্ত্রীলিঙ্গে 'আপ্' প্রত্যয় করিলে, 'উপাসনা' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'উপ' শব্দের অর্থ—সামীপ্য, আধিক্য ইত্যাদি। আর, 'অস' ধাতুর অর্থ—সেবা, পূজা, আরাধনা, অর্চ্চনা ইত্যাদি। সুতরাং 'ঈশ্বর-উপাসনা' বলিলে, তাঁহার সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার সেবা বা অর্চ্চনা করা বুঝিতে হইবে।

উপাসাবিধয়স্তত্র চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সম্পদারোপসম্বর্গাধ্যাসা ইতি মনীষিভিঃ॥
অল্পস্য চাধিকত্বেন গুণযোগাদ্বিচিন্তনম্।
অনন্তং বৈ মন ইতি সম্পদ্বিধিরুদীরিতঃ॥
বিধাবারোপ্য যোপাসা সারোপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যদ্বদোঙ্কারমুদ্গীথমুপাসীতেত্যুদাহৃতঃ॥

আরোপো বুদ্ধিপূর্ব্বেণ য উপাসাবিধিশ্চ সঃ।
যোষিত্যগ্নিমতির্যত্তদধ্যাসঃ স উদাহৃতঃ ॥

শিবগীতা। ১২

মনীষিগণ এই উপাসনাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—সম্পদ, আরোপ, সম্বর্গ ও অধ্যাস। পরিচ্ছিন্ন মনের অনন্ত বৃত্তি-রূপ গুণযোগবশতঃ অধিকৃত্ব সাদৃশ্য গ্রহণপূর্ব্বক 'বিশ্বে দেবগণ অনন্ত' এই প্রকার যে চিন্তন, তাহাকে 'সম্পদ' উপাসনা বলে। অঙ্গে আরোপপূর্ব্বক যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে আরোপো-পাসনা বলে। যেমন শ্রুতিতে উদ্‌গীথ শব্দবাচ্য প্রণবের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপ করিয়া, যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে 'অধ্যাস' উপাসনা বলে। যেমন শ্রুতিতে স্ত্রী-সম্বন্ধে অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনা-বিধি কথিত হইয়াছে।

ক্রিয়াযোগেন চোপাসাবিধিঃ সম্বর্গ উচ্যতে।
সংবর্ত্তবায়ুঃ প্রলয়ে ভূতান্যেকোঽবসীদতি ॥
উপসঙ্গম্য বুদ্ধ্যা যদাসনং দেবতাত্মনা।
তদুপাসনমন্তঃ স্যাত্তদ্বহিঃ সম্পদাদয়ঃ ॥
জ্ঞানান্তরানন্তরিতসজাতিজ্ঞানসন্ততেঃ ।
সম্পন্নদেবতাত্মত্বমুপাসনমুদীরিতম্ ॥
সম্পদাদিষু বাহ্যেষু দৃঢ়বুদ্ধিরুপাসনম্।
কর্ম্মকালে তদঙ্গেষু দৃষ্টিমাত্রমুপাসনম্ ॥

শিবগীতা।১২

ক্রিয়াযোগের দ্বারা যে উপাসনা করা হয়, তাহার নাম 'সম্বর্গ' উপাসনা। যেমন প্রলয়-কালে এক সম্বর্ত্ত নামক বায়ু সমস্ত বিরাট্-বপু সুবিশাল ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে অবসন্ন করে, সেই প্রকার এই সম্বর্গ উপাসনাতেও মানব-দানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর সমস্ত ভূত বশীভূত হয়, তাই ইহাকে সম্বর্গ বলে।

গুরূপলব্ধ জ্ঞান-বলে, উপাস্য দেবতা এবং নিজের যে অভেদ-ভাবে অবস্থান, তাহাকেই অন্তরঙ্গ ভূত-উপাসনা বলে। পূর্ব্বে যে সম্পদাদি উপাসনার বিষয় বলা হইল, ইহারা বহিরঙ্গ উপাসনা বলিয়া গণ্য। চিত্তের অন্য জ্ঞান-প্রবাহ বিদূরিত করিয়া, অভিন্ন-ভাবে কেবলমাত্র উপাস্য-বিষয়িনী চিন্তাকেই উপাসনা বলে। এতাদৃশ উপাসনায়ই দেবতা ও জীবাত্মা অভেদভাব-সম্পন্ন হয়। সম্পদাদি পূর্ব্বোক্ত বহিরঙ্গ উপাসনায় যখন দৃঢ়-বুদ্ধি হইবে, তখন তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরঙ্গ উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, জড়োপাধি বিগত হইলে, জীব অনাবৃত চৈতন্য-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এবম্ভূত ব্রহ্ম-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া, ভগবানে নির্গুণা-ভক্তি লাভ করেন। ভগবান্ সৎ-স্বরূপ, সৎ-স্বভাব,—নির্গুণা-ভক্তি জীবের হৃদয়ে উদিত হইলে, জীব বিশেষ-রূপে তাহা জানিতে পারেন। ভগবানের সম্বন্ধে বস্তু-জ্ঞান হইলে, জীব তাঁহাতে প্রবেশ করেন; ইহাই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় গুহ্য-জ্ঞান। ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা বর্ণীদিগের সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ-রূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বলে। ইহারও চরম ফল, নির্গুণ-ভক্তি বা প্রেম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাপি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" 'ভক্তি-প্রভাবে ভক্ত আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া, পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন।' "বিশতে মাং" এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা শুষ্ক আত্ম-বিনাশ-রূপ দুর্বুদ্ধি বুঝায় না; জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে, পরম-চিত্ত-রূপ ভগবৎ-স্বরূপ লাভকেই "বিশতে মাং" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বলিলেও হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের প্রকাশ ত্রিবিধ;—ব্রহ্ম, পরমাত্মা

ও ভগবান্। ইঁহাদের সাধন-প্রণালীও ত্রিবিধ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা ভক্তি-লাভ-রূপ যে বৈদিক প্রণালী, তাহা ভগবৎ-প্রাপ্তিকর গুহ্য পথ বলিয়া জানিবে ; এইটি প্রথম প্রণালী। আর, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞান দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি, ইহা ঈশ্বরোপাসনার তৃতীয় প্রণালী। আর, ভগবানে বিশেষতঃ অপকর্ষের সহিত আশ্রয়-করতঃ সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিলে, ভগবৎ-প্রসাদে অব্যয় ও শাশ্বত-পদ-রূপ নিগু´ণ-ভক্তি চরমে লাভ হয়, ইহা দ্বিতীয় ঈশ্বরো-পাসনা-প্রণালী। জগতে মহিমার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াই, উপাস্য-উপাসক-ভাব। আত্ম-সুখেচ্ছার জন্য মহিমান্বিতের তুষ্টি-সাধনের নামই উপাসনা। উত্তরোত্তর সুখাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্য মাত্রকেই আত্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুর উপাসনা করিতে হয়। ঐরূপ উপসনার ফলে, দিন দিন মনুষ্যের সুখ-পিপাসা-বৃদ্ধি বৈ পূর্ণ-সুখ-প্রাপ্তি হয় না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে যত কেন সুখী বলিয়া মনে করি না ; কিন্তু, তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে,—তাহার হৃদয়ে সুখের স্থান সর্ব্বদা অপূর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং সেই পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তির আশাতেই মানবগণ মহিমাময় চির-সুখ-শান্তিময় আনন্দময় অনাদি অনন্ত পুরুষের তুষ্টি-সাধনে যত্নবান্ হয়। ইহার নামই প্রকৃত উপাসনা। মানুষ যদি প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত আনন্দ লাভের অভিলাষ করে, তবে ভগবানের উপাসনাই তাহার প্রকৃষ্ট পথ। ভগবানের উপাসনা ভিন্ন মানুষের শ্রেয়ঃ-সাধক দ্বিতীয় নাই। অতএব ,—

> অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যথা তথা।
> ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম্॥
>
> বরাহোপনিষৎ।২

যাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, তাহারা ভ্রান্ত, এ জীবনে তাহাদের মুক্তি কোথায়, সুখই বা কোথায় ? অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ না

বুঝিলে, ভ্রান্তিই থাকিয়া যায় ; ভ্রান্ত পুরুষের মুক্তি কখনই সম্ভবপর নহে ; মুক্তি না হইলে, অনবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না। যদি বল, যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, তাহাদের মধ্যে কেহ উত্তম, কেহ ত মধ্যম আছে ? তাহার উত্তর এই যে, তাহা দ্বারা কি ফল হইবে ? কেন না, যদি কেহ স্বপ্নে রাজা হয় ও স্বপ্নে ভিক্ষুক হয় ; তাহার দ্বারা কি স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ বাস্তবিক পক্ষে রাজা বা ভিক্ষুক হয় ? না, তাহা হইতে পারে না ; যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না ; তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ভাব থাকিলে, কি লাভ হইতেছে ? তাহারা ত সকলে অজ্ঞ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বর এই ত্রিভুবনের সর্ব্ববস্তুতে ওতঃপ্রোতো-ভাবে বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহার অভাব কুত্রাপি নাই। তিনি আমাদের শরীরের ভিতরে ও বাহিরে অস্থি-মজ্জা-ধমনীতে, এমন কি, প্রতি পরমাণুতেও বিদ্যমান।

যথা স্তিমিতগম্ভীরে জলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণবশাদ্বীচির্ন বস্তু সলিলেতরৎ ॥
তথাহি পূর্ণ চৈতন্যে মায়য়া দৃশ্যতে জগৎ।
ন তরঙ্গো জলাম্ভিন্নো ব্রহ্মণোঽন্যজ্জগন্নহি ॥

শান্তিগীতা।৭

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি নিজেই এই বিরাট্-বপু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, ইহার অন্তর-বাহিরে "অণোরণীয়ান্" অতি সূক্ষ্ম-রূপে সর্ব্বপদার্থে বায়ুর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ; পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই নিজ মহিমার সহিত অধিষ্ঠিত আছেন। যে প্রকার অনন্ত-বীচি-বিক্ষুব্ধ মহার্ণবে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদি উপগত হইয়া, তাহাতেই স্থিত ও পশ্চাৎ তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্মে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। যেমন তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদি নাম-রূপ দ্বারা কল্পিত হইলেও, অনন্ত

মহার্ণব হইতে ভিন্ন নহে ; তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদি হইতে কল্পিত নাম-রূপ বিমুক্ত হইলে, কেবল জলমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তেমন এই অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হইতে কল্পিত নাম-রূপ বিমুক্ত হইলে, কেবল একমাত্র সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং জগতের সকল পদার্থই ব্রহ্ম হইতে অসংলগ্ন নহে, তাঁহাতেই সর্ব্ববস্তু অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব, তিনি যখন এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডে সমস্তের মধ্যে বিরাজিত, তখন তাঁহার দূরে বা বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। এভাবে আমরা সকলেই তাঁহার অতি সন্নিহিত আছি ; ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে পারি না। তিনি আপন প্রাণ-রূপ শক্তি দ্বারা আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং আপন চৈতন্য দ্বারা আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন ; কিন্তু, তাহা হইলেও, উপাসনার অর্থ এরূপ সন্নিধানে অবস্থিতি করা নহে। উপাসনার তাৎপর্য্যার্থ, মনে মনে সন্নিধানে থাকা,—তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার ভাবে মনে-প্রাণে মগ্ন হইয়া থাকা ; তাঁহার সত্তায় নিজ সত্তাকে ডুবাইয়া দাওয়াই উপাসনা শব্দের লক্ষ্য। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের এরূপ অবস্থা না হইবে, ততদিন আমরা তাঁহার মধ্যে থাকিয়াও,—"দূরাৎ সুদূরে" অবস্থান করিব ; আর যখন আমরা অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে ধরিতে পারিব, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব, এবং তাঁহার ভাব-সাগরে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতে পারিব, তখনই আমরা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, সন্নিধান লাভ করিতে পারিব। ইহাই—'সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস-ব্যাপার।' তাঁহার প্রতি এই প্রকার মনের ক্রিয়াই প্রকৃত উপাসনা। যিনি যে পরিমাণে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহারপূর্ব্বক তাঁহার সত্তায় নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপাসনা-রাজ্যেও সেই পরিমাণে উন্নত ও অগ্রসর হইবেন। ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা—
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ।১১।২৯

'মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্ম-সমর্পণ অর্থাৎ দেহ-গেহ প্রাণ-মন আমার বলিতে তাহার যে কিছু আছে—যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি, আত্মা পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া, যে সময় বলিতে পারিবে যে,—'এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবানের অধিকারভুক্ত। এই আকাশভেদী সৌধ-অট্টালিকা, প্রাসাদশ্রেণী, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও বৈভব প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, এই সমুদায় আমার কিছু নহে, সকলই ভগবানের। সমস্ত বস্তুই তাঁহার এবং তাঁহারই শক্তিতে সকলই হয়। আমি যে কোন কার্য্য করি, সে সমস্ত বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্য, তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত, আমাকে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। আমি তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর ; তাঁহার ক্রীত-দাসের ন্যায় কেবল তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতেছি। আমার এই যে বিদ্যমানতা, ইহা তাঁহারই কার্য্য সাধনের জন্য ; সুতরাং আমার বলিয়া এ সংসারে কিছুই নাই। যদি আমার বলিতে কিছু থাকে, তবে সেই—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবানই আমার, আমি ও তাঁহার ; তিনি আমার চির-সখা নিদানের বন্ধু।' এইরূপে, যখন তাহার মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই আমার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, আমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, নিশ্চয়ই তখন সে অমৃততা লাভ করিয়া, আমার সহিত এক হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।' শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্মবীর পুরুষ-প্রধান অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,—

"পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

ভগবদ্‌গীতা।১৮

'হে মহাবাহো! বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্ম্ম সকলের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহা বলি, শুন। অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রন্থি-রূপ অহঙ্কার, কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল, বহু চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা,—এই পাঁচটি কারণ। এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না। শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে কার্য্যই মনুষ্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ দ্বারা সাধ্য হয়। এস্থলে যিনি কেবল আপনাকেই কর্ত্তা মনে করেন, তিনি অকৃতবুদ্ধি; অতএব, দুর্ম্মতি তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পান না। হে অর্জ্জুন! তোমার যে বুদ্ধি-বিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদয় হয়। উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল কর্ম্মের কারক বলিয়া জানিলে, তোমার আর সে মোহ উৎপন্ন হইতে পারিত না। অতএব, যাহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত-ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও, কাহাকেও হনন করেন না, এবং হনন-কর্ম্ম-ফলে আবদ্ধ হন না।'

অতএব জানা গেল যে, জীব, কর্তৃত্বাভিমানবশতঃ অর্থাৎ 'আমি করিতেছি, আমিই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা,' এইরূপ অহংভাবাপন্ন হইয়া, সংসারে যে সকল কর্ম্ম করিতেছে, তদ্বারা বদ্ধ হইয়া, সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে ব্যাকুলতা-বিধায়িনী চির-সঙ্গিনী বাসনাকে সঙ্গে করিয়া, জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। এই প্রকার কর্ম্মই জীবের সংসার-চক্রে বারংবার আবর্ত্তনের কারণ। যে পর্য্যন্ত এই কর্তৃত্বাভিমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত জীব সাংসারিক বিষয়ে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং 'আমি সুখী, আমি দুঃখী'—এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া, "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" অবিদ্যা দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া, জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া, 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে বলিয়াই, তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। 'আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা' এইরূপ বুদ্ধিতে আমরা কর্ম্ম করিলেই, সেই কর্ম্মের বীজ সংস্কার-রূপে আমাদের জীবাত্মায় সঞ্চিত হয়; পরে উদ্দীপক কারণ পাইলেই ঐ ক্রিয়ার সংস্কারগুলি পুনরায় কার্য্যোন্মুখ হয়। যেমন বাহ্য জগতে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, অবস্থান্তরিত হয় মাত্র, সেইরূপ অন্তর্জগতেও কোনও চিন্তা বা ভাব কিছুই নষ্ট হয় না। যাহাই হউক, এই কর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্যই ভগবানের উপাসনা আবশ্যক। ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিয়া, তাঁহার উপর সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিয়া, সংসারে কর্ম্ম করিতে পারিলে, আর কর্ম্ম-বন্ধন ঘটে না। সুতরাং সংসারে থাকিয়া, 'আমিত্ব-বোধে' কোনই কর্ম্ম করিও না; কেন না, 'আমিত্ব-বোধে' যে কর্ম্ম করিবে, তাহাই তোমার বন্ধনের কারণ হইবে অর্থাৎ সেই সকল সংস্কাররাশিই তোমাকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইবে।

ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে,
ন পর্ব্বতানাং বিবরপ্রদেশে।

ন মাতৃমূর্দ্ধ্নি প্রধৃতস্তথাঙ্কে,
ত্যক্তুং ক্ষমঃ কর্ম্ম কৃতং নরো হি॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব।১১৩

আকাশে গমন করিয়া অবস্থিত হউক বা অতলস্পর্শ দুরধিগম্য সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত থাকুক বা পার্ব্বতীয় সঙ্কট-প্রদেশে নিভৃত গিরি-কন্দরে লুক্কায়িত থাকুক বা জননীর কঠোর জঠরমধ্যে শায়িত থাকুক অথবা স্নেহময়ী জননীর শান্তি-অঙ্কে নিদ্রিত থাকুক না কেন, কেহই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। যে বয়সে, যে কালে, যে দিনে, যে রাত্রিতে, যে মুহূর্ত্তে বা ক্ষণে, যে যে কর্ম্মে নিরত আছে, সেই বয়সে, সেই কালে, সেই দিনে, সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে ও সেই ক্ষণে সেই সকল কর্ম্মফল ঘটিয়া থাকে ; তাহার অন্যথা হয় না। কর্ম্ম দ্বারাই জীব জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্ম্ম দ্বারাই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। দেহ বিনষ্ট হইলে, তৎকৃত কর্ম্ম সমুদায় কর্ম্মানুরূপ অন্য দেহ প্রাপ্তি করায়। এই জীবনে মনুষ্যোচিত ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে, মনুষ্য-জন্ম লাভ করা সম্ভাবনা ; নচেৎ, যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিয়া, সংস্কাররাশি সঞ্চিত করিবেন, তিনি তদনুরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইবেন। মহর্ষি পতঞ্জলি কহিয়াছেন,—

"সতি মূলে তদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগাঃ"

পাতঞ্জলদর্শন। সা।

'মূল অর্থাৎ কর্ম্মাশয় থাকিলেই, তাহার বিপাক অর্থাৎ ফল-স্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে।' অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ কর্ম্মাশয়ের পরিণাম জন্ম, মৃত্যু, আয়ুঃ ও ভোগ হইয়া থাকে। এই পঞ্চক্লেশ অবিদ্যামূলক। আমিত্ব-বোধই অবিদ্যা। ক্লেশ-নিবৃত্তি হইলে, কর্ম্মরাশি থাকিলেও, জীব বদ্ধ হয় না। অর্থাৎ ভগবানে আত্ম-নির্ভর করিয়া, তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা বন্ধনের কারণ হইবে না।

আর, যদি তুমি 'অহং মম' জ্ঞান পরিহার করিতে না পার অর্থাৎ কর্ম্মের কর্ত্তা তুমি—এই প্রকার জ্ঞান-সহকারে কার্য্য কর, তাহা হইলে, এই সকল কর্ম্মের শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য তুমি দায়ী হইবে। তুমি যদি এই আমিত্ব-জ্ঞান নষ্ট করিতে পার, তাহা হইলে, তোমার কর্ম্ম-জন্য সংস্কার সঞ্চিত হইবে না। এবং তুমি জন্ম-মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিবে। সুতরাং আমিত্ব-জ্ঞানই সংসার-বন্ধের হেতু; এই অহং ভাবই সমস্ত ক্লেশের মূল;—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। পরমেশ্বরের সহিত জীবের যে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ জীবের অহং-মদীয়ত্ব স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান, তাহা তিরোহিত হইলে, পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই পরমমোক্ষ-রূপ ব্রহ্মজ্ঞান। শাস্ত্রে ইহাকেই আত্ম-দর্শন বলিয়াছেন। এই ভেদবুদ্ধি বিরহিত হইয়া, চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত সম্যক্ নির্ম্মল হইলে, আত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ইহাই পরম পুরুষকার "সোঽহং" জ্ঞান। জীব সম্যক্ প্রকারে নিজ সত্তাকে ভগবৎ-সত্তায় যে পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান কখনও তিরোহিত হইতে পারে না এবং তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্ম-দর্শন কখনও হয় না। মহর্ষি পরাশর কহিয়াছেন,—

" অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো—
নান্যত্ততঃ কারণকার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্ মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো—
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি॥ "

বিষ্ণুপুরাণ। ১।১।২২

'আমি হরি, এই সমস্ত জগৎ জনার্দ্দন, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য-কারণ নাই' যাহার মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হয়, তাহার আর দেহজাত রাগ-দ্বেষাদি হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয় না। এইরূপে আমিত্ব নষ্ট হইলেই, সকলই নষ্ট হয়। অতএব যে দিন আমিত্ব ছুটিবে সে দিন আসক্তিও

যাইবে। সুতরাং যতদিন আসক্তি, ততদিন 'আমিত্ব।' একের নাশ হইলে অপরের নাশ হইবে। জীবের এই আসক্তি বা আমিত্ব নষ্ট করাই উপাসনার চরম লক্ষ্য। জীবের এই আমিত্ব বা বিষয়ে আসক্তি কিরূপে নষ্ট করা যাইতে পারে, এক্ষণে তাহাই চিন্তনীয়। শ্রুতি কহিয়াছেন,—

পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ পয়োমধ্যে যথা ঘৃতম্।
তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্॥
এবং সর্ব্বাণি ভূতানি মণৌ সূত্র ইবাত্মনি।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥
তিলানান্তু যথা তৈলং পুষ্পে গন্ধ ইবাশ্রিতঃ।
পুরুষস্য শরীরে তু সবাহ্যাভ্যন্তরে স্থিতঃ॥
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং নাভিস্থানে প্রতিষ্ঠিতম্।
চতুর্ভুজং মহাবিষ্ণুং পূরকেণ বিচিন্তয়েৎ॥
কুম্ভকেন হৃদি স্থানে চিন্তয়েৎ কমলাসনম্॥
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহম্।
রেচকেন তু বিদ্যাত্মা ললাটস্থং ত্রিলোচনম্॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নিষ্কলং পাপনাশনম্॥

ধ্যানবিন্দুপনিষৎ।

যেরূপ পুষ্পমধ্যে গন্ধ, দুগ্ধমধ্যে ঘৃত, তিলমধ্যে তৈল ও প্রস্তরের মধ্যে সুবর্ণ বিদ্যমান থাকে; সেইরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ বিদ্যমান আছেন। যেরূপ ভূতগণ আত্মাতে অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীভগবানে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূতে আত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। স্থিরচিত্ত বিদ্বান্ পুরুষ, ঐ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সূত্রে যেরূপ মণি গ্রথিত থাকে, সেইরূপ ভগবানে গ্রথিত থাকিয়া অবস্থান করেন। অতএব, ভাবিতে বা জানিতে হইবে যে, যেরূপ তিলের মধ্যে তৈল এবং পুষ্পের মধ্যে গন্ধ বিদ্যমান আছে;

সেইরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক উভয় জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ অবস্থিত আছেন। ভগবান্, ওতঃপ্রোতোভাবে সর্ব্বপদার্থে ও আমাদের শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন; কিন্তু, তাঁহাকে কোথায়, কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে? যাঁহার অতসী পুষ্পের ন্যায় আভা, যিনি চতুর্ভুজ, যাঁহার শরীরের জ্যোতিতে সৌর-জগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিষ্মান্, যাঁহা হইতে শক্তিশালী দ্বিতীয় আর কেহ নাই; সেই সচ্চিদানন্দময় পূর্ণজ্যোতিঃ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নাভি-পদ্মের রক্তিম-স্তবকে ধ্যান করিবে। এই ধ্যান-কালে, প্রাণায়ামের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রণব অথবা বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে, বহিঃস্থ প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া, উদর পূরণ করিবে। এইরূপে, ভগবানের ধ্যানসহ বায়ু উদরে পূরণ করিয়া, বায়ু দ্বারা উদর পূরিত হইলে, তদনন্তর যিনি চতুর্ম্মুখ, যিনি রক্তগৌরবর্ণ, যাঁহার আসন পদ্ম; সেই মহামহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা কমলাসনস্থ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রস্ফুট হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে ধ্যান করিতে করিতে, কুম্ভক করিবে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উদরস্থ পূরিত বায়ুকে চৌষট্টিবার প্রণব বা বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে, কুম্ভক অর্থাৎ উদরমধ্যে নিরোধ করিবে। অতঃপর অবিলম্বে যিনি সমস্ত পাপবিনাশ করেন, যাঁহার শরীর বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় আভাযুক্ত, সেই নিরংশ ত্রিলোচন মহেশ্বরকে ললাটস্থ জ্যোতিষ্মান্ আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করিতে করিতে, বত্রিশবার প্রণব বা বীজমন্ত্র জপ-সহকারে উদরস্থ পূরিত বায়ুকে ধীরে ধীরে রেচক অর্থাৎ নিরুদ্ধ বায়ুকে বহির্গত করিবে; কিন্তু, সাবধান! এই প্রাণায়াম ক্রিয়াটি অতি সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত করিতে হয়। যেরূপ ভাবে ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ করিবে, সেইরূপ ভাবে অক্লেশে বায়ু কুম্ভক অর্থাৎ নিরোধ করিতে হইবে এবং সেইরূপ সতর্কতার সহিত রেচক অর্থাৎ বায়ুকে বহির্গত করিতে হইবে, নতুবা দুরারোগ্য রোগোৎপত্তির আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে।

এই ক্রিয়াটি যেখানে সেখানে বসিয়া অভ্যাস করিতে সাহস করিও না ; শাস্ত্র কহিয়াছেন,—

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা—
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে,
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।২

অনুচ্চ ও অনতিনীচ এরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রে, একটি স্থান নির্ব্বাচন করিবে বা গিরি-কন্দর অথবা গৃহমধ্যে কোথাও গুহার ন্যায় স্থান প্রস্তুত করিতে হইবে। স্থানটির সমীপে অর্থাৎ আস-পাশে যেন পাষাণচূর্ণ অর্থাৎ কঙ্কর, অগ্নি, বালুকা প্রভৃতি না থাকে এবং এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন বাহিরের কোনরূপ শব্দ শুনিতে না পাওয়া যায় ; স্থানটি যেন জলাশয়াদি-বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ নিকটে জলাশয় না থাকে ও বাতাদি-বিহীন হয় অর্থাৎ বাহিরের বায়ু যেন প্রবেশ করিতে না পারে, কোনরূপ চক্ষুপীড়নকর উপদ্রব না হয় ; এমন ভাবে উপাসনার স্থানটি গঠন করিয়া লইতে হইবে। মোটের উপর, স্থানটি যেন নিজের মনোনুকূল হয়। এতাদৃশ সর্ব্ব-বিঘ্নশূন্য উপদ্রব-রহিত মনোনুকূল নির্জ্জন অর্থাৎ জনসমাগম-শূন্য স্থানে উপাসনা-কুটীর প্রস্তুত করিয়া, গোময় দ্বারা লেপিত, ধূপাদি দ্বারা সুগন্ধিত করিয়া, পবিত্র ও সুদৃশ্য করিবে। দর্শনাচার্য্য বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—

"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।"

ব্রহ্মসূত্র।৪।১।১১

'যেখানে বসিলে, চিত্তের একাগ্রতা সহজে আসে, সেই স্থানেই বসিয়া ভগবানের কমনীয় মূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, ধ্যানাভ্যাস করিবে।' ভগবান্ বাদরায়ণ বিশেষ করিয়া কিছু বলিলেন না বা

তিনি দিক্ বা দেশের কোনরূপ নির্দ্দেশ করিলেন না; কেবল মাত্র বলিলেন,—"যত্রৈকাগ্রতা তত্র" যেখানে বসিলে, সহজে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই খানেই বসিতে পার। কিন্তু, তাঁহার উপদেশ-রূপ অমৃত-বাণীতে দিক্ বা দেশের কোনরূপ বিশেষত্ব পরিলক্ষিত না হইলেও, ক্ষতি হয় না। পরন্তু, শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাই,—"প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ" অর্থাৎ ধ্যান-কালে পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া বসিবে। ইহাতে তেমন কিছু যায় আসে না। পরন্তু, বিশেষ-রূপে মনে রাখিতে হইবে যে, কঙ্করাদিস্থিত জীর্ণ-গোষ্ঠ বল্মীক-মৃত্তিকাদিময় ও বায়ু-প্রবাহিত এবং জলাশয়-নিকট স্থানে বসিয়া, ধ্যানাভ্যাস করিতে নাই। কারণ? উক্ত প্রকার দূষিত স্থানে বসিয়া, ধ্যানাভ্যাসে নিরত হইলে, মনের ভিতর ভয় থাকে, হৃদয় সংশয়াপন্ন হয়; সুতরাং মন সেই ভয়ে বা সংশয়ে সতত বিহ্বল হইয়া পড়ে; ধ্যানে মন লাগে না। কাজেই, নিরাকুল স্থান এবং ধ্যানাভ্যাসীকে "প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ" হওয়া চাই। আর, শব্দময় স্থানে বসিয়া ধ্যানাভ্যাস করিলে, নানা প্রকার শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলে, শ্রবণেন্দ্রিয়, সেই সকল শব্দে আসক্ত হইয়া পড়ে; কাজেই চিত্ত বিচলিত হইয়া, ভগবদ্ধ্যানে বিরত হইয়া, সেই সকল শব্দে নিরত হয়; ধ্যানে নিমগ্ন হয় না। আর, বায়ু-প্রবাহিত স্থানে বসিয়া ধ্যানাভ্যাস করিলে, গাত্রে বায়ু-স্পর্শতা-হেতু চিত্ত বায়ু-স্পর্শ-জনিত সুখে বা দুঃখে অর্থাৎ গ্রীষ্ম-কালে বায়ু সুখজনক বা শীতকালে বায়ু দুঃখজনক বলিয়া, সেই বায়ু-স্পর্শ-জনিত সুখানুভবে লিপ্ত বা দুঃখানুভবে পীড়িত হইয়া, ধ্যানে মগ্ন হয় না; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। আর, অগ্নি-সন্নিধানে বসিয়া, ধ্যানাভ্যাস করিলে, গাত্রে উষ্ণ-স্পর্শানুভূতিতে চিত্ত সুখিত বা দুঃখিত হইয়া, বিহ্বল হয়; ধ্যানে লাগে না। বিশেষতঃ ধ্যানাভ্যাসীর শরীরে অগ্নির উত্তাপ লাগিলে, শরীরের যাবতীয় ধাতু ও সমুদয় বায়ু বিকৃত হইয়া যায়। এইরূপ

দংশমশকাদি সমাকীর্ণ,—সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল,—দুষ্টমৃগ ও দুর্জ্জন দ্বারা পরিব্যাপ্ত ভয়-সঙ্কট স্থানে বসিয়া, ধ্যানাভ্যাস করিলে, পদে পদে ধ্যানাভ্যাসে, ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এবং শরীরে রোগোৎপত্তির ও সম্ভাবনা আছে; এমন কি—অনিবার্য্য। অতএব, ধূলি, বালুকা ও কঙ্করাদি-রহিত, চতুর্দ্দিকে চারিহস্ত পর্য্যন্ত শীতাগ্নি-জল-বায়ুবর্জ্জিত ভয়শূন্য নির্জ্জন পবিত্র মনোনুকূল স্থানে অর্থাৎ,—"স্বচিত্তৈকাগ্রতা যত্র" যেখানে বসিলেই, সহজে নিজ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়,—"তত্রাসীত" সেইখানেই বসিয়া, ধ্যানাভ্যাস করিবে। এইরূপ,—

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ;
শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ।
অন্ত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি—
নিরুদ্ধ ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য ॥

কৈবল্যোপনিষৎ ।১।৫

সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত পবিত্র ও একান্ত স্থানে, সুখকর কোমল আসন বিন্যাস করিয়া অর্থাৎ, ক্রমান্বয়ে—"চৈলাজিনকুশোত্তরম্" কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র বিস্তৃতকরতঃ তাহাতে সুখে উপবিষ্ট হইয়া, বিশুদ্ধভাবে সম্যগ্‌রূপে চিত্তকে সমাহিত করিয়া, গ্রীবা ও মস্তক এবং পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডকে সমানভাবে রাখিয়া, বদনকুহর আবৃত করিবে; এমনভাবে বদন আবৃত করিতে হইবে, যাহাতে দাঁতে দাঁত না লাগে অর্থাৎ দাঁতে দাঁত সংলগ্ন না হয় এবং নাসিকাগ্রভাগে অথবা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে দৃষ্টি স্থির করিবে, এমন ভাবে দৃষ্টি রাখিবে, যেন চক্ষুতে জোর না পড়ে অর্থাৎ চক্ষুতে পীড়া বোধ না হয়। ইহার মধ্যে যদি বন্ধত্রয়ের অনুষ্ঠান করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে, আরও ভাল হয়। যাহাই হউক,—এইরূপে অটল অচলভাবে বসিবে; কেন না, ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন,— "আসীন সম্ভবাৎ" অটল অচলভাবে স্থিরাসনোপবিষ্ট ব্যক্তিই ধ্যান

করিতে পারে; অন্যে নহে। ধ্যানের অর্থ—সমান প্রত্যয় প্রবাহিত করা,—অবিচ্ছেদে ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করা অর্থাৎ,—"ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধ্যেয়মেবানুপশ্যতি। নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥" ধ্যেয় পদার্থে যাহার মন আসক্ত থাকে, সর্ব্বদা ধ্যেয় পদার্থই দেখিতে পায়, অন্য কোন পদার্থের বোধ হয় না, তাহাই ধ্যান বলিয়া কীর্ত্তিত। ধ্যেয় পদার্থ ধ্যান করিতে করিতে, মন সেই ধ্যেয়েতে নিশ্চল থাকে ;—ইহাকেই ধ্যানপরায়ণ মুনিগণ পরমধ্যান বলিয়া থাকেন। সুতরাং, তাহা শয়ন অবস্থাতে বা গমন করিতে করিতে অথবা চঞ্চল অবস্থাতে কিংবা অন্যমনস্ক হইয়া হয় না। কারণ,—শয়ন, গমন ও চঞ্চলতা প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপ-জনক। শয়নকালে—ধ্যেয়গোচরে একাগ্রতা থাকে না অর্থাৎ চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে। দাঁড়াইয়া থাকিলেও, চিত্ত দেহ ধারণে ব্যাপৃত থাকে ; সেইজন্য, তৎকালে চিত্ত সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ করিতে ক্ষমবান্ হয় না। আর, শয়ন করিতে করিতেও, ধ্যান হইতে পারে না ; কেন না, শয়ান ব্যক্তিও সহসা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সেইজন্য শয্যাশায়িত ব্যক্তিরও ধ্যান করা অসম্ভব হয়। অতএব, শাস্ত্রোক্ত বিধানে—যুক্তি-যুক্তনিয়মে, অটল অচলভাবে উপবিষ্ট হইয়া, ধ্যান করিবে। স্থির ভাবে বসিয়া, ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় সকলের প্রত্যাহার করিবে অর্থাৎ,—"সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাস্তু প্রবৃত্তির্ব্বিষয়েষু চ। নিবৃত্তির্ম্মনসা তস্যাং প্রত্যাহার প্রকীর্ত্তিতঃ॥" স্বভাবতঃ আপাতমধুর বিষোদ্গারী বিষময় বিষয় সকলে ভোগলোলুপ ইন্দ্রিয়সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, মনোদ্বারা সেই বৃত্তি-সকলের যে নিবৃত্তি, তাহাই প্রত্যাহার। প্রত্যাহার-কালে, মন বিষয় হইতে বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে সমাহরণ করিয়া অবস্থিতি করে। মোটের উপর,—বহির্ম্মুখী মনকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া, ভক্তি-সহকারে করযোড়ে স্বীয় গুরুদেবকে প্রণামানন্তর নির্লিপ্ত-চিত্তে ভগবানের

জ্যোতির্ম্ময় কমনীয় মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। কিন্তু, সাবধান! মহর্ষি পতঞ্জলি কহিয়াছেন,—

স্থিরসুখমাসনম্।

পাতঞ্জল দর্শন। সাধন।

এমন ভাবে বসিবে, যাহাতে শরীর না নড়ে, না কাঁপে ও বেদনা প্রাপ্ত না হয় এবং চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে,— এইরূপ উপবেশন করার নামই সুখাসন। এইরূপ স্থিরাসন ধ্যানের বিশেষ উপকারী। সুতরাং বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ধ্যানে বসিবার কালে, যেন শরীর না নড়ে বা না কাঁপে ও কোনদিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে; ভার-কেন্দ্র ঠিক করিয়া, অটল অচলভাবে বসিতে হইবে। কেন না,—

অচঞ্চলত্বঞ্চাপেক্ষ্য।

ব্রহ্মসূত্র।

ধ্যান—নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়, অঙ্গচেষ্টা-রহিত, অচঞ্চল অবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া, তন্মনস্ক ও একাগ্রভাবে করিতে হয়; যাহাতে তন্ময়তা সত্বরে আসে। এইরূপে একাগ্রচিত্ত, অঙ্গচেষ্টা-রহিত, তন্মনস্ক ও অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, ধ্যান করিতে হয়। কেন না, এতাদৃশ অবস্থায় অবস্থিত পুরুষ দেখিলেই, লোকে তাহাকে বলে,— 'ধ্যান' করিতেছে। যথা,— "বকো ধ্যায়তি" বক ধ্যান করিতেছে। এমনভাবে বসিতে হইবে, যাহাতে কোনরূপ ক্লেশানুভব না হয় এবং অনেকক্ষণ বসিলে যেন আনন্দানুভব হয়। বসিবার কালে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন কোন দিকে শরীরের অধিক ভার পায়ের উপর না পড়ে বা অগ্র-পশ্চাৎ বা বাম-দক্ষিণ দিকে ভার না পড়ে। পায়ের উপর অধিক ভার পড়িলে, পা টন্ টন্ ও হাঁটুতে বেদনা বোধ করিবে; সুতরাং তাহাতে ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটিবে। আর, অগ্র-পশ্চাদ্দেশে ঝুঁকে পড়িলে, নিদ্রা-তন্দ্রা প্রভৃতি আসিয়া মাতাইবে এবং

বাম বা দক্ষিণদিকে ভার পড়িলে, আলস্য আসিতে পারে, এজন্য ঠিক সোজা হইয়া বসিতে হইবে। ধ্যান-কালে, উপবেশনার্থ দিঙ্‌নির্ণয়ের বিশেষ তেমন কোন কিছু নিয়ম বাঁধাবাঁধি নাই ;—যে দিকে বসিলে, সাধকের মন স্থির হইবে, সেই দিকেই মুখ করিয়া, সানুকূলভাবে উপবেশন করিবে। ভগবান্ বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—

"যত্রৈকাগ্রতা তত্র আবিশেষাৎ।"

ব্রহ্মসূত্র।

অর্থাৎ যেখানে বসিলে, সত্বর চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেইখানে বসিয়া, যোগ-সাধন করিবে। শাস্ত্র এমন কিছু বিশেষ-রূপে সঙ্কেত করিয়া, দিক্ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলেন নাই যে,—অমুক দিকে বসিয়া, অমুক দিকে মুখ করিয়া, ভগবানের ধ্যান করিবে ; তাহা বলিবারও বিশেষ কিছু প্রয়োজনও নাই। উদ্দেশ্য,—একাগ্রতা-সহকারে ভগবানের ধ্যান করা,—তাহা, যাহার যে দিকে বসিলে, সহজে সম্পন্ন হয়, সেই দিক্‌ই তাহার গ্রাহ্য। অতএব, যাহা যাহার একাগ্রতার উপযুক্ত, তাহা তাহার আদরণীয়। অভিপ্রায় এই যে,—ভগবানের ধ্যানে একাগ্রতার যত আদর ;— দিক্-কালাদির তত আদর নাই। যে দিকে, যে সময়ে ও যে স্থানে বসিলে, সাধক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে এবং একাগ্রচিত্ত হইতে পারে, সেই দিকে, সেই কালে, সেই স্থানে ধ্যানার্থ আসনোপবিষ্ট হইবে। তাই—ভগবান্ বাদরায়ণ, সাধকদিগের পরম মিত্র হইয়া, সাধকদিগের সুবিধার জন্য বলিয়াছেন ;—"যত্রৈকাগ্রতা তত্র আবিশেষাৎ।" আর, সাধকের পরম হিতৈষিনী মাতেশ্বরী শ্রুতি, জননীর ন্যায় কোমলকণ্ঠে স্নেহ-কম্পমান্ স্বরে কহিয়াছেন,—"মনোঽনুকূলে।" ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, ভগবদ্ধ্যানের নিমিত্ত দিক্ ও সময়ের কোনও একটিকে নিয়মান্তঃপাতী করা হয় নাই। অর্থাৎ অমুক দিক্ বা অমুক সময়,—

এমন ভাব, ঐ শাস্ত্র-বাক্যে অভিহিত হয় নাই। শাস্ত্র সকলের কেবল লক্ষ্য, যাহাতে সাধকের চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, তাহাই করিবে। যাহাতে যোল-আনা মন দিয়া, নিজের সত্তাকে ভগবৎসত্তায় ডুবাইয়া,—"তৈলধারামিবাচ্ছিন্নম্" ভগবানের ধ্যান করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করিবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে,— ধ্যেয় বহুবিধ, উহার অন্ত পাওয়া যায় না;— "কেচিচ্ছিবং হরিং কেচিৎ কেচিৎ সূর্য্যং বিধিং পরে। কেচিদ্দেবীং মহদ্ভূতামুত ধ্যায়ন্তি কেচন॥ তত্র যে যচ্চ ধ্যায়েত স চ তত্র প্রলীয়তে। তস্মাৎ সদা হরিং দেবং পঞ্চবক্ত্রং হরং স্মরেৎ॥ পদ্মাসনস্থং তং গৌরং বীজপূরকরং স্থিতম্। দশহস্তং সুপ্রসন্নবদনং ধ্যানমাস্থিতম্॥" কেহ সদাশিবকে,— কেহ ভগবান্ শ্রীহরিকে,—কেহ জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যকে,—কেহ সৃষ্টিকুশল বিধাতা ব্রহ্মাকে এবং কেহ বা মহামহিমান্বিতা মহামায়া দেবীকে ধ্যান করিয়া থাকে; তন্মধ্যে, যে যাঁহার ধ্যান করে, সে অন্তিমে তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। সেইজন্য, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান্ শ্রীহরি বা পঞ্চানন সদাশিব শঙ্করকে অথবা পদ্মাসীন গৌরকান্তি দশভূজা সুপ্রসন্ন-বদনা বীজপূরহস্ত দেবীকেই ধ্যান করা কর্ত্তব্য;—এইরূপে ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত সংস্থাপনই ধ্যানপদবাচ্য। উপাসনার প্রথম স্তর— ভগবানের সহিত একটি সম্বন্ধ স্থাপন করা;— তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে হইলে, তাঁহার সহিত একটি সম্বন্ধ স্থাপন একান্ত আবশ্যক। এইজন্য, শাস্ত্র আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত-স্বরে কহিয়াছেন;— "আদৌ সম্বন্ধস্থাপনম্।" ভগবানের প্রতি শাক্তের মাতৃ-ভাব, শৈবের পিতৃ-ভাব, সৌর ও গাণপত্যের প্রভু-ভাব এবং বৈষ্ণবের অধিকারি-ভেদে পতি, পুত্র, সখা ও প্রভু প্রভৃতি ভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি,

তন্ময়তাসক্তি, পরমবিরহাসক্তিরূপা একধাপ্যেকাদশধা ভবতি।

নারদসূত্র ১০।৯

'ভগবানের সহিত কোনও একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিবে অর্থাৎ তিনি প্রভু, আমি তাঁহার চির-কিঙ্কর—ক্রীত-দাস,—এইরূপ তাঁহার চির-ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহাতে আসক্ত হইয়া, তাঁহার উপাসনা করিবে। তিনি আমার পরমমিত্র,— নিদানের বন্ধু,— চির-সখা,— এইভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া, তাঁহাতে মিত্রের ন্যায় আসক্ত হইয়া, তাঁহার উপাসনা করিবে। তিনি আমার পতি; কেন না, সংসারে একমাত্র তিনিই পুরুষ,—আর ত সবাই প্রকৃতির বিকৃতি। সুতরাং আমরা সকলেই প্রকৃতি;—একমাত্র তিনিই পুরুষ। তিনি আমাদের স্বামী—পতি। এইরূপ, তাঁহাতে সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া, পত্নীর ন্যায়, তাঁহাতে আসক্ত হইয়া, তাঁহার উপাসনা করিবে, অথবা তিনি আমাদের পিতা,—আমরা তাঁহার পুত্র বা তিনি আমাদের পুত্র,—এইরূপ তাঁহাতে সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া, তাঁহাতে আসক্ত হইয়া, তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে।' রুচি ও অধিকার-ভেদে, যিনি যে সম্বন্ধ ধরিয়া, যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করুন না কেন, তিনিও সেই-ভাবে, তাঁহার প্রতি কৃপা করিবেন। কেন না, তিনি সে কথা স্বয়ং নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" তবে আর ভয় কি? যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিবে, সেই ভাবই তাঁহার পরানুরক্তি-রূপে পরিণত হইয়া, ভগবৎ-প্রাপ্তি করাইবে।

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।

নারদসূত্র ।৩।৫

দেবর্ষি নারদ বলেন,—'ভগবান্‌কে পিতা-মাতা, পুত্র, মিত্র, সখা অথবা পতি ভাবিয়া, তিনিই একমাত্র আমার এবং আমিও তাঁহার, তাঁহাতে এই ভাব স্থাপন করিয়া, ইহলোকে আমার বলিতে

যাহা কিছু আছে, সকলই এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম,—কর্ম্মাকর্ম্ম সমুদয় তাঁহাতে অর্পণ করিয়া, শয়নে-স্বপনে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে অহর্নিশ যে তাঁহার চিন্তা এবং অকস্মাৎ কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে বিস্মরণ হইলে, হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা জন্মে ; সেই পরম ব্যাকুলতাকে ভক্তি বলে।' সুতরাং ভগবানের সহিত কোনও একটি সম্বন্ধ-স্থাপনই, এই পরম অনুরক্তি বা পরম প্রেম-লাভের প্রথম সোপান ;—পার্থিব সম্বন্ধের ভাবাশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার উপাসনাই সম্ভব নহে। সমস্ত প্রকার ভগবৎ-উপাসনাই কোন না কোন একটি পার্থিব সম্বন্ধের সাদৃশ্যে সংস্থাপিত। সাধকগণ তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, মিত্র, সখা, প্রভু ইত্যাদি ভাবে, কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী-রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। উপাসকমাত্রেরই, এই প্রকার সম্বন্ধ সংস্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, কোন প্রকার উপাসনা চলিতে পারে না। সাধক, পার্থিব সম্বন্ধের আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া উপাসনা করিলেও, যখন উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তখন সেই সকল সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে, তাঁহার হৃদয় এক অভিন্ন-প্রেমে আকৃষ্ট ও ব্রহ্মভাবে বিহ্বল হইয়া, ভগবানের সহিত এক অভেদ সম্বন্ধ —"সোঽহং" ভাব সংস্থাপন করেন ; সাধক, তখন বেশ বুঝিতে পারেন এবং সুচারুরূপে বুঝিয়া, বলিয়াও থাকেন,— "যোঽসৌ সোঽহং যোঽহং সোঽসৌ।" এই বিরাট-বপু ভূতধাত্রী ধরিত্রীর আসমুদ্র—হিমালয়ের অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,— জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র অভিন্নভাবে ভগবান্‌কে দেখিতে পান এবং ভগবান্‌কে দেখিয়া, সর্ব্বপদার্থে ভগবানকে ধরিতে ছুটিয়া যান এবং তিনি তখন,—

> খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ,
> জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।

সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং,
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥

শ্রীভাগবত ১১।২

সর্ব্ববস্তুতে নিজের প্রিয় ভগবান্ শ্রীহরির সত্তানুভব করিয়া,জাত-প্রেম ও শ্লথ-হৃদয় হইয়া, অবশ উন্মত্তের ন্যায়, উচ্চহাস্য করেন ;—কখন রোদন করেন,—কখন চীৎকার করেন,—কখন গান করেন এবং কখন বা নৃত্য করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিশ্চক্র, ভূতগণ, দিক্ সকল, বৃক্ষাদি, নদী ও সমুদ্র ;—এমন কি, ভূতমাত্রকেই ভগবান্ শ্রীহরির শরীরবোধে প্রণাম করেন। কারণ, ভগবান্ শ্রীহরি ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান আছেন ;—তিনি অনন্ত, অসীম ও অবিনশ্বর। আমিও তিনি, তুমিও তিনি এবং তিনিও তিনি,—এই মন্দর-ভূধর-সাগর বিশ্ব-চরাচর স্থাবর-জঙ্গম সবই তিনি। ভাব তিনি, ভাষা তিনি, সুখ তিনি, শান্তি তিনি, সব তিনি। তিনি আমি এবং আমিও তিনি ; সুতরাং তিনি যখন আমাতে, আমিও যখন তাঁহাতে, তিনি ভিন্ন যখন কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই ; তখন সবই 'আমি'—"সোঽহং।" মহান্ হইতে মহত্তর,—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর,—অণু হইতে অণুতর সবই তিনি ; সুতরাং,—"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ !" যিনি যে পথে, যে সম্বন্ধ সম্বল লইয়া, গমন করুন না কেন, সিদ্ধাবস্থায় সেই সর্ব্বোচ্চ ভাব,—"সোঽহং" তত্ত্বে উপনীত হইবেন। তখন ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য থাকে না ; সমস্তই—"সোঽহং" তত্ত্বে পরিণত হয়। ইহাকেই বলে,—ভগবদ্গতচিত্ত, ভগবানে আবিষ্ট চিত্ত ও তন্ময়তা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্মবীর পুরুষপ্রধান তদ্গতচিত্ত অর্জ্জুনকে কহিতেছেন ;—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥”

ভগবদ্গীতা ।১২

‘হে অর্জ্জুন! যাঁহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্ট-মনা হইয়া, পরম ভক্তি-সহকারে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া, আমাতে যাঁহারা মনোনিবেশ করেন ; সেই সকল ঐকান্ত ভক্ত, সংযতেন্দ্রিয় সতত ধ্যানানুরক্ত যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেন না, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিরত এবং যাঁহারা যোগবলে ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া,—দুর্জ্জয় ষড়রিপু সংযত করিয়া,—দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া,—জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধি-বিহীন, কূটস্থ এবং নিত্য নির্ব্বিকার, পরব্রহ্মের উপাসনা করেন ; তাঁহারা অন্তিমে সর্ব্ববাসনা-মুক্ত হইয়া, আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন বটে ; কিন্তু, তাঁহারা দেহাভিমানী। দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত-গতি লাভ করিতে সমর্থ হন ; অতএব, যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা, তাঁহারা অধিকতর দুঃখ-কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করিয়া, বহু জন্মের পর, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ, যাঁহারা আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন ; তাঁহারা বহু কষ্টের এবং বহু জন্মের পর আমাতে স্থিতি লাভ করেন। আমি ব্যতীত আর অন্য কিছু উপাস্য বস্তু নাই। অতএব, যে যে প্রকারেই হউক পরম বস্তু লাভের যত্ন

করুক না কেন, অন্তিমে বহু জন্মান্তে আমাকেই লাভ করিবে। জ্ঞান-যোগী ও ভক্ত-যোগী,—এতদুভয়ের ভেদ এই যে,—উপায়-কালে ভক্ত-যোগী অতি সহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্ব্বক, নির্ভয়ে ফল-কালে আমাকে লাভ করেন। কিন্তু, জ্ঞান-যোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠাবান্ হইয়া, উপায়-কালে ব্যতিরেক চিন্তার যে কষ্ট, তাহা অকাতরে ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ব্যতিরেক চিন্তা অর্থাৎ সহজ প্রতীতির বিপরীত চিন্তা, জীবের পক্ষে দুঃখজনক। ফল-কালেও তাহাতে নির্ভয়তা নাই; যেহেতু সাধন-সময় অতি-বাহিত করিবার পূর্ব্বেই, আমার নিত্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, চরম-গতিও তাঁহাদের পক্ষে অসুখজনক। জীব নিত্য চিন্ময় বস্তু। যদি অব্যক্ত অবস্থায় লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীত স্বরূপ যে, 'অহংগ্রহ' বুদ্ধি, তাহার পরিত্যাগ-কালেও কষ্ট হয়। সেই জীব দেহ-বিশিষ্ট হইয়া, উপায়-কালে বা ফল-কালে অব্যক্ত ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে, দুঃখ-রূপই ফল লাভ করে। বস্তুতঃ জীব চৈতন্য-স্বরূপ এবং চিদ্দেহ-বিশিষ্ট। অতএব, অব্যক্তভাব কেবল জীবের স্বরূপ-বিরোধী ও দুঃখজনক ভাব বলিয়া জানিবে। জীবের পক্ষে ভক্তিযোগই শুভদায়ক—মঙ্গলজনক; জ্ঞান-যোগ, ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী ভক্তিযোগ হইতে স্বাধীন হইতে গেলে, সর্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপন্ন করে। অতএব, নিরাকার-নির্ব্বিকার, সর্ব্ব-ব্যাপী ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনাকরতঃ যে অধ্যাত্মযোগ সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নয়।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

ভগবদ্‌গীতা।১২

যাঁহারা আমার ভগবৎ-স্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন এবং মৎ-সম্বন্ধীয় অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন; সেই মদাবিষ্ট-চিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতি শীঘ্রই এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল,—জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক সংসার হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দান করি এবং মায়া-বন্ধন নষ্ট হইলে, অভেদবুদ্ধি-রূপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধি-জনিত নিঃসহায়-তাই, তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে,— "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ইহা দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্ত-ধ্যানশীল পুরুষদিগের অব্যক্ত-স্বরূপ আমাতেই লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? অভেদবাদী জীবের সেরূপ গতি লাভ দ্বারা তাহার স্ব-স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয়। অতএব, আমার নিত্য ভগবৎ-স্বরূপে মনকে স্থির করিয়া, আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবত্তত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও; তাহা হইলে, সেই সাধন-ভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে; সুতরাং অটল অচল সংকল্প কর, আমাকে লক্ষ্য কর, আমার উপাসনায় নিরত হও,—"নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।" তোমার নিকটে আসিব,—তোমাকে ভব-পারাবার পার করিব,—আপনার লোক করিব,—তোমার সকল দুঃখ-তাপ-জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত আমার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বা ভক্তি না জন্মে, তাবৎ জীবের সংসার-

রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হয় না এবং ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনাও ঘুচে না। অতএব, আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।'

বাস্তবিক, যদি জীব, নিজের সত্তাকে ভগবৎ-সত্তায় ডুবাইয়া দিয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমান সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে, জীবের বাসনারাশি তিরোহিত হইবে এবং জীব, জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবে না। যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের ও অনাবিল আনন্দের অন্বেষণে জীব, নিরন্তর ব্যাকুল হইয়া, বিষয়রাশির মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাহা প্রাপ্ত হইবে। মানব সুখ ও শান্তির জন্য, সংসারের সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতেছে,—বিষোদ্গারী বিষয়-ভোগে নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইবে বলিয়া মনে করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে নানাপ্রকার নূতন নূতন বিষয়-ভোগে নিরন্তর নিরত হইতেছে; অর্থাৎ কঠোর জননী-জঠর পার হইয়া, সূতিকাগৃহে প্রবেশের পর হইতে আরম্ভ করিয়া, বাল্যক্রীড়া ও যৌবনাবস্থায় কত শত নয়ন-মনোরঞ্জন মনোমুগ্ধকর সুবর্ণ-মূর্ত্তির পূজা করিতেছে;—অলীক আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণপাত করিতেছে;—ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যেক কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া, সুখের অনুসন্ধানে নিরুপম নিকুঞ্জ-কাননের শত-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে;—প্রকৃতির বিনোদ-বল্লরী দেখিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে;—কামিনীর কমনীয় বদন-সুধাকরের আনিন্দ্যকান্তি দেখিতে দেখিতে, বিমানবিহারী চাতকের ন্যায় আত্মহারা হইতেছে; প্রণয়োন্মাদের সযত্ন-রচিত প্রমোদ-কাননে কলকণ্ঠ কোকিল-বধুর কুহরণ-কাকলী কিংবা বীণা-বেণু-সারঙ্গ-সপ্তস্বরার সমবেত সুস্বরলহরী-সমন্বিত—বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত বামা-কণ্ঠের সুধাস্বর-তরঙ্গে ভাসিয়া, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইতেছে; কিন্তু, তথাপি মানুষের দর্শন-পিপাসা মিটিতেছে না,—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না,—মানুষ অনন্ত সুখের সন্ধানও

পাইতেছে না; আজীবনকাল সুখের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হইয়া, আজন্মকাল ধরিয়া, নানাবিধ সুখ-সম্ভার ভোগ করিয়াও, তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না;—দেখিতে দেখিতে আয়ু-বায়ু ফুরাইয়া যাইতেছে,—দিন ঘনাইয়া আসিতেছে,—পরকাল কাছাকাছি হইয়া পড়িতেছে; ঐ যে আসন্ন-শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ—জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জ্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত হইয়া, নিরন্তর বিষম-ব্যাধির বৃশ্চিক-দংশনে কাতর হইতেছে; কিন্তু, তথাপি তাহার আশা মিটিতেছে না; উত্তরোত্তর আশার অতৃপ্তি-উচ্ছ্বাস তাহার হৃদয়-সাগরে উছলিয়া উঠিতেছে। সুতরাং আশা মিটিবার নয়;—"আশাপারং কো গতঃ।" তাই বড় ক্ষোভে আবালবিরাগী বিরাগরসিক শঙ্করাবতার জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

> "পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ,
> পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
> পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং
> তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ ॥"

চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্র।

'পুনঃ পুনঃ রজনী,—পুনঃ পুনঃ দিবস,—পুনঃ পুনঃ পক্ষ,—পুনঃ পুনঃ মাস,—পুনঃ পুনঃ অয়ন,—পুনঃ পুনঃ বৎসর গমনাগমন করিতেছে; কিন্তু, তথাপি মানুষের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতেছে না, পিপাসার শান্তি হইতেছে না, আশাও মিটিতেছে না; পরক্ষণেই হতাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে।' আশা কদাপি মিটিবার নহে,—বাসনাও কখন কমিবার নহে; যতদিন কর্ত্তৃত্বাভিমান ও বিষয়ে আসক্তি থাকিবে, ততদিন আশার ক্রীতদাস ও বাসনারাশি দ্বারা তাড়িত হইয়া, এইরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হইবে এবং চিরস্থায়ী সুখ কিছুতেই প্রাপ্ত হইবে না। তাই বলি,—মানুষ!

যদি প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, যে সুখে সন্তাপ নাই, বিরাম নাই ; — যদি সেই সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে ঐহিক সুখের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইও না,—আত্মহারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। ঐহিক সুখে বীতস্পৃহ হইয়া, অনন্ত সুখের জন্য প্রস্তুত হও,—তুমি যাহা নও, তাহাই যদি চাও, তোমার যাহা নাই, তাহাই যদি পাইতে চাও, তবে তোমার যাহা আছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হও। জান, ভগবান্ কি কহিয়াছেন ?—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।১৪

বিষয়-পঙ্কে পঙ্কিল বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়-ভোগ-লোলুপ চিত্ত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ে সতত আসক্ত হইয়া, অহর্নিশ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য-সুধা অন্বেষণে আত্মহারা হইতেছে ;— শ্রুতি, বীণা-বিনিন্দিত প্রণয়-মধুর প্রিয়-সম্ভাষণে সতত আকুলিত হইতেছে ; নাসিকা, মনোমদ সুরভি-সুগন্ধের আঘ্রাণ-মানসে নিরন্তর উদ্গ্রীব রহিয়াছে ; জিহ্বা, সুমিষ্ট-সুস্নিগ্ধ সুরসাস্বাদনে অহর্নিশ অগ্রসর হইতেছে ; ত্বক্, প্রিয়-স্পর্শ লাভে সতত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে ; এইরূপে যে ব্যক্তি সতত বিষয়-নিকর ভোগে নিরত হইয়া, সতত বিষয় চিন্তা করে, তাহার চিত্ত বিষয় সকলেই সতত আসক্ত হয় ; আর, যে ব্যক্তি বিষয়-চিন্তার অবসর ভুলিয়া, বিষয়-চিন্তা পরিহার করিয়া, আমাকেই সতত চিন্তা করে, তাহার চিত্ত আমাতেই সবিশেষ বিলীন হয়। অতএব, বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, আমিই একমাত্র শান্তি-সুখের লীলা-নিকেতন—অফুরন্ত-আনন্দ-ভাণ্ডার—ইহা বিদিত হইয়া, সর্ব্বচিন্তা প্রত্যাখ্যান করিয়া, কেবলমাত্র আমাকেই চিন্তা করিবে, তাহা হইলে, অচিরে সুখ, শান্তি, আনন্দের অধিকারী হইয়া, চরম-সুখ—চির-শান্তি—পরম-

আনন্দ লাভ করিয়া, অন্তিমে সুখ-শান্তি-আনন্দ-স্বরূপ আমাতে বিলীন হইতে পরিবে।' শিবপুরাণে উক্ত আছে যে,—

ন বেদযজ্ঞৈর্ন জপৈর্ন যোগৈ—
র্ন শৌচজপ্যৈর্ন চ বেদচর্য্যয়া।
প্রাপ্তং বরং তত্ত্ব নরেণ লোকে,
ধ্যানার্ণবং যস্তু নিষেবতে ধ্রুবম্॥

শিবপুরাণ। সনৎকুমার।৩৭

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব;—এই চারি বেদাধ্যয়ন;— অশ্বমেধ, গোমেধ ও নরমেধাদি যজ্ঞযাজন;—প্রণবাদি বিবিধ মন্ত্রজপ;—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ প্রভৃতি যোগাভ্যাস;—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক,—দ্বিবিধ শৌচাচার-সাধন;—ইষ্টমন্ত্রের মানস-জপ এবং আজন্মকাল অছিদ্র অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারাও, যে পরম তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না; জগতে যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া,—ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া,—দুর্জ্জয় রিপুচয় সংযত করিয়া,—দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া,—রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া, নির্লিপ্ত-চিত্তে একাগ্রতার সহিত স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে, চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দ-সুখাহ্বয় ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, শ্রীভগবানের কমনীয় মূর্ত্তির নিরন্তর ধ্যানপরতঃ কেবলমাত্র ধ্যান-সাগর সেবন করেন, সেই চরম-সুখাধার চির-শান্তির আগার ও অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার নিত্য পরম-তত্ত্ব তাঁহারই অনায়াসে লভ্য হয়। অতএব,—

এবং প্রভোর্ধ্যানরতৈর্মতং চেদ্—
বুদ্ধ্যেদৃশং তত্র বিবেচনীয়ম্।
ধ্যানং পরিস্ফুর্ত্তিবিশেষনিষ্ঠা,
সম্বন্ধমাত্রা মনসা স্মৃতি র্হি॥

ধ্যান,—কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময়,—চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্,—রসময় রস-সাগর, রসাধার রসনাগর,—সুখময় সুখ-সাগর, সুখাধার সুখ-আগার,—শান্তিময় শান্তি-আগার,—আনন্দময় আনন্দ-ভাণ্ডার,—মধুময় ভাব-সৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত মধু-ভাণ্ডার ভাবময় ভগবানের সর্ব্বতোভাবে পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ উজ্জ্বল-সম্মোহন মধুরিমা-মাধুর্য্যমাখা চিন্ময় জ্যোতির স্ফুর্ত্তিবিশেষ অর্থাৎ স্তুপীকৃত সঞ্জীভূত তমোরাশি-সমাবৃত হৃদয়াগারে মানস-মন্দিরে চিত্ত-ক্ষেত্রে, হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে, সজল-জলদমালা-মধ্যগতা চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা জ্যোতিষ্মতী বিদ্যুল্লতার দীপ্তিমতী স্ফুর্ত্তির ন্যায়, ভগবানের পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চরণারবিন্দ হইতে মনোমদ বদনারবিন্দ অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভগবানের আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের চির-স্নিগ্ধ চির-মধুর পূর্ণজ্যোতিঃ ও তাঁহার লাবণ্য-মাধুর্য্যাদি পরিস্ফুরণ-পূর্ব্বিকা সাক্ষাৎ দর্শনবৎ অভিব্যক্তির যে পরিপাক, তাহাই প্রকৃত ধ্যানশব্দ-বাচ্য। আর, স্মৃতি অর্থাৎ কালান্তরের জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূতের জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বে তাঁহাকে বিদিত হইয়া, চিত্ত-পটে তাঁহার স্বরূপ অঙ্কিত করিয়া, নিরন্তর তাঁহার মূর্ত্তি স্মরণ করার নামই স্মৃতি; এই যে স্মৃতি, একপ্রাণ সখার মত তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে না পারিলে, তাঁহার স্মৃতি মানস-মন্দিরে চিত্ত-পটে সতত অঙ্কিত থাকে না; সেইজন্য, তাঁহার সহিত কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে সম্বন্ধ-সূত্র প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া, দৃঢ়াবদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাতে পিতা কিংবা মাতা, পুত্র কিংবা মিত্র যে কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, অথবা তিনি প্রভু, আমি তাঁহার দাস,- এই ভাবে ভাবিত হইয়া, তাঁহাকে চিত্তপটে অঙ্কিত করার নামই স্মৃতি অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্বতোভাবে স্বকীয় হৃদয়-মন্দিরে, মানস-পটে, সেই—"গতির্ভর্ত্তা

প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ” চির-সখা ভগবানের অস্তিত্বানুভব,—তাহাকেই স্মৃতি বলে; অন্যথা নহে। কিন্তু যেন মনে থাকে,—“চেদ্ধ্যানযোগাৎ খলু চিত্তবৃত্তাবন্তর্ভবন্তীন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাঃ। সঙ্কীর্ত্তন-স্পর্শনদর্শনাখ্যা ধ্যানং তদা কীর্ত্তনাত্তু বর্য্যম্॥” যদি ধ্যানযোগে বাক্য, ত্বক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহের বৃত্তি-স্বরূপ—কীর্ত্তন, স্পর্শন ও দর্শন প্রভৃতি প্রবলবেগে মানস-মন্দিরে চিত্ত-পটে হৃদয়-মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, কীর্ত্তন অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে পারা যায়; নতুবা নহে। অর্থাৎ ধ্যানকালে ধ্যানযোগী আপন দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, কেবল ভগবানের অস্তিত্বানুভব করিলে, সেই ধ্যানকে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বুঝিতে হইবে; কেন না, ধ্যানকালে ধ্যানযোগীর ভাষা নির্ব্বাক্ হইয়া যায়,—ইন্দ্রিয়গ্রাম নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে; অন্তরিন্দ্রিয়, বাহেন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সমূহকে বিলুপ্ত করিয়া, জাগরিত হইয়া উঠে;—মন, অনন্ত আকাশের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া, সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির প্রবল উচ্ছ্বাসের মত বিপুল-আবেগে সর্ব্বশরীর প্লাবিত করিয়া, অনন্তের অনন্তত্বে মিশিয়া যায়;—আনন্দময়ের অনাবিল আনন্দানুভূতি করিয়া, অসীম পুলকে পুলকিত হয়। এই প্রকার ধ্যানে আসক্ত হইলে, সাধ্যবস্তু সর্ব্বত্রই দৃশ্যমান হন;—ইহাকেই বলে—‘ধ্যান বা স্মৃতি।’ অতএব,—“প্রীতির্যতো যস্য সুখঞ্চ যেন, সম্যগ্ভবেত্তদ্রসিকস্য তস্য। তৎসাধনা শ্রেষ্ঠতমা সুসেব্যা, সদ্ভির্মতা প্রত্যুত সাধ্যরূপম্॥” যাঁহার যেরূপ অধিকার, তিনি সেইরূপ অধিকারে অধিষ্ঠান করিবেন। সুতরাং যাঁহার যেরূপ সাধনায় সম্যক্ প্রীতিসুখ হয়,—যিনি যে রসে রসিক, তাঁহার পক্ষে তৎসাধনই সুসেব্য ও শ্রেষ্ঠতম;—প্রত্যুত উহাই সাধ্যরূপ। অর্থাৎ যিনি ভগবানের পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর চির-মধুর কমনীয়-কান্তি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া, অনাবিল সুখ ও

বিমলানন্দ অনুভব করেন, তাঁহার পক্ষে ভগবদ্ধ্যান করাই শ্রেয়স্কর; আর, যে ব্যক্তি ধ্যান কঠিন সাধন মনে ভাবিয়া, বিশ্বপাবন রসময় ভগবানের ভুবনপাবন চির-মধুর নাম কীর্ত্তনে আনন্দানুভব করেন; তাঁহার পক্ষে কীর্ত্তনই শ্রেয়স্কর,—চির-শুভদায়ক,—পরম মঙ্গল-বিধায়ক বলিয়া বিবেচনীয়। মোটের উপর—'যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ;' পরন্তু, সাধনায় উপলব্ধি করিলে, উপলব্ধির চরম-প্রান্তে,—শেষ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, বুঝিতে পারা যায় যে,—"সঙ্কীর্ত্তনাদ্ধ্যানসুখং বিবর্দ্ধতে, ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনমাধুরীসুখম্। অন্যোন্যসম্বর্দ্ধকতানুভূয়তেঽস্মাভিস্তয়োস্তদ্দ্বয়মেকমেব তৎ॥" কীর্ত্তন সকলেরই পক্ষে সুগম সাধন; কেন না, উহা অল্পায়াসে সাধিত হয় এবং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ধ্যান-সুখানুভব বৃদ্ধি হয়। আবার, ধ্যান দ্বারা কীর্ত্তনানন্দ ও কীর্ত্তন-মাধুরী-সুখ সম্বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং ভগবদ্ধ্যান ও ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন,—এই উভয়ই উভয়ের পোষক ও সম্বর্দ্ধক। এই পরস্পর পরস্পরের পোষক ও সম্বর্দ্ধক হইলে, তবে আর দেশ-কালাদির বিভাগ-ব্যবস্থায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না। অতএব, বেশ বুঝা যায় যে, ধ্যান ও কীর্ত্তন,—এতদুভয় অভেদাত্মক। কেন না,—"ধ্যানঞ্চ সঙ্কীর্ত্তনবৎ সুখপ্রদং, যদ্বস্তুনোঽভীষ্টতরস্য কস্যচিৎ। তত্তেঽনুভূত্বাপি যথেচ্ছমুত্তবেচ্ছান্তিস্তদেবাস্তি বিষক্ত-চেতসাম্॥" ধ্যানও কীর্ত্তনের ন্যায় সুখপ্রদ; যেহেতু, চির-মধুর প্রিয়তম ভাবময় ভগবানের চিন্তন ও গুণ-নাম-কীর্ত্তন,—যে কোন সাধনের অনুভবেও সুখ হয়। মোটের উপর,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভাবময় ভগবানের যে কোন এক বিষয়ে যথেষ্টরূপ চিত্ত নিবিষ্ট বা আসক্ত হইলে, তিনি চিত্ত-পটে অঙ্কিত,—চিত্তাকাশে সমুদিত ও হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত হন; তাহা হইলে, নিশ্চয়ই শান্তি-সুখানুভূতি জন্মে,—একথা ধ্রুব—সত্য। তবে প্রগাঢ়-রূপে আসক্ত হওয়া চাই; কিন্তু, তা বলিয়া,

ভগবানের চিন্তা করিতে বসিয়া, ভামিনীর চিন্তা করিলে চলিবে না,—এ দিকে তুমি বসিয়াছ ধ্যানে; আর, তোমার—"মনো ভ্রমতি দ্বিচক্রে কান্তাসু কাঞ্চনেষু চ।" তাহাকে ধ্যানাসক্ত বলা যায় না। সেই জন্য, দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন;—"সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্ত-চিত্তৈর্ভগবাংশ্চ ভজনীয়ঃ" সকল চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া, ভগবান্‌কে "তৈলধারামিবাচ্ছিনং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ" ধারা-বাহিকক্রমে অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করিতে হইবে। এমন কি,— "সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তকালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্" 'কি রাজরাজেশ্বরের মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধাধবলিত আকাশ-ভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন ও অযুত দাসদাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া, সুখের সংসারের পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগে, কি দরিদ্রের শতচ্ছিদ্রপূর্ণ পলালাবশেষ ভগ্ন পর্ণ-কুটীরে, সংসারের দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায়,—সংসারের দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত হইলেও, শয়নে-স্বপনে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে ভাব-ময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, নিরন্তর তাঁহার চিন্তা করিবে; এমন কি, ক্ষণার্দ্ধকালও যেন বৃথা না যায়।' পরন্তু, ধ্যানযোগ সমাদরণীয় হইলেও, দেবর্ষির উপদেশমত ধ্যানযোগাভ্যাসে সুখানু-ভব করা নিতান্ত অসম্ভব; কেন না, ভগবদ্ধ্যান একান্ত স্থানে বসিয়া করিতে হয়। নির্জ্জন স্থানই ধ্যান-সিদ্ধির অনুকূল; কিন্তু, সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের মধ্যে থাকিয়া, নির্জ্জনতা প্রাপ্ত হওয়াও কথার কথা নহে; এমন সাধক জগতে কয়জন আছেন?— "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" অতীব বিরল, অসম্ভব—সম্পূর্ণই অসম্ভব। পরন্তু,—"সঙ্কীর্ত্তনং বিবিক্তেঽপি বহূনাং সঙ্গতোঽপি বা" ভগবন্নাম্ সঙ্কীর্ত্তন নির্জ্জনে বা বহুলোক-সমাকীর্ণ স্থানে,—এই উভয় স্থানেই সুসম্পন্ন হইতে

পারে ; সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনই সকল সাধকের সুগম ও সরল সাধন ; কেন না, ধ্যানযোগে—"বহবশ্চ বিঘ্নাঃ" বিদ্যমান। কিন্তু, সঙ্কীর্ত্তন সাধনায় কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের উপদ্রব নাই ; সঙ্কীর্ত্তন সাধন নিরুপদ্রব। অতএব, তাহাই সকলের পক্ষে সুসাধ্য ও সুসেব্য ; মোটের উপর, শেষ-প্রান্তে বক্তব্য এই যে,—

প্রীতির্যতো যস্য সুখঞ্চ যেন,
সম্যগ্ ভবেত্তদ্রসিকস্য তস্য।
তৎসাধনা শ্রেষ্ঠতমা সুসেব্যা,
সদ্ভির্মতা প্রত্যুত সাধ্যরূপম্॥

শ্রীপাদগোস্বামী।

———০———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কলিকালে ভগবদ্ধ্যান অসম্ভব।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, অধুনা বলিলেন যে, 'ভক্তির নবধা অঙ্গের মধ্যে, ভগবৎ-স্মরণ ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' কিন্তু, কলির মানুষ অন্নগত-প্রাণ কাম-কিঙ্কর রিপুপরবশ অল্পায়ুঃ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইতে পারিবে কি ?

তে সভাগা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে॥
কলেদোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।১২।৩

কলিপাবন আবালবিরাগী পরমজ্ঞানী ভক্তিনিষ্ঠ শুকদেব গোস্বামী, মহারাজা পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন,—'হে রাজন্! ম্রিয়মাণ ব্যক্তি-সমূহ,—সকলের আত্মা, সকলের কারণ ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান করিলে, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদিগকে নিজ-স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন।

কলি, সর্ব্বদোষের আকর হইলেও, তাহার এক মহৎ গুণ এই যে, কলির কাম-কিঙ্কর রিপুপরবশ অন্নগত-প্রাণ অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল মনুষ্য, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দামবীর্য্য সুধাসিক্ত নামোচ্চারণমাত্র মুক্তবন্ধন হইয়া, শ্রেষ্ঠপুরুষ ভগবান্‌কে লাভ করিবে। সত্যযুগে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞ সকল দ্বারা পূজা করিয়া, দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যা করিয়া এবং কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণ করিলেই, মানব তত্তৎ যুগের আচরিত ধর্ম্মের ফল—মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যে নিরুপাধিক প্রেমের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা আর কিছু নহে; তাহা ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ-ব্যাপার-বিশেষ। উক্ত নিরুপাধিক প্রেম লাভের উপায়—একমাত্র সাধন-ভক্তি। সেই সাধন-ভক্তি সাধক-বিশেষেও আবার দুই প্রকার ;— ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ-ব্যাপার ও বহিষ্করণ-ব্যাপার। উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপারের মধ্যে ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ-ব্যাপারও আবার তিন প্রকার ;—স্মরণাত্মক, মননাত্মক ও অভ্যাসাত্মক। কিন্তু, যাহাদের বুদ্ধি মন্দ, তাহাদের পক্ষে, উক্ত তিন প্রকার অন্তঃকরণ-ব্যাপার দুর্গম। আর, যাহা বহিষ্করণ-ব্যাপার অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার, তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের পক্ষেই সহজ-সাধ্য ও সুগম বলিয়া জানিবে। কেন না, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বহিষ্করণ-ব্যাপারে কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না; সকলের পক্ষেই তাহা অনায়াস-সাধ্য অর্থাৎ অনায়াসেই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং, সকলের পক্ষে তাহা সহজ বলিয়া বোধ হয়। কলিযুগে, অল্পায়ুঃ মানবের যাহা সহজ-সাধ্য, যাহা অনায়াস-লভ্য, তাহারই উপদেশ তাহাদিগকে দাওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে তাহারা আপন শক্তিতে নির্ভর করিয়া, অনায়াসে সাধন-

পথ বহিয়া, আপন লক্ষ্যকে ধরিতে পারে, তদনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, কালে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, ভগবানের কৃপা লাভে চরিতার্থ হইতে পারে। নতুবা, আয়াস-সাধ্য সাধন-মার্গে ধাবিত হইয়া. পথভ্রষ্টের আশঙ্কা ত আছেই, তা ছাড়া প্রতি পদ-বিক্ষেপে আশঙ্কার বিভীষিকা অনুভব করিয়া. কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, হতাশচিত্তে পশ্চাৎপদ হয় এবং বিপথগামী হইয়া, অধিকাংশই ঘোর নাস্তিক হইয়া পড়ে। সেইজন্য, কলির দুর্ব্বল হীনশক্তি মানবকে, কলিপাবন মহাজন শুকদেব গোস্বামী উপদেশ দিলেন,—'কলিকলুষিত-চিত্ত দুর্ব্বল মানব! তোমার পক্ষে ধ্যানযোগ কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে? হতাশচিত্তে পশ্চাৎপদ হইও না, ভয় পাইও না,—তোমার পক্ষে যাহা সুলভ ও সহজ এবং অনায়াস-সাধ্য; তাহাই উপদেশ করিতেছি, তাহাই তোমার মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট হইবে। অবহিতচিত্তে শুন!—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং" সত্যযুগে — সত্যের সত্যবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ত্যাগশীল দীর্ঘায়ুঃ মানব, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, এমন কি,—স্বকীয় দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল জনসমাগম-শূন্য ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া বা দুরারোহ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অথবা পতিতোদ্ধারিণী গাঙ্গিনীর পবিত্র তটে শিলাখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইয়া, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস দ্বারা ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়্-রিপু সংযত করিয়া. ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দিব্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, একাগ্রমনে একধ্যানে সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী ধ্যানযোগে কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে নিরত হইয়া, দেখিতে দেখিতে শরীরে বল্মীক-স্তূপ সঞ্চারিত হইয়া, পর্ব্বতাকারে পরিণত হইতেছে; তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, বল্মীক-স্তূপের মধ্যে থাকিয়া অথবা হিমগিরি-গহ্বরে

বসিয়া, তুষারাচ্ছন্ন হইয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন রহিয়া, অতি কষ্টে ভগবানের সাক্ষাৎকার করিয়া, মুক্তি লাভ করিতেন। কিন্তু,—"ক্ষুধিতানাং দুর্গতানাং কুতো যোগসমাধয়ঃ।" কলির অন্নগত-প্রাণ ক্ষুধিত ও দুর্গত জীবগণের যোগসমাধি অভ্যাস করিবার সামর্থ্য কোথায় ?- অতএব, কলিকালে কলির মানবের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য ; সুতরাং তোমাকে তাহা করিতে হইবে না ; কেন না,—"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" কলিকালের মানুষ কেবলমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির নামোচ্চারণ করিলেই, অনায়াসে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। আর, ত্রেতাযুগে—ত্রেতার দীর্ঘায়ুঃ শক্তিমান্ মানব, অশ্বমেধ, গোমেধ ও নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞযাজন দ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক, বহু আয়াসে অতি কষ্টে ভগবানের সাক্ষাৎকারে মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, কলির অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায়, দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত, পরাধীন মানবের পক্ষে তাহাও অসম্ভব ; সুতরাং—"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" কলির দৈন্যগ্রস্ত পরাধীন মানব, একমাত্র ভগবানের নামোচ্চারণে, সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। আর, দ্বাপরযুগে—দ্বাপরের দীর্ঘায়ুঃ শক্তিমান্ জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ভক্তিনিষ্ঠ মানব, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যা অর্থাৎ ভক্তিভাবে ধূমধামের সহিত অর্চ্চনা করিয়া, ভগবানের প্রীতিভাজন হইয়া, অতি কষ্টে বহু আয়াসে, ভগবানের সাক্ষাৎকারে মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, তাহাও কলির মানবের পক্ষে অসাধ্য। অতএব,—"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" কলির অতি দুর্ব্বল অন্নগত-প্রাণ অল্পায়ুঃ শিশ্নোদরপরায়ণ শক্তিহীন মানব, কেবলমাত্র ভগবানের নামোচ্চারণে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের কঠোর-কৃচ্ছ্র আয়াস-সাধ্য কর্ম্ম সকলের ফল লাভ করিয়া, অনায়াসে, মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ; সংশয় নাই।' অতএব, জানা গেল যে,—

ধ্যানং তপঃ সত্যযুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞকর্ম্ম চ।
দ্বাপরে পূজনং দানং হরের্নাম কলৌ যুগে॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর।

সত্যযুগের যুগধর্ম্ম—ভগবদ্ধ্যান ও কঠোর-কৃচ্ছ উগ্র তপঃ-সাধন; ত্রেতাযুগের যুগধর্ম্ম—অশ্বমেধাদি যজ্ঞযাজন ও সকাম-নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান; দ্বাপরযুগের যুগধর্ম্ম—ভগবৎ-পরিচর্য্যা অর্থাৎ পূজা ও গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান; কিন্তু, কলিযুগে তাহা নাই, কলিযুগের যুগ-ধর্ম্ম—কেবলমাত্র ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন। কারণ,—

যজ্ঞব্রততপোদানং সাঙ্গং নৈব কলিযুগে।
গঙ্গাস্নানং হরের্নাম নিরপায়মিদং দ্বয়ম্॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল।৪৯

কলিযুগে—কলির কাম-কিঙ্কর অন্নগত-প্রাণ শিশ্নোদরপরায়ণ অল্পায়ুঃ শক্তিহীন দুর্ব্বল মানব সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের শক্তিমান্ দীর্ঘায়ুঃ জিতেন্দ্রিয় মানবের ন্যায় ভগবদ্ধ্যান, কঠোর-কৃচ্ছ তপঃ-সাধন, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-যাজন, ভগবৎ-পরিচর্য্যাদি-কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সম্পূর্ণ-রূপে অসমর্থ। কেন না, সত্যযুগে—সত্যের দীর্ঘায়ুঃ জিতেন্দ্রিয় শক্তি-মান্ মানব, জনসমাগমশূন্য ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায়, অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, সহস্র সহস্র বর্ষ ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন এবং কখন ঊর্দ্ধপদে, কখন অধোমস্তকে রহিয়া, কখন জলমাত্র পান, কখন পর্ণাশন, কখনও বা বায়ুভক্ষণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ উগ্র তপঃ-সাধনায় প্রাণপাত করিতেন; ত্রেতাযুগে—শক্তিমান্ জিতেন্দ্রিয় দীর্ঘায়ুঃ মানব, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধাদি যজ্ঞ-যাজন ও সকাম-নিষ্কাম বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন; দ্বাপরযুগে—জিতেন্দ্রিয় শক্তিমান্ দীর্ঘায়ুঃ মানব, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, আড়ম্বরের সহিত ভক্তিভাবে ভগবানের পূজা ও দরিদ্র-নারায়ণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে

গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান করিতেন। তত্তৎযুগে সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইত; কিন্তু, কলিযুগে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবে না বলিয়াই, ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন যুগধর্ম্ম-রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং কি যজ্ঞ, কি ব্রত, কি তপঃ ও কি দান প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম, কলিকালে ঐ সকলের কিছুই সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ-সমন্বিত হইতে পারে না; কেবলমাত্র কলির মানবের পক্ষে অনায়াসসাধ্য গঙ্গাস্নান ও কায়ক্লেশ-বর্জ্জিত ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন,— এই দুই কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। এই জন্যই, কলিপাবন মহাজনগণ, কলিযুগে হরিনাম-সাধনকেই যুগধর্ম্ম ও মুক্তিসাধক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এমন কি,—

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেঽপি তৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন চাহোরাত্রেণ তৎ কলৌ॥

বৃহন্নারদপুরাণ।৩৮

সত্যযুগে, সত্যের সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শক্তিমান্ মানব, দশ-বর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়া, আয়াসসাধ্য ভগবদ্ধ্যান ও কঠোর-কৃচ্ছ উগ্র তপঃ-সাধনায় প্রাণপাত করিয়া, যে ফল প্রাপ্ত হইতেন; ত্রেতাযুগের মানব, ছয়মাসমাত্র পরিশ্রম করিয়া, আয়াসসাধ্য তপস্যাদি দ্বারা সেই ফল লাভ করিতেন। দ্বাপর-যুগের দীর্ঘায়ুঃ মানব, একমাসমাত্র আয়াসসাধ্য কঠোর তপস্যাদি করিয়া, সেই ফল প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু, কলিযুগের অল্পায়ুঃ অন্ন-গতপ্রাণ কাম-কিঙ্কর মানব, এক দিবারাত্রমাত্র তপস্যাদি সাধন করিতে পারিলেই, সত্যযুগের সেই দশবর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রমলব্ধ ফল লাভ করিতে পারিবে। এই জন্য কলিযুগকে সাধুযুগ বলিয়া, মুনি-ঋষিরা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কেন না, পরমভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"সঙ্কীর্ত্ত্যমান শীঘ্রমেবাভির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্।"

নারদসূত্র।

'কলির দুর্ব্বল শক্তিহীন মানব, সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—দীনতা-হীনতার কাতরতার ছায়ামণ্ডিত হইয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে হৃদয়-সিংহাসনে—হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া,—সংসারে আপনার বলিয়া যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবানে সমর্পণ করিয়া,—সাংসারিক চিন্তা ভুলিয়া, ভগবানে আত্ম-নির্ভর করিয়া,—নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইয়া,—এক মনে এক প্রাণে ভক্তি-সহকারে তন্ময় হইয়া, সর্ব্বদা কেবলমাত্র ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, অনায়াসে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে; এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। কেন না, সঙ্কীর্ত্তিত হইলে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, ভক্তের নিকট শীঘ্র প্রকাশিত হন এবং নামপরায়ণ ঐকান্ত ভক্তকে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য অনুভব করাইয়া দেন।' অতএব,—

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশং শমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ॥

শিক্ষাষ্টক।

ভগবন্নাম সদৃশ জ্ঞান, নাম সদৃশ ব্রত, নাম সদৃশ ধ্যান, নাম সদৃশ ফল, নাম সদৃশ ত্যাগ, নাম সদৃশী শান্তি, নাম তুল্য পুণ্য ও নাম সদৃশী মুক্তি আর কিছুই নাই। ঐ যে জ্ঞানযোগী—জ্ঞান-গরিমায় ধ্যান-ধারণায় আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম ভাবিয়া,—"সোঽহহং" বলিয়া, সসাগরা ধরাকে তুচ্ছাদপিতুচ্ছ সরার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, মানস-কণ্ডূয়ন মস্তিষ্কের ক্ষীণ বুদ্ধির অগম্য দুর্গম জ্ঞান-মার্গে ধাবিত হইয়া, জ্ঞান-গবেষণা প্রমাণ-পর্য্যবেক্ষণা দ্বারা অনন্ত

শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, অনুভূতি-রূপ 'হৈয়ঙ্গবীন' অর্থাৎ সদ্যোজাত নবনী ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, সেই—"অবাঙ্মনসোগোচরম্" দুরবগাহ অতল সমুদ্রের সীমানুসন্ধানে, মানস-কণ্ডূয়ন মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া, দুরধিগম্য বিষয়ের আলোচনায় নিরত হইয়াছেন এবং বহু-জন্মান্তে—শেষ-প্রান্তে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তিনি যে জ্ঞান-বলে বলীয়ান্ হইয়া, অন্তিমে পরাৎপর পরব্রহ্মে আত্মলীন করিয়া, চির-সুখ চির-শান্তি ব্রহ্মানন্দে নিরন্তর মগ্ন থাকিবেন; ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্তও, কেবলমাত্র ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া, ভগবন্নাম কীর্ত্তনে সতত নিরত রহিয়া, অন্তিমে একজন্মেই ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া, সেই জ্ঞান লাভ করিয়া, সালোক্য মুক্তিলাভে ভগবানের চির-দাস, নিত্য-কিঙ্কর হইয়া, সতত ভগবৎ-সমীপে বসবাস করিয়া থাকেন; এইজন্য, কলিপাবন মহাজনগণ কহিয়াছেন,—"ন নাম-সদৃশং জ্ঞানম্।" আর, ঐ যে কঙ্কালসার তেজোদ্দীপ্ত জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর তেজস্বী ব্রতী—তপস্বী, কখন অনশনে, কখন অর্দ্ধাশনে কখন একাশনে, কখন জলাশনে, কখন ফলমূল-ভক্ষণে, কখন পর্ণাশনে, কখনও বায়ু-ভক্ষণে রহিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিয়া, পুণ্যপুঞ্জ-সঞ্চয়ে ইহলোকে সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগ ও অন্তিমে পরলোকে, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গলোকে উপনীত হইয়া, স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছেন; ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, কেবলমাত্র ভক্তি-সহকারে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া, অনায়াসে, সেই স্বর্গাদি সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন; এই জন্য, কলিপাবন মহাজনগণ কহিয়াছেন,—"ন নাম সদৃশং ব্রতম্।" আর, ঐ যে সর্ব্বত্যাগী, বৈরাগ্যরসিক ধ্যানযোগী, সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে, জনসমাগমশূন্য সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া,—যোগাসনে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অচঞ্চল অবস্থায় বসিয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, ষড়্রিপু

সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, ধ্যান-ধারণার সাধনাপথ বহিয়া, স্বকীয় কল্পনা-বলে হৃদয় মাতাইয়া, হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে "কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং" ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তির ধ্যানে মগ্ন হইয়া, সমাধির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন ; শরীরে বল্মীক সঞ্চারিত হইতেছে, তৎ-প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, দেখিতে দেখিতে বল্মীকস্তূপ পর্ব্বতাকার ধারণ করিতেছে ;কিন্তু, তথাপি ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না, ধ্যানেই মগ্ন রহিয়া-ছেন। শেষ-প্রান্তে যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, যোগীরাজ অন্তিমে যে ফল লাভ করিবেন ; ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, কেবলমাত্র ভক্তিভরে প্রাণোল্লাসে ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, অনায়াসে সেই ফল লাভ করিতে পারেন ; এই জন্য, কলিপাবন মহাজনগণ কহিয়াছেন, —"ন নাম সদৃশং ধ্যানম্।" আর, ঐ যে ভস্ম-বিলেপিতাঙ্গ তপঃশীর্ণ কঙ্কালসার-কলেবর মহাতেজা কঠোর তপস্বী, উর্দ্ধবাহু হইয়া, অধোমস্তকে রহিয়া, বায়ুভক্ষণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ উগ্র তপঃ-সাধনায় প্রাণপাত করিতেছেন। শেষ-প্রান্তে তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, অন্তিমে উনি যে ফল প্রাপ্ত হইবেন ; ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, ভক্তি-সহকারে কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে কেবলমাত্র ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনে, সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন ; সেইজন্য, কলিপাবন মহাজনগণ কহিয়া-ছেন,—"ন নাম সদৃশং ফলম্।" আর, ঐ যে সর্ব্বত্যাগী, আপৃষ্ঠ-লম্বিত ধরণীচুম্বিত লম্বমান প্রকাণ্ড জটাভারে অবনত, অবধূতের ন্যায় লগ্ন, শুদ্ধ নিরঞ্জন সমরসে মগ্ন, ভস্ম-বিলেপিত তেজঃপুঞ্জ তপঃশীর্ণ কঙ্কালসার-কলেবর প্রবীণ তাপস, সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া, সংসারের আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ-ভয়ে ভীত হইয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসারের মায়া-মমতা ভুলিয়া, ঐহিক সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, উল্লোল-কল্লোলময় সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে, নিবিড় ঘনারণ্যে নির্জ্জন

বনে বসিয়া, একাগ্রচিত্তে তন্ময় হইয়া, ভগবানের চিন্তায় নিরত রহিয়া, নির্ব্বাণ-মুক্তির অন্বেষণ করিতেছেন। অবশেষে সিদ্ধি লাভ করিলে, অন্তিমে উনি যে,—"ত্যাগাচ্ছান্তিঃ" লাভ করিবেন;— সংসারের একদিকে ঐ যে বন্যপশুর ন্যায় আমমাংস ভক্ষণে বা ফলমূল অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণকরতঃ ভক্তিভরে ভগবন্নাম কীর্ত্তনে অহর্নিশ বিভোর রহিয়াছে ;—ঐ যে পুত্র-পরিজন— আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া, বৃহৎ সংসার পাতিয়া, গগন-চুম্বী সৌধ-অট্টালিকায় বসবাস করিয়া,—অনেকের উপর প্রভুত্ব করিয়া,—দিনান্তে মুহূর্ত্তকাল ভক্তিভরে আকুল-আবেগে কাতর-প্রাণে ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইয়া,—মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন ধ্বনিতে, প্রমোদাগার মুখরিত করিয়া, ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়াছে ;—ঐ যে ভীষণ দুর্ভিক্ষের দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়া, অনশন-অর্দ্ধাশন-একাশনে ক্লিষ্ট এবং দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে মথিত হইয়া, আপন জীর্ণ-শীর্ণ কলেবরে শতচ্ছিদ্র পলালাবশেষ পর্ণকুটীরে বসিয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া. চক্ষুঃনীরে বক্ষঃ ভাসাইয়া, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে ভক্তিভরে,—"হা দারিদ্র্যদুঃখভঞ্জন হরি! হা দীনদুঃখহারিন্! হা অনাথের নাথ ভগবান্!" বলিয়া, করুণ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আর্ত্তভক্তি-সহকারে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতেছে; অন্তিমে ইহারাও সেই ফল লাভ করিতে পারেন; সংশয় নাই। ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, কিংবা পথের ভিখারী হইলেও, পুত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত সংসার-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও, সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া, তাপ জ্বালার মধ্য দিয়া, কেবল মাত্র ভক্তিভাবে ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিরত হইয়া, যে ফল লাভ করিতে পারেন ; বোধ করি,—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সে ফল লাভে সমর্থ হন না ; সেইজন্য কলিপাবন মহাজনগণ বলিয়াছেন,—"ন নাম সদৃশস্ত্যাগঃ।" আর, ঐ যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ,

অচ্ছিদ্র ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় নিরত হইয়া, কামিনীর বহুদূরে জনসমাগম-শূন্য ঘোরারণ্যে অবস্থিত হইয়া, স্বকীয় জীবনী-শক্তি শরীরস্থ বীর্য্যকে অবিকৃত ও অবিচলিত অবস্থায় শরীরে ধারণ করিয়া,—"ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" করতঃ উর্দ্ধরেতা হইয়া, নিরন্তর ব্রহ্মে বিচরণ করিতেছেন। অন্তিমে শেষ-প্রান্তে উনি যে গতি লাভ করিবেন; আশা করি,—ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, গৃহে থাকিয়া, শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া, সৌন্দর্য্যময়ী রমণীতে আসক্ত অজিতেন্দ্রিয় হইলেও, মনে-প্রাণে এক করিয়া, যদি ভক্তিভরে কেবলমাত্র ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে, তাঁহারাও পরাগতি লাভ করিতে পারেন। এই নিমিত্তই, কলিপাবন মহাজনগণ কহিযাছেন,—"ন নাম সদৃশং শমঃ।" আর, ঐ যে সংসারী ধার্ম্মিক, সংসার-কোলাহলের গণ্ডগোল-মধ্যে অভ্রভেদী মন্দিরচূড়া সংস্থাপন করিয়া, সোনার প্রতিমা সযতনে সাজাইয়া, মণ্ডপমাঝে ভগবানের রূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রাতঃ-সায়াহ্নে কাঁসর-ঘণ্টা-দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র-সহকারে, মধ্যে মধ্যে সমসপ্তকে হৃষীকেশ-নির্ঘোষিত পাঞ্চজন্যের ন্যায়, শঙ্খ-নিনাদে, মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন ধ্বনিতে হরিনামের তান ধরিয়া, ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। ঐ যে যাজ্ঞিক, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ-যাজন করিয়া, ব্যোমব্যাপী যজ্ঞধূমে অসীম নীলাকাশ ধূসর বর্ণে রঞ্জিত করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে অন্নক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, দুর্ভিক্ষের দাবদাহে দরিদ্রকে দগ্ধীভূত হইতে দেখিয়া, সহানুভূতি-স্বরূপ স্নিগ্ধবারি সিঞ্চন বা আপনার মুখের গ্রাস বিতরণ করিয়া, ভূত-যজ্ঞ করিতেছেন। ঐ যে দাতার দাতাকর্ণোচিত গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান-শৌণ্ডিকতা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত হইতেছে; ঐ সকল পুণ্যকর্ম্মের ফলে, অন্তিমে ইঁহারা প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গলোকে গমন করিয়া, স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিবেন। কিন্তু, ইঁহাদেরও আবার পতন আছে,—"ক্ষীণে পুণ্যে

মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ;” পরন্তু, যাঁহারা ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা ঐ সকল জঞ্জাল-জালের বহির্ভাগে থাকিয়া, অহর্নিশ ভক্তিভাবে ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইয়া, জীবিতকালে ইহলোকে স্বর্গীয় সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগ করিয়া, জীবনাবসানে অন্তিমকালে,— “যস্মিন্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ” সেই চরম-সুখ চির-শান্তি পরম-আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া, ভগবানের চির-দাস হইয়া, ভগবান্ বিষ্ণুর ‘পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরান্তে’ স্থান পাইয়া, ভগবৎপদ-পাথোরুহনিঃসরন্মকরন্দ পানে নিরত হইয়া, চিরকাল তথায় বসবাস করিয়া থাকেন। এই জন্য, কলিপাবন মহাজনগণ কহিয়াছেন,— “ন নাম সদৃশং পুণ্যম্ ।” আর, ঐ যে মুক্তিকামী মুক্তিকামনায় সংসারের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া. এমন কি—আপনার কায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই মমতাময়ী জায়ার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া, যথালব্ধ আহার্য্যে সন্তুষ্ট এবং সর্ব্বজীবের প্রতি সমদৃষ্টি করিয়া. স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব-হৃদয়ে অহর্নিশ ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া,—“শুনি চৈব শ্বপাকে চ” সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়াছেন ; অন্তিমে জীবনাবসানে উনি যে গতি লাভ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে আত্মলীন করিবেন ; ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, একমাত্র ঐকান্তিকী পরাভক্তি-বলে বলীয়ান্ হইয়া, সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের মধ্যে থাকিয়াও, ভক্তিভাবে ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইয়া, অন্তিমে জীবনাবসানে বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী ঐকান্তিকী ভক্তি-প্রভাবে. এই কাম ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহা-বর্ত্ত-চঞ্চল অকূল ভীম-ভবার্ণবের কামনা-বাসনা তরঙ্গরাশির অভিঘাত সহ্য করিয়া, মহামোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া,— “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” গাহিতে গাহিতে, মুক্তি-কামীর ঐ সাধারণ কল্পনার অতীত দূরস্থানে, যেখানে সর্ব্বজীবের— “গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ” বিরাজমান ; অনায়াসে

সেই নিত্যধামে উপনীত হইতে পারিবেন। এইজন্য, কলিপাবন মহাজন কহিয়াছেন,—"ন নামসদৃশী গতিঃ।" হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের অসীম শক্তি ও অনন্ত মহিমা। এই নামের মহিমা, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। নামের এমন শক্তি যে,—

জরীহর্ত্তি জাড্যং জনানামজস্রং,
দরীধর্ত্তি ধর্ম্মং বিনা কায়কষ্টম্।
পরীপর্ত্তি সর্ব্বং মনোবাঞ্ছিতং যৎ,
চরীকর্ত্তি কিং কিং হরেঃ কীর্ত্তনং নঃ॥

কেবলমাত্র নাম কীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত বুদ্ধিভ্রষ্ট জীবের সর্ব্বপ্রকার জড়তা নাশ পায়; নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, জীবের কায়-ক্লেশ বিনা আয়াস-সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল,—পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত হয়, নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, ইহলোকে যাহা যাহার অভিলষিত, তাহা তাহার অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে; সুতরাং নাম কীর্ত্তনকারীর জীবজগতে অলভ্য বা অসাধ্য কিছুই নাই। ত্রিতাপহারী ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরির নামের মহিমা আর বিশেষ কি কহিব? নামের এমন শক্তি, এমন অনির্ব্বচনীয় মহিমা যে, ঐ নামের অভিলাষী হইয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর ঈশান শ্মশানবাসী হইয়া, শ্মশানেশ্বর মহা-যোগে মগ্ন রহিয়াছেন। নামের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, সৃষ্টি-কুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ব্রহ্মা, এই বিরাট্-বপু অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ নামের মহিমায় জগন্মাতা বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী, ভগবানের হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপে গরিমময়ী ও অসীম শক্তিশালিনী হইয়া, নিত্যধাম গোলোকে ভগবানের নিত্য সহচরী হইয়াছেন। ঐ নামের গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া, গরিমময়ী গীর্ব্বাণী বেদ-বিদ্যার অধিশ্বরী বেদমাতা বাগ্‌বাদিনী হইয়া,

জ্ঞান-গবেষণা-পরিমার্জ্জিত কুশাগ্রবুদ্ধি তেজস্বী বর্ষীয়ান্ বিদ্বদ্বৃন্দের গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় এবং কবিবৃন্দের কোমল কণ্ঠোচ্চারিত ললিত-ললাম মধুর-রসান্বিত কবিতা-মালায় বিরাজ করিতে-ছেন। ঐ নামের মহিমায় মুগ্ধা ও ঐ নামের গুণে গরিমময়ী হইয়া, জগন্মোহিনী ভবরাণী ভবানী, ভবের দর্প চূর্ণ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। অতএব, কলিকলুষিত-চিত্ত মানুষ যে, কেবলমাত্র নাম কীর্ত্তনেই অনায়াসে এই অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে; তাহাতে আর সংশয় কি? কলিকালে একমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনেই জীবের মুক্তিলাভ হইতে পারে; অতএব, নাম ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। কেন না, মুক্তিলাভের অন্য যাব-তীয় উপায়, জীবের বহুক্লেশজনক এবং আয়াসসাধ্য। কলি-পাবন মহাজন দেবর্ষি পরম ভাগবত নারদ কহিয়াছেন,—

"ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গতিঃ।
মহারিষ্টোপশান্ত্যর্থং হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে॥
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্।
ত্রিদশৈরপি পূজ্যন্তে কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ॥
তস্মাৎ সমস্তলোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে।
হরিনামপরান্ মর্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ॥
হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

বৃহন্নারদীয়পুরাণ।৩৮

'ঘোর কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরিই কলিকলুষিত-চিত্ত জীবের পরমগতি এবং হরিভক্তিই মহাবিপদবারণ। কেন না, হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণের পাপ-বন্ধন থাকে না। অহো, হরিভক্তিপরায়ণ মানবগণের কি শুভাদৃষ্ট! অন্য আর অধিক কি কহিব, প্রদীপ্ত

অপাপবিদ্ধ অমরার অমরগণও তাহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। সেই জন্য, সমুদয় লোকের যাহা হিতজনক, আমি তাহাই বলিতেছি ;—যে সকল মানব, হরিনামামৃত পানে আসক্ত, কলি তাহাদিগের কিছুই করিতে পারে না। সত্য সত্য হরিনামই আমার জীবন এবং কলিকালে কলিদূষিত জীবের হরিনাম ভিন্ন গতি নাই, আশ্রয় নাই, উপায় নাই।'

অতএব, হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে কলিকলুষিত-চিত্ত সদা পাপরত পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত জীবের উপায় নাই, আশ্রয় নাই, গতি নাই। কেন না, কলির বিষয়াসক্ত শিশ্নোদর-পরায়ণ অন্নগত-প্রাণ অল্লায়ুঃ জীব, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, কাম-ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুচয়কে সংযত করিয়া, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়চয়ের পথ নিরোধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, চিন্তা করিতে পারিবে না, সেইজন্য, কলিপাবন মহাজন দেবর্ষি নারদ কেবলমাত্র ভগবন্নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া, নামের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। দেবর্ষি নারদ বলিলেন যে,—"ধ্যায়ন্ কৃতে" সত্যযুগে জিতেন্দ্রিয় শক্তিমান্ দীর্ঘায়ুঃ মানবের ভগবদ্ধ্যান মুক্তির কারণ ছিল; কিন্তু, কলিকালে, কলির কাম-কিঙ্কর অন্নগতপ্রাণ অল্লায়ুঃ শক্তিহীন দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে, তাহা অসম্ভব ; সেইজন্য, তিনি বলিলেন,—"কলৌ নাস্ত্যেব" কলিতে তাহা নাই। কিন্তু, তাহার পরিবর্ত্তে কি ? কহিলেন,—"হরের্নামৈব কেবলম্" একমাত্র হরিনাম তাহার প্রতিনিধি। আর, ত্রেতাযুগে জিতেন্দ্রিয় শক্তিমান্ দীর্ঘায়ুঃ মানবের—"যজন্ যজ্ঞৈঃ" অশ্বমেধ, গোমেধাদি যজ্ঞযাজন প্রভৃতি ভগবৎ-প্রাপ্তি ও মুক্তিলাভের কারণ ছিল ; কিন্তু, কলিকালে তাহাও অসম্ভব। সেইজন্য, কলিপাবন মহাজন নারদ কহিলেন,—"কলৌ নাস্ত্যেব" কলিকালে তাহা নাই ; তাহার বিনিময়ে কি ?—"হরের্নামৈব কেবলম্" একমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। আর, দ্বাপর-

যুগে দীর্ঘায়ুঃ শক্তিমান্ জিতেন্দ্রিয় মানবের "পরিচর্য্যায়াং" ভগবৎ-পরিচর্য্যাই মুক্তির কারণ ছিল; কিন্তু কলির দৈন্যগ্রস্ত পরাধীন অল্পায়ুঃ শক্তিহীন মানবের পক্ষে, তাহাও অসম্ভব। সেইজন্য, কলি-পাবন মহাজন নারদ কহিলেন,—"কলৌ নাস্ত্যেব" কলিতে তাহা নাই; তৎপরিবর্ত্তে কি?—"হরের্নামৈব কেবলম্" একমাত্র ত্রিতাপ-হারী শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনই তাহার বিনিময়। অতএব, জানা গেল যে,—

ক্ষয়ো ভবেদ্‌যথা বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ে।
তথৈব কলুষৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ॥
ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরায়াতি ন ক্ষয়ম্।
গচ্ছতাং দূরমধ্বানং কৃষ্ণমূর্চ্ছিতচেতসাম্॥
পাথেয়ং পুণ্ডরীকাক্ষনামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ।
সংসারসর্পসন্দষ্টবিষচেষ্টৈকভেষজম্॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্বঃ।২৩২

অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অথবা জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের উদয় হইলে, যেমন ঘনীভূত তমোরাশি নাশ পায়; সেইরূপ ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিলে, কলির কলুষিতচিত্ত পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত জীবের পাপরাশি বিনষ্ট হয়। আর যে, অনেকে স্বর্গ কামনা করিয়া, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে ভুলিয়া যায়, তাহারা অজ্ঞ; কেন না, পুণ্যপুঞ্জ-সঞ্চয়ে অন্তিমে জীবনাবসানে ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ স্বর্গলোকে গমন করিলেও, কোন ফল নাই; কেন না, স্বর্গগামীর পতন হইয়া থাকে,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" কিন্তু, যাঁহারা ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ত্রিতাপহারী শ্রীহরির শ্রীচরণযুগলে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন; তাঁহারা অনায়াসে—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" সেই নিত্যধামে উপনীত হইয়া

থাকেন, তাঁহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না; তাঁহারা এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ, সংসার অতিক্রম করিয়া, চিরানন্দময় ধামে চিরকাল অবস্থান করিয়া থাকেন। ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির যে—"পুণ্ডরীকাক্ষ" এই নাম আছে; তাহাই এই সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মাতিক্রম করিবার পাথেয়-স্বরূপ এবং জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক প্রভৃতি দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের পরমোপায়। সংসার-রূপ কালসর্প যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার সেই বিষ প্রতিকারের বিষয়ে একমাত্র হরিনামই মহৌষধ। ঐ যে ভবরোগবৈদ্য, দুবাহু তুলিয়া কহিতেছেন ;—

"ব্যামোহদলনৌষধং মুনিমনোবৃত্তিপ্রবৃত্ত্যোষধং,
দৈত্যানর্থহরৌষধং ত্রিভুবনসঞ্জীবনৈকৌষধম্।
ভক্তার্ত্তিপ্রশমৌষধং ভবভয়প্রধ্বংসিদিব্যৌষধং,
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণনামৌষধম্ ॥"

মুকুন্দমালাস্তোত্র।

'এস, অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী কে কোথায় শুষ্ককণ্ঠে তৃষার্ত্ত আছ, ত্বরায় আসিয়া, এই ভবব্যাধিহর মহৌষধ নামামৃত পান করিয়া, শান্তি লাভ কর। এই নামামৃত, মোহপঙ্ক-নিমগ্ন মহামোহে অভিভূত মোহ-রূপ মহারোগে আক্রান্ত মোহান্ধ মানবের পক্ষে,—"ব্যামোহদলনৌষধম্" অর্থাৎ অজ্ঞান-রূপ মোহ নাশ করিবার অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ। এই নামামৃত, যে মানব সংসারে আসিয়া, সংসারের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া, সাংসারিক কার্য্যে ও সংসার-বিত্ত সকলে আসক্ত এবং নানা প্রকার সংসার-দুঃখে আক্রান্ত হইয়া, অশান্তি ভোগ করিয়া, সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নাই ভাবিয়া, হতাশ হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া, সংসারে বিরক্তি জন্মাইয়া, মুনিমনো-

বৃত্তি প্রবৃত্তি করাইবার একমাত্র পরমৌষধ। এই নামামৃত, কলি-কালে কলির মানবের অলৌকিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া, কাম-ক্রোধাদি দৈত্যানর্থ নাশ করিবার একমাত্র পরমৌষধ। কলির আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান মুমূর্ষু জীবের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য গুণময়,—এমন কি, ত্রিভুবনের মধ্যে অনলে, অনিলে, সলিলে সর্ব্বত্র দুরন্ত কৃতান্তকে জয় করিবার একমাত্র পরমৌষধ। এই নামামৃত, কলি-কালে কলিকলুষিত-চিত্ত দুর্ভাগা জীবের—দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকা-ঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র-তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত জীবের, দুঃখার্ত্ত, রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত জীবের, মোটের উপর—আর্ত্তভক্তের সর্ব্বপ্রকার আর্ত্তি অর্থাৎ ক্লেশ বা মনোব্যথা প্রশমনের একমাত্র পরমৌষধ। এই নামামৃত, এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ সংসার-তাপে মুহ্যমান, দুঃখ-দৈন্যে ক্লিষ্ট এবং নিরন্তর মথিত জীবের সংসার হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইবার—ভবভয় প্রধ্বংস করিবার একমাত্র পরমৌষধ। এই নামামৃত, কলিকালে কলির জন্ম-মৃত্যুর কবলিত, জন্ম-মৃত্যু-রূপ উত্থান-পতনের আবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত, সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন জন্য শ্রান্ত ও ক্লান্ত, ত্রিতাপদহনে দগ্ধীভূত জীবের চিরতরে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন হইতে উদ্ধারের, সংসারে গমনাগমনের—আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের—চির-সঙ্গিনী ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনার তুষানল নির্ব্বাণের পরমোপায়,—"শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধম্।" অতএব, হে সংসার-তাপে তাপিত মানব-চিত্ত! তুমি জন্ম-জন্মান্তর সংসার-তাপে তপ্ত হইয়া, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ! এস, ভক্তি-গঙ্গাজলে স্নান করিয়া ছুটিয়া এস! তোমার বহু জন্মের কঠোর সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি, চিরসখা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত পরমৌষধ পান কর, সংসারের সকল

যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে, প্রাণ শীতল হইবে এবং জীবন জুড়াইয়া, সুখ-শান্তি-আনন্দ লাভ করিবে।'

অতএব, কলির যাহা যুগধর্ম্ম ও কলির মানবের যাহা অনায়াস-লভ্য, তাহাতে শ্রদ্ধা না করিয়া, আয়াসসাধ্য এবং যুগধর্ম্মের বহির্ভূত উপায় অবলম্বন করা বাতুলতা মাত্র। কেবলমাত্র ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে কলির কলুষিত-চিত্ত দুঃখার্ত্ত জীবের ইহলোকে দুঃখ-নিবৃত্তি এবং পরলোকে মুক্তিলাভ হইবে,—ইহার অধিক সরল শিক্ষা, আর কি হইতে পারে? কলির সংসার-তাপে তপ্ত জীবের যন্ত্রণায় যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, কলিপাবন মহাজন দেবর্ষি নারদ ও শুকদেব প্রভৃতি, জীবের প্রতি করুণা করিয়া, করুণার এই স্বচ্ছ সুশীতল অনন্ত অমৃত-নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই অমৃত পান করিয়া, মহারাজ যযাতি, চিরতরে ভবব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, এই 'সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত গণ্ডী' হইতে মুক্ত হইয়া, আমিত্বের অহঙ্কার "সোঽহং" সমুদ্রে বিলুপ্ত করিয়া, অমৃতময় রস-সাগর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর যোগিবৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দে আত্মলীন করিয়াছেন। নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রজাবৎসল মহারাজ যযাতি রাজ্যমধ্যে প্রজাগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা নিবৃত্তির নিমিত্ত দূতগণকে কহিলেন,—'হে দূতগণ! তোমরা উত্তম নগর, দেশ, দ্বীপ, এমন কি—অখিল লোকে গমনপূর্ব্বক এরূপভাবে আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত আদেশ প্রচার কর যে, যাহাতে লোক সকল ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিয়া, সাধন-পথে গমন করে। প্রজাসকল যেন অমৃতোপম ভাব, সুপুণ্য, ধ্যান, জ্ঞান, যজন, তপ, যজ্ঞ ও দান দ্বারা একমাত্র মধুসূদনের অর্চ্চনা করে। তাহারা যেন শুষ্ক বা আর্দ্র স্থাবরে, অভ্রে, ভূমিতে, চরাচর সকলে এবং স্বীয় দেহেও জীবরূপী একমাত্র মুরারি অসুরারিকে অবলোকন করে। বলিবে, সেই মুরারির উদ্দেশে দান কর, আতিথ্য কর এবং তাঁহার পূজা কর, তোমরা

অচিরাৎ দোষ-বিমুক্ত হইবে। আর, যে মানব লোভ বা মোহবশতঃ আমার আদেশ পালন না করিবে, সেই নির্ঘৃণকে নিকৃষ্ট চোরের ন্যায় শাসন করিবে।' দূতগণ, মহারাজার এতাদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে সমগ্র পৃথিবীতে প্রজামণ্ডলীর নিকট এইরূপে আদেশ প্রচার করিতে লাগিল ;—'হে বিপ্রাদি মর্ত্ত্যগণ! মহারাজা যযাতি পবিত্র নির্দ্দোষ পরিণামমধুর বৈষ্ণবধর্ম্ম-রূপ অমৃত ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন, আপনারা পান করুন। পরমার্থ-স্বরূপ, আনন্দ-রূপ, বরেণ্য, ক্লেশহর এবং সর্ব্বদোষহর শ্রীকেশব-রূপ নামামৃত, মহারাজ যযাতি এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা পান কর। খড়্গপাণি, মধুসূদন, শ্রীনিবাস, সুরেশ, এই সকল সর্ব্বদোষহর নামামৃত মহারাজ যযাতি ভূতলে আনিয়া রাখিয়াছেন, লোক সকল পান কর।

শ্রীপদ্মনাভং কমলেক্ষণং চ,
আধাররূপং জগতাং মহেশম্।
নামামৃতং দোষহরং সুরাজ্ঞা,
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥
পাপহরং ব্যাধিবিনাশরূপ—
মানন্দদং দানবদৈত্যনাশম্।
নামামৃতং দোষহরং সুরাজ্ঞা,
আনীতমস্ত্যেব পিবন্তু লোকাঃ ॥

পদ্মপুরাণ। ভূমি।৭৩

শ্রীপদ্মনাভ, কমলেক্ষণ, জগদাধার, মহেশ,—এই সকল সর্ব্ব-দোষহর নামামৃত মহারাজা পৃথিবীতে আনিয়া রাখিয়াছেন, হে জনগণ! তোমরা পান কর। পাপাপহ, ব্যাধিবিনাশরূপ, আনন্দদ, দানব-দৈত্যনাশন,—এই সকল দোষহর নামামৃত মহারাজা কর্ত্তৃক আনীত হইয়া রহিয়াছে, হে লোক সকল! তোমরা পান্ কর।

যজ্ঞাঙ্গরূপ, রথাঙ্গপাণি, পুণ্যাকর, সৌখ্য, অনন্তরূপ,—এই সকল দোষহর নামামৃত মহারাজ আনয়ন করিয়া পৃথিবীতে রাখিয়াছেন, লোকসকল! তোমরা পান কর। বিশ্বাধিবাস, বিমল, বিরাম, রামাভিধান, রমণ, মুরারি,—এই সকল নামামৃত মহারাজ পৃথিবীতে আনিয়া রাখিয়াছেন, হে লোকসকল! তোমরা পান কর। আদিত্য-রূপ, তমোবিনাশন, মতি-পঙ্কজের বন্ধনাশক,—এই সকল নামামৃত মহারাজ যযাতি কর্ত্তৃক পৃথিবীতে আনীত রহিয়াছে, লোক সকল! তাহা পান কর।' এইরূপে, দূতসকল গ্রাম, দ্বীপ, দেশ ও নগর সকলে গমন করিয়া বলিতে লাগিল,—'হে লোক সকল! তোমরা মহারাজ যযাতির আদেশে সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনা কর। হে লোক সকল! তোমরা দান, যজ্ঞ, বহু তপস্যা, ধর্ম্মা-ভিলাষ এবং সর্ব্বান্তঃকরণে মধুসূদনের ধ্যান কর; কেন না, মহারাজ যযাতির এইরূপই আদেশ।' মহারাজ যযাতির এই প্রকার ঘোষণা শ্রবণ করিয়া, ভূমণ্ডলস্থ প্রজাসকল তদবধি বিষ্ণু-পূজা, বিষ্ণুধ্যান, বিষ্ণুগুণগান, ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। বেদপ্রণীত সূক্তমন্ত্র ও সুপুণ্য অমৃতোপম স্তোত্র দ্বারা লোকসকল তদ্‌গতমানসে ব্রতোপবাস, নিয়ম ও দাননিরত হইয়া, শ্রীকেশবের পূজা করিতে লাগিল।

বিহায় দোষান্নিজকায়চিত্ত—
বাগুদ্ভবান্ প্রেমরতাঃ সমস্তাঃ।
লক্ষ্মীনিবাসং জগতাং নিবাসং,
শ্রীবাসুদেবং পরিপূজয়ন্তি॥

পদ্মপুরাণ। ভূমি।৭৪

প্রজাবর্গ, এইরূপে নাম-সাধনায় নিরত হইয়া, কায়মনোবাক্যোদ্ভব দোষ সকল পরিত্যাগকরতঃ প্রেম-নিরত হইয়া, শ্রীনিবাস, জগন্নিবাস, ভগবান্ বাসুদেবকে পূজা করিতে লাগিল। ক্ষিতি-মণ্ডলে এইরূপে

রাজাজ্ঞা বিরাজ করিতে থাকিলে, প্রজাগণ বৈষ্ণবভাব-ভাবিত হইয়া, জয়যুক্ত হইতে লাগিল। জ্ঞানিগণ তদ্ধ্যান-নিরত, তদ্ব্যবসিত ও তৎপরায়ণ হইয়া, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও তদনুকূল কর্ম্মসমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, পূজা, স্তোত্রপাঠ ও নাম-মহিমায় মানবগণ আধি-ব্যাধি-বিহীন হইয়া, চক্রীর প্রসাদে সকলে বীতশোক, পবিত্র. তপোধন, বৈষ্ণব, নীরোগ, নির্দ্দোষ, রোষ-বর্জ্জিত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত, ধন-ধান্য-সমন্বিত ও পুত্র-পৌত্রবান্ হইয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অতএব, ইহলোকে যদি সুখ-শান্তি লাভের অভিলাষ কর, তবে—"নামামৃতং দোষহরং পিবন্তু।" এইরূপে,—

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং,
প্রেম্না সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বম্।
যঃ সেবতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং,
তস্যাতুলং জল্পতু কো মহত্ত্বম্॥

যিনি আত্মহৃদ্য শ্রীকৃষ্ণনাম প্রেম-সহকারে আস্বাদন-ভঙ্গি-বৈচিত্র্য-সহ অবিরাম স্বীয় রসনায় সেবা করেন; তাঁহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—०—

নাম ও নামী অভেদ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, অনেকে কহিয়া থাকেন যে,—"সংসার-মোহনাশায় শব্দবোধো ন হি ক্ষমঃ। ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপ-বার্ত্তয়া॥" যেমন কেবলমাত্র 'জল' শব্দ উচ্চারণে, পিপাসার শান্তি হয় না কিংবা 'অগ্নি' শব্দ উচ্চারণে জিহ্বা দগ্ধ হয় না; অথবা প্রদীপের নাম করিলে, অন্ধকার নাশ পায় না; তদ্রূপ 'হরি' শব্দো-চ্চারণেও হৃদয়ে শান্তি হইতে পারে না। অতএব, হরিনামোচ্চারণেই জীবের পাপধ্বংস ও মুক্তিলাভ হইবে, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি?

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। পূঃ।২

দুর্নীতিপরায়ণ নাস্তিক্য-বুদ্ধি কূট-তার্কিক!—বিশ্বাস হইল না?—নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সুফল-লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাইলে না? বাতুল! নাস্তিকের ঐ প্রকার মতিচ্ছন্ন কথার কাহিনীতে কর্ণপাত করিও না;—নাস্তিকের কূট-তর্কের বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে অবিশ্বাস করিও না;—কূট-তার্কিকের কূট-তর্কে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নাম-সাধনকে বিসর্জ্জন দিও না। নামে বিশ্বাস কর এবং সঙ্গে সঙ্গে নাম-সাধন কর, নিজেই বুঝিতে পারিবে,—

"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" নাম ও নামী অভেদ। এই জন্য, হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষদে,—হিন্দুর পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতায় নামের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাম চিন্তামণি,—নাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; একথা যিনি ভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্ত, তিনি অবনত-মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, রসময় রসিকনাগর, রসাধার অমৃতসাগর। জান, শ্রুতি কি কহিয়াছেন?—"রসো বৈ সঃ" তিনি রসসাগর রস-স্বরূপ,—রসিক-চূড়ামণি;—তিনি রস-বিগ্রহ, অমৃত-স্বরূপ। তিনি যেমন চৈতন্য-রসবিগ্রহ, তাঁহার এই নামের দেহ অর্থাৎ "হরি"—'হ—অ—র—ই,' এই অক্ষরগুলিও সেইরূপ চৈতন্য-রসেই গঠিত ও অমৃত-রসে সিক্ত; এই নামও সেইরূপ পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্য-মুক্ত। কেন না, নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই—উভয়েই সহধর্ম্মা, উভয়েই সহকর্ম্মা, উভয়েই অভেদাত্মা, অবিচল সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ;—ইহাতে কি সংশয়ের স্থান থাকিতে পারে?—সংশয় করা কি সমীচীন? তবে এই উক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস—ভাগ্যবান্ ভক্তের সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। অমৃত-রসে ভরা ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া, আজন্ম পাপাচারী পাপিষ্ঠ অজামিল, আজন্ম চৌর্য্যবৃত্তি-সম্পন্ন পরস্বাপহারক রত্নাকর; আজন্ম পাপকারী দৈত্যেশ্বর রাবণ, কংস ও শিশুপাল প্রভৃতি নামের মহিমায় মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। অতএব, তুমি নামের প্রতি বিশ্বাস কর অথবা নাই কর, নামেই কিন্তু নামী বিদ্যমান রহিয়াছেন; যেমন দুগ্ধমধ্যে ঘৃত, পাষাণমধ্যে সুবর্ণ, পুষ্পমধ্যে গন্ধ, কাষ্ঠমধ্যে বহ্নি ও জলমধ্যে শৈত্য বিদ্যমান,—তেমনি নামের মধ্যে নামী বিদ্যমান রহিয়াছেন; সংশয় নাই।

যথা নামী বাচকেন নাম্না যোঽভিমুখো ভবেৎ।
তথা বীজাত্মকো মন্ত্রো মন্ত্রিণোঽভিমুখো ভবেৎ॥

রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ। ৪

যেরূপ কোন নামধারী ব্যক্তিকে তাহার নাম দ্বারা আহ্বান করিলে, সে ব্যক্তি আহ্বানকারীর অভিমুখী হয়, সেইরূপ জগৎ-কারণ ভগবানের সহিত অভিন্ন এই নাম-রূপ মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলেও ভগবান্ আহ্বানকারীর অর্থাৎ নাম-কীর্ত্তনকারীর অভিমুখী হন অর্থাৎ তাঁহাকে আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ ফল প্রদান করেন। যেমন নামীর অনন্ত শক্তি, তেমনি নামেরও অসীম শক্তি। নামীর যেমন অপার লীলা, অপার খেলা, অপার মহিমা, তেমনি নামেরও অপার মহিমা! একবার রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া, একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে তাঁহার নাম করিয়া, তাঁহাকে ডাক দেখি,—ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। এই নামই তাঁহার বীজমন্ত্র,—এই মন্ত্র মনে-প্রাণে এক করিয়া, ভক্তি-ভাবে জপ করিতে থাক, বুঝিতে পারিবে,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" এই নাম-রূপ বীজ-মন্ত্রের কত গুণ ও কত শক্তি, তাহা কেহই বলিতে সমর্থ নহে। কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে দ্রৌপদী ডাকিয়াছিলেন, পঞ্চমবর্ষীয় নিরুপায় শিশু ধ্রুব ডাকিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ ডাকিয়া-ছিলেন; আর, অন্ধ বিল্বমঙ্গল ডাকিয়াছিলেন; তিনিও ডাক শুনিবা-মাত্রই অবিলম্বে আসিয়া, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিশ্বাস কর, লোকে কথায় বলে,—"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলি,—এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের নিকট অম্ল বা উপাদেয় মিষ্টান্নের নাম করিলেই, জিহ্বাতে জল আসে, ইহার কারণ কিছু বুঝিয়াছ কি? তাহার নিকটে ত অম্ল দ্রব্য বা মিষ্ট পদার্থ নাই, তবে কেন তাহার জিহ্বাতে জল আসিল? এইখানেই বুঝ,—"অভিন্নত্বান্নাম-নামিনঃ।" এইরূপে ভগবানের নাম করিলে, হৃদয়ে ভক্তি আসে, শরীরে পুলক ও রোমাঞ্চ হয়; আর, যাহার না হয়, সে বানর বা বনমানুষ বিশেষ। আকৃতিতে অনেক মানুষ আছে; কিন্তু, সক-

লেই ত প্রকৃত মানুষ নয়। কেবল মানুষের আকার থাকিলেই মানুষ হয় না। মানুষের দেহ ধারণ করিয়া, মানুষের মত দুই পায়ে চলিয়া, বা মানুষের মত হাসিয়া, কথা কহিয়া বেড়াইলে যে মানুষ হয়, তাহা নহে। মানব এ সকল স্থূল লক্ষণ ছাড়া যখন একটা বিশেষ উচ্চতর উপাদানের অধিকারী হয়, তখনই সে প্রকৃত মানুষ হয়। মহর্ষি শৌনক সূতমুনিকে কহিতেছেন,—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো—
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ।২।৩

'অহো ! ভগবান্ শ্রীহরির নাম শুনিয়া, যে হৃদয়ে ভক্তিবিকার জন্মে না এবং বিকার জন্মিলেও যদি নয়নে অশ্রু এবং অঙ্গে রোমোদ্‌গম না হয়, তবে সে হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন।'

অতএব, নাম ও নামী অভেদ। সংসারের সকল দোষের মূল ভেদজ্ঞান। নাম ও নামীর ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে, কেবল পাপের বৃদ্ধি হয়। বিশ্বাস করিতে হইবে,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" নাম ও নামীর অভেদ-জ্ঞানই ভক্তিশাস্ত্রের সার ও শেষ কথা; কেবল ভক্তিশাস্ত্রের কেন, সর্ব্বশাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত; "অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" —ইহাই মানব-বুদ্ধির চরম চিন্তা—মানব-ভাষার শেষ কথা। এই সকল ভাবনার চরম চিন্তা—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" তত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাহার উদ্দেশ্য-সাফল্য ভাবিলে বা বুঝিবার চেষ্টা করিলে, অন্তরাত্মা আলোড়িত হইয়া উঠে। সুতরাং নামেই নামী অধিষ্ঠিত। এ নিত্য সম্বন্ধ নাম ও নামীর মিলনে ভাবুকের কাছে, কত সুন্দর! কিবা মনোহর ও কত মধুর!—ইহা বলিবার নয়; শুধু বুঝিবার জিনিষ। এই অভিন্ন অবিচ্ছিন্ন নিত্য যুগলে, যাহাদের চিত্ত তৃপ্ত

নয়, কেবল ভেদ-দর্শনেই যাহাদের চিত্ত লিপ্ত, তাহাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই ভাবিলে, আত্ম-বিস্মৃত হইতে হয়। যে সকল নাস্তিক্য-মতি ভাবে যে,—'নামটা শুধু কথা, কতকগুলা অক্ষর-সমষ্টি শব্দ মাত্র; আর, লীলাধারী লীলাকারী ভগবান্,—এ দুইই কি কখন এক হইতে পারে?' তাহারা, তাহা তেমনই বলুক, নামেই নামীর বিকাশ; আর, নামীতেই নামের বিলাস। এ মিলনে বিয়োগ নাই, বিরাম নাই। নাম ও অর্থের এই মিলন—এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, যাঁহারা দিব্যচক্ষুতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন ;—

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

বিষ্ণুপুরাণ।৬।৫

চিন্ময়—"রসো বৈ সঃ" রসময় রসসাগর ব্রহ্ম দুই প্রকার জানিবে ;—প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম। প্রথম শব্দব্রহ্মকে জানিলে, তবেই পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। এইরূপে জ্ঞানও দুই প্রকার ;—এক আগম ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আগম দ্বারা শব্দব্রহ্ম এবং বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানা যায়। প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেই-রূপ আগম দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, অজ্ঞানের তমো-রাশি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ,—একই মহাশক্তির অনুশাসনে পরি-চালিত। এতদুভয়ের কোনও একটির রহস্য বুঝিতে হইলে, বহি-র্জগতের রহস্য সর্ব্বাগ্রে ভেদ করিতে হইবে। বিশ্বসংসার কোন এক অনন্ত বিশাল শক্তি-স্পন্দন মাত্র এবং পরমাণু-সমষ্টি স্পন্দনাভিভূত হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, স্পন্দন-তরঙ্গ সৃজন করিতেছে। সে স্পন্দন-তরঙ্গ অনন্ত ; তবে সাধারণতঃ তাহা পাঁচ প্রকারে উপলব্ধি করা যায়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও

নাসিকা-রূপ মনুষ্যের বাহ্য যন্ত্র দ্বারাই মানুষ সে অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ণ, শব্দানুভূতির যন্ত্র,—ত্বক্‌, স্পর্শানুভূতির যন্ত্র,—চক্ষু, রূপানুভূতির যন্ত্র,—জিহ্বা, রসানুভূতির যন্ত্র এবং নাসিকা, গন্ধানুভূতির যন্ত্র-স্বরূপ। একটি ফুল দেখিলাম ; তাহাতে হইল কি ? ঐ ফুলটি হইতে নানা তরঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার একটি মাত্র তরঙ্গ বিশিষ্টভাবে চক্ষু দ্বারা মনকে স্পন্দিত করিল ; সেই স্পন্দনানুভবের নাম—দেখা। আর এক প্রকার তরঙ্গ নাসিকা দ্বারা মনকে স্পন্দিত করিল; তাহার নাম—গন্ধ। এই বর্ণ ও গন্ধ আমার মনের বিশেষ বিশেষ প্রকার অনুভূতিমাত্র ; পরন্তু, ফুলের প্রকৃতিও তাহাতে বিজড়িত। আমাকে কেহ ইট ছুড়িয়া মারিল, আমি তাহাতে বিশেষ বেদনা পাইলাম ; কিন্তু, হইল কি ? ইটের কি গুণ 'বেদনা' হইতে পারে ? তাহা কখনই নহে। সুতরাং যেমন বেদনাটি আমার মনের অনুভূতি মাত্র অর্থাৎ আণবিক প্রতিবোধ-রূপ অনুভূতি ; সেইরূপ বর্ণ ও গন্ধ আমার অনুভূতিমাত্র অর্থাৎ আণবিক প্রতিবোধ-রূপ অনুভূতি বৈ আর কিছুই নহে। সেইপ্রকার যাহারা শব্দব্রহ্মের উপাসনা না করিয়া, পরব্রহ্মে চিত্ত নিরত করেন,—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" তাঁহাদের অধিকতর ক্লেশ-ভোগই সার হয়। কেন না, শ্রুতি কহিয়াছেন,—

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ ॥

মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ।২।২২

প্রতিবিম্বিত শাখার অগ্রস্থিত ফলের রসাস্বাদের ন্যায়, অজ্ঞ ব্যক্তি অনুভূতি ব্যতীত সোঽহমমৃতরূপী কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশ চন্দ্রকোটি-সুশীতল স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিঃ-স্বরূপ ভাব-ভক্তি-রসপূর্ণ প্রেমামৃতপূর্ণ শুদ্ধ সুধাময় নিত্য-নিরঞ্জন ব্রহ্মবিষয়ে মিথ্যা আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

এই বহির্জগৎ ব্যোম-তরঙ্গে স্পন্দিত। প্রত্যেক পদার্থের অণু-পরমাণু ভেদ করিয়া, ব্যোম-শক্তি ওতপ্রোতভাবে স্পন্দিত বা প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের মনও সেইরূপ নানা তরঙ্গে স্পন্দিত হইতেছে। বহির্জগতের স্পন্দনরাশি সাধারণতঃ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের মনে বা মনোময় কোষে প্রতিঘাত হইয়া, কতকগুলি স্থায়ী তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং মনোময় দেহ পরিপুষ্টি-লাভের জন্যই, আমরা বহির্জগৎ হইতে পঞ্চভূতাত্মক তরঙ্গরাশি সংগ্রহ করিয়া, মনোময় কোষে লইয়া যাই। বহির্জগদ্বিষয়িণী চিন্তা—পঞ্চভূতাত্মক তরঙ্গরাশি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ধ্যান-ধারণাদির স্পন্দন-তরঙ্গ আমাদের মনোময় কোষে ব্যোম-শক্তির আকর্ষণে আপনা হইতে অহরহঃ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু, যাঁহার মনোময় কোষ নানা-বিষয়িণী শক্তির স্পন্দন-তরঙ্গ-রাশিকে বিশেষরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে করিতে, প্রকৃত প্রণব-স্পন্দন-রূপ শব্দব্রহ্ম—নামের স্পন্দনটি চিনিয়া লইতে পারে বা আকর্ষণ করিয়া, আর প্রত্যাখ্যান করে না; তিনিই পরমারাধ্য প্রাণের দেবতার অঙ্গপ্রসূত জ্যোতিঃরাশির স্পন্দন-তরঙ্গের অর্থাৎ সমাধির অনুভূতি বা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে সক্ষম হয়েন।

হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতৈর্যত্তু কিঞ্চিদ্বস্ত্বভিযুজ্যতে।
যচ্চ বাচামবিষয়ে তৎসর্ব্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥
ব্যক্তং স এব চাব্যক্তং স এব পুরুষোঽব্যয়ঃ।
পরমাত্মা স বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৪

হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুতরূপ স্বরভেদে যাহা উচ্চারিত হয় এবং যাহা বাক্যের অবিষয়, সে সমস্ত সেই পরমপুরুষের স্বরূপ। সেই অব্যয় মহাপুরুষই ব্যক্ত ও তিনিই অব্যক্ত এবং সেই বিশ্বাত্মা পরমেশ শ্রীহরিই বিশ্ব-রূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। তাহা

অনেক সময়ে, অনেকেই অনুভূতি করিয়া থাকেন। বহির্জগতে যেমন সমস্ত পদার্থনিচয়ের রূপ আছে, সাধন-জগতে বা অন্তর্জগতেও তেমনি সাধনার হিরণ্যজ্যোতিঃ আছে; যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই তাহা উপলব্ধি করিতেছেন বা করিবেন। জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের জ্যোতিতে যেমন পদার্থনিচয়ের রূপ জন্মায় এবং ক্রিয়া-শক্তি বিকীর্ণ করে, আমাদের মনোময় মহেশ্বরের জ্যোতিতে সেইরূপ বহির্জগতের পদার্থনিচয়ের রূপতত্ত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। চিদাকাশ বহির্জগতের আকাশের অপেক্ষা মহা-শূন্য; তথাপি উহাতে নানা ভাব-তরঙ্গ সর্ব্বদা স্পন্দিত হইতেছে। প্রণব-শক্তি সেই ভাব-তরঙ্গের আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যান ধর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছে। প্রণব-শক্তিই সাধকের গুরুদত্ত বীজমন্ত্র অথবা কৃষ্ণনাম, হরিনাম বীজমন্ত্র। গুরুই মহেশ্বরাখ্যাপ্রাপ্ত মহাদেবতা। সাধকের গুরুভক্তিই পরমেশ্বরের জ্যোতিঃবিকাশ। যেমন বাহ্যাকাশের স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষম শক্তি-তরঙ্গ বা রূপরঞ্জনা শুভ্র বা কাল; সেইরূপ আমাদের সর্ব্বভাব-প্রত্যাখ্যানকারী হৃদয়াধারস্থিত চিদাকাশ শুভ্র বা কাল। এই শুভ্রবর্ণানুভূতিক্ষম বা কালরূপানুভবসম্পন্ন মনুষ্য যথার্থ বৈষ্ণব বা শাক্ত। এ হৃদয়ে পার্থিবতার বা সাম্প্রদায়িকতার পরমাণু মাত্র নাই। এ হৃদয়ে সাকারের ভিতর নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান নিত্য বিরাজিত। নিরাকার সাধনা—কথার কথা নহে। হরিনাম এ হৃদয়ে সর্ব্বদাই নাদ-রূপে চক্রের আবর্ত্তনে নিনাদিত হইতেছে। জড় পদার্থের ভিতরই চৈতন্য-শক্তি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং জড় পরিত্যাগ করিলে, চৈতন্য-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কি? মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান করা সুলভ-সাধনা, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব, হরিনামে বিশ্বাস কর, বিশ্বাসের এক নাম—ভক্তি। বহির্জগতের বিষয়ে বিশ্বাস-স্থাপন না করিলে, সাধন-

জগতের বিশ্বাস আসে না। আহার না করিলে, অহারের অনুভূতি আসে না। হরিনাম না করিলে, চিত্তশুদ্ধি হয় না। অতএব, দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া, এক মহামন্ত্রে—হরিনামে বিশ্বাস করিয়া, সাধন-জগতে অগ্রসর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। সার্ব্বজনীন শিক্ষা—হরিনামে। বিশ্বপ্রেম হরিনাম-উৎস হইতে নির্গত হইয়া, লোক-হৃদয়ে অন্তঃসলিলা বহিতেছে। তাহার সংস্কার সাধন করিয়া, অমৃতের আস্বাদন লইবে কে?—যে হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নাম সাধনা করিতে পারিবে। তাহারই হৃদয়ে অবিশ্বাসের খর-স্রোত চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বাসের বন্যায় হৃদয় প্লাবিত হইবে। চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে যে,—

অংহঃ সংহরদখিলং,
সকৃদ্দূরাদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং,
জয়তি জগন্মঙ্গল হরের্নাম॥

চৈতন্যচরিতামৃত। অন্ত ।৩

অনন্ত অসীম আকাশমণ্ডলে জ্যোতিষ্কপথে, জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য উদিত হইবামাত্র, যেমন অনন্ত জগতের স্তূপীভূত অনন্ত অন্ধকার-সমুদ্রের অনন্ত অন্ধকাররাশি শোষণ করেন; অশেষ পাপান্ধকার-বিধ্বংসি হরিনামও তদ্রূপ একবার হৃদয়ে উদিত হইয়াই, পাপ-রূপ কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন অখিল লোকের পাপ-রূপ গাঢ় অন্ধকার সংহার করিয়া থাকেন। অতএব, পতিতপাবন ত্রিতাপহারী সর্ব্বপাপ-প্রশমনকারী ভগবান্ শ্রীহরির সর্ব্বপাপ-প্রণাশক জগন্মঙ্গল নাম সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন। সুতরাং 'হরি' এই অক্ষর-রূপ জড়পদার্থের অভ্যন্তরেই চৈতন্য-শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন, বুঝিতে হইবে; নতুবা কয়েকটি অক্ষর-সমষ্টির এরূপ সর্ব্বপাপ নাশের অসীম

ক্ষমতা থাকিতে পারে না। এই অক্ষর-সমষ্টির গুণ বা শক্তির পরিচয় লইতে হইলে, মনে-প্রাণে এক করিয়া, অহর্নিশ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়, তবেই অক্ষর-সমষ্টির গুণ ও শক্তি বুঝিতে ও জানিতে পারিবে। যেরূপ অগ্নিতে হাত না দিলে, অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে কি না, জানিতে পারা যায় না; তদ্রূপ হরিনাম কীর্ত্তন না করিলে, তাহার শক্তির অনুভব করা যায় না। তোমার ধারণা এই যে,—

সংসারমোহনাশায় শব্দবোধো ন হি ক্ষমঃ।
ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবার্ত্তয়া॥

গরুড়পুরাণ। উত্তরঃ।৪৫

কেবলমাত্র মুখে হরিনাম করিলে, মলিন চিত্তের শুদ্ধি-সাধন হইতে পারে না; হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা,—'হৃ' ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয় করিয়া,—'হরি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং 'হরি' শব্দের অর্থ 'হরণ', এইরূপ শব্দার্থ বোধ হইলে, সংসারমোহ অর্থাৎ অজ্ঞান-তিমির নাশ হয় না, যেরূপ প্রদীপের অন্ধকাররাশি নাশ করিবার শক্তি বা ক্ষমতা থাকিলেও, তাহার নাম করিলে, অন্ধকারের নাশ হয় না; তদ্রূপ, কেবল 'হরি—হরি' বলিলে বা শব্দার্থ বোধ থাকিলে, জীবের অজ্ঞান নাশ হয় না, এ কথা সত্য; কিন্তু, হরিনামের অভ্যন্তরে এমন শক্তি নিহিত আছে যে, তাহা উচ্চারণ করিলেই, মনে একটা ভয়ভাব বা ভক্তিভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। যেরূপ সাক্ষাৎ কৃতান্ত-স্বরূপ ব্যাঘ্র ও বিষধর সর্পের নাম শুনিলে, হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং শরীরের রোম-কণ্টকিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভগবানের নামের এমন মহিমা যে, নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই মনে একটা কেমন উচ্চভাব, আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। সেই ভাবে বিভোর হইয়া, নাম করিতে থাকিলে, কালে নামের মহিমায়, মানবের মলিন চিত্ত নির্ম্মল হয়। প্রজ্বলিত দীপের অন্ধকার নাশ করি-

ষার শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, যেরূপ অন্ধকারে বসিয়া, দীপের নামোচ্চারণে, অন্ধকার নাশ পায় না, এ কথা সত্য ; তদ্রূপ ভগবানের প্রতি ভক্তি না থাকিলেও, কেবলমাত্র মুখে 'হরি—হরি' বারংবার উচ্চারণ করিলে, মানবের মলিন চিত্ত নির্ম্মল হয়, একথাও সত্য। যেমন কোন বিষাক্ত দ্রব্য অজ্ঞাতসারে খাইলেও, তাহার বিযাক্ত ক্রিয়া, সে নিশ্চয়ই প্রকাশ করিবে, তদ্রূপ নামের মাহাত্ম্য না জানিয়াও, যদি কেহ হরিনাম উচ্চারণ করে, হরিনাম তাঁহার নিজগুণ প্রকাশ করিয়া, হৃদয়ের স্তূপীকৃত সঞ্জীভূত পাপরাশি ধ্বংস করিয়া, চিত্ত নির্ম্মল, এমন কি, অন্তিমে মুক্তিও প্রদান করিয়া থাকেন। হরিনামের এমন শক্তি আছে যে, উচ্চারণ করিবামাত্রই চিত্ত নির্ম্মল ও হৃদয় পবিত্র হয় ; ইহাতে সংশয় নাই। কেন না, শাস্ত্র কহিয়াছেন,—

হরি হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকম্ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

হরিনাম অক্ষর-সমষ্টি এক শব্দ বটে ; কিন্তু, এই বর্ণ-সমষ্টি শব্দকে জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তবৃন্দ ও বিদ্বদ্বৃন্দ পদার্থমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে পদার্থ সাতটি ;—"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥" দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব,—এই সপ্তপদার্থ ঐ গুণেরই অন্তর্গত ; সুতরাং উহাও পদার্থ বা বস্তু। আবার, শব্দের যে অসাধারণ শক্তি আছে, তাহাও তাঁহারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কতকগুলি সাধারণ স্থূল উদাহরণের অনুসরণ করিয়া দেখ,—কাকের 'কা—কা' শব্দ শুনিলে, কাণ জ্বলিয়া যায় ; কিন্তু আবার, কোকিলের কোমল কাকলী—'কুহু—কুহু' শব্দে প্রাণ আনন্দের উৎসে মাতিয়া

উঠে। ঢাকের 'চড়—চড়' শব্দ যেন উল্কা বৃষ্টি করে; কিন্তু, বীণার 'কন—কন' শব্দে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। ভ্রমরের 'গুণ—গুণ' শব্দে বিরহীর মন উদাস হয়। মেঘের 'গুড়—গুড়' শব্দে ময়ূরের হৃদয়ে উল্লাস জন্মে; কিন্তু আবার, বজ্রের 'কড়—কড়' শব্দে প্রাণ নিদান-চমকে চমকিয়া উঠে। সুতরাং শব্দ-বিশেষেরও শক্তি-বিশেষ আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ অক্ষরেরও শক্তি আছে। 'অ' অবধি 'ক্ষ' পর্য্যন্ত যে দ্বিপঞ্চাশৎটি মাতৃকাবর্ণ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই অসীম শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ হইলেও, প্রত্যেকটিতে এক একটি শক্তি আছে, যাঁহারা যোগাভ্যাস বা মন্ত্রজপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। শাস্ত্রবিহিত নিয়মে 'য' এই বর্ণটি গুরূপদেশে যথাযথভাবে জপ ও চিন্তন করিলে, বায়ুর আবির্ভাব হয়; তথা 'র' এই বর্ণটিকে জপ ও চিন্তন করিলে, অগ্নির আবির্ভাব হয়; তদ্রূপ, 'ব' এই বর্ণটি জপ ও চিন্তন করিলে, জলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্য, যোগ-শাস্ত্রে 'য' বর্ণকে বায়ুবীজ ও 'র' বর্ণকে অগ্নি বীজ এবং 'ব' বর্ণকে বরুণবীজ বলা হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক বর্ণ স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া, এক একটি অসাধারণ শক্তি ধারণ করে। তাহা সাধারণতঃ গারুড়ি মন্ত্রাদিতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সেই প্রকার 'হরি' এই শব্দটির মধ্যে চারিটি বর্ণ আছে,—'হ, অ, র, ই;' ইহাদের প্রত্যেকটির এক একটি শক্তি যাহা, তাহা ত আছেই, তাহা ছাড়া যখন এই চারিটি একত্র সম্মিলিত হইয়া, বর্ণ-সমষ্টি-রূপে শব্দে পরিণত হয়, তখন যে ইহা অসাধারণ অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় অত্যাশ্চর্য্যময়ী শক্তি ধারণ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? দেখ রোগনাশক ঔষধ বনজাত জড়ী-বুটী প্রভৃতির প্রত্যেকটির এক একটি গুণ আছে, কাহারও গুণ কফনাশক কাহারও গুণ পিত্তনাশক, কাহারও গুণ বায়ুনাশক। ত্রিদোষ-

জনিত রোগে আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা করিতে হইলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক, যুক্তি দ্বারা ঐ সকল গুণসম্পন্ন ঔষধির একটিমাত্র প্রয়োগ করিলে, ফল পাইবেন না; তিনটি একত্র করিয়া প্রয়োগ করিলে, সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাইবেন। সুতরাং ব্যষ্টির ও সমষ্টির গুণ বিচার করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টিই শক্তিমান্ হয়। এক একটি শক্তিশালী অক্ষর ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে পরিণত হইলে, অসীম শক্তিসম্পন্ন হইয়া, অসাধারণ কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অক্ষর-সমষ্টি 'হরি' শব্দে এমন এক অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি নিহিত আছে যে, মানব নিরন্তর উহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, তাহার হৃদয়ে—"যদি শৈলসমং পাপং বিস্তীর্ণং বহুযোজনম্" থাকে, তাহা অবিলম্বে ক্ষয় পাইয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে যে,—"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ॥ ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতম্॥" যিনি রুদ্র-রূপে সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, উদ্দাম-তাণ্ডব নৃত্য-সহকারে অবলীলাক্রমে অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের নাশ করেন এবং শাম্য সৌম্য সত্ত্বগুণময় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যিনি স্বকীয় ভক্তের "অনেকজন্মার্জ্জিতপাপচৌরম্" অনেক জন্মার্জ্জিত স্তূপীকৃত পাপরাশিকে হরণ করিয়া থাকেন; তিনিই 'হরি'নামে অভি-হিত। তিনি ভক্তগণের স্তূপীভূত পাপরাশিকে হরণ করিয়া থাকেন বলিয়া, তিনি 'হরি' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। অতএব, 'হরি' এই নামের অভ্যন্তরে ভগবান্ শ্রীহরির অসীম হরণ-শক্তি নিহিত রহিয়াছে, অহর্নিশ চিন্তন ও কীর্ত্তন করিলে, তদন্তর্ভূত শক্তি নিশ্চয়ই প্রকট হইবেন; সংশয় নাই। ইচ্ছাতেই হউক্ কিংবা অনিচ্ছাতেই হউক্, অগ্নিকে স্পর্শ করিলে, অগ্নি যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্ত অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া, হরিনাম চিন্তন ও কীর্ত্তন করিলেও, ত্রিতাপহারী অঘমর্ষণকারী ভগবান্ শ্রীহরি, তাহার হৃদয়স্থ পাপরাশি

হরণ করিয়া থাকেন। গোলোক-নিবাসী বিষ্ণুদূতগণ গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিতেছেন,—

" অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥
যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥ "

শ্রীমদ্ভাগবত।৬।২

'অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠরাশি নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীহরির যে অঘনাশক নাম, তাহা জ্ঞানতঃই হউক্ অথবা অজ্ঞানতঃই হউক, উচ্চারণ করিলে, মানবের পাপরাশি নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত,—অতিশয় বীর্য্যশালী ঔষধ যেমন অশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞানাবস্থায় সেবন করিলেও, উহা রোগের আরোগ্যবিধান-রূপ নিজগুণ ও নিজশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে; সেইরূপ হরিনাম-রূপ মহামন্ত্র অশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞানে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলেও, পাপরাশিক্ষয়-রূপ নিজগুণ ও নিজশক্তি প্রকাশ করিবেই করিবে।' ইহা তোমার আমার বা অন্য সাধারণের কেবল কপোল-কল্পিত কথা নহে; ইহা যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণসিদ্ধ সত্যবাক্য। এখানে একটি লৌকিক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে, আমরা হরিনামের অসীম শক্তির পরিচয় পাইতে পারিব; মনে কর, কোন দুঃসাধ্য রোগাক্রান্ত রোগী, মুমূর্ষু অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—সে সময় সুচিকিৎসক আসিয়া, তাহাকে বীর্য্যশালী ঔষধ খাইতে দিতে অভি-ভাবককে আদেশ করিলেন। অভিভাবকেরা তাহাকে কোন্ প্রকারে ঔষধ খাওয়াইল; কিন্তু, রোগী নিজে অচেতন, অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে তখন ঔষধ খাইল কিনা, নিজে কিছু জানিতে পারিল না,—অজ্ঞান অবস্থাতেই ঔষধ খাইল বটে; তদবস্থায় ঔষধ উদরে গিয়া, তাহার নিজশক্তি ও নিজগুণ প্রকাশ করিতে ছাড়িল না,—ঔষধ

খাইবার কিছুক্ষণ পরে, তাহার বিকারের ঘোর কাটিয়া গেল; সে তখন নিজেই হয়ত উঠিয়া বসিল এবং কথা কহিতে লাগিল। অজ্ঞান অবস্থায় ঔষধ খাইলে, ঔষধ তাহার নিজগুণ, নিজশক্তি প্রকাশ করিতে ছাড়িবে কেন?—আর, জ্ঞানতঃ তোমার পেটের ভিতরে কৃমি জন্মিয়াছে,—তুমি তাহাতে অতীব কষ্ট পাইতেছ; তাহা তুমি জানিয়াও, তাহার কিছু প্রতিকার করিতে পারিতেছ না,—কৃমির যন্ত্রণায় বহুকাল ভুগিয়া, অবশেষে সুচিকিৎসকের নিকট গিয়া কহিলে; তখন চিকিৎসক তোমার উদর পরীক্ষা করিয়া, কৃমিনাশক ঔষধ খাইতে দিলেন। তুমি তাহা শ্রদ্ধা-সহকারে সেবন করিয়া, রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা গেলে, প্রত্যূষে মলত্যাগকালে দেখিতে পাইলে যে, পেটের কৃমিটি মরিয়া বাহির হইয়াছে। তখন তোমার আর আনন্দের সীমা রহিল না, চিরদিনের জন্য যন্ত্রণারও লাঘব হইল। সুতরাং যাহারা নামকে শুধু কথা ভাবে, তাহাদের নিরয়-গমন অবশ্যম্ভাবী; সংশয় নাই। কলিপাবন মহাজন কহিয়াছেন,—"যেই নাম, সেই নামী, নাহিক অন্যথা। মূঢ়জনে ভাবে মনে, নাম শুধু কথা॥" এই নানাজীব-সঙ্কুল জীব-জগতে, এমন একটিও শব্দ নাই, যাহা নিগুর্ণ হইতে পারে; কিছু না কিছু তাহাতে গুণ অবশ্যই রহিয়াছে। শিবপুরাণে উক্ত আছে যে,—

নাস্তি কশ্চিদশব্দোঽর্থো নাপি শব্দো নিরর্থকঃ।
জ্ঞাতে হি সময়ে শব্দঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বার্থবোধকঃ॥
প্রকৃতেঃ পরিণামোঽয়ং দ্বিধা শব্দার্থভাবিতঃ।
তামাহুঃ প্রকৃতিং ভূতিং শিবয়োঃ পরমাত্মনোঃ॥

শিবপুরাণ। বায়বীয়।২৫

এই পদার্থ-সমন্বিত জীব-জগতে, এমন একটি অর্থ নাই, যাহার বাচক শব্দ নাই এবং এমন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা কোন না কোন প্রকার অর্থের বোধ হয় না। সঙ্কেত-অনুসারেই শব্দ-সমূহ সর্ব্বপ্রকার

অর্থের বোধক হয়। শব্দ ও অর্থ,—এই দুই প্রকারেই প্রকৃতির পরিণাম নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই প্রকৃতিকে মঙ্গলময় পরমাত্মা ও মঙ্গলময়ী ঐশীশক্তির বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তন করে। শব্দ-স্বরূপা বিভূতি, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তিন প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়। যথা—স্থূলা, সূক্ষ্মা এবং পরা অর্থাৎ তদ্ভিন্না। তাহার মধ্যে যাহা কর্ণগোচর হয়, তাহার নাম স্থূলা; চিন্তাময় শব্দের নাম সূক্ষ্মা এবং চিন্তাশূন্য শব্দের নাম পরা-বিভূতি। এই পরাই ভগবত্তত্ত্বা-শ্রিত ক্রিয়া-শক্তিরূপা। জ্ঞান-শক্তির সংযোগে এবং ঈশ্বরেচ্ছা-সহকারে পূর্ব্বোক্ত শক্তি সকল একত্র হইয়া, শক্তিতত্ত্ব নামে খ্যাত হয়। ঐ শক্তিতত্ত্বই সমুদয় কার্য্যের মূল প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। তিনিই সাধ্বী কুণ্ডলিনী, মায়া, বিশুদ্ধ-কর্ম্মমার্গ-স্বরূপা; তিনিই বিভূতি-রূপা হইয়া, ছয় প্রকার অধ্ব-রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাহার মধ্যে শব্দ তিন প্রকার অধ্ব-রূপে এবং অর্থ তিন প্রকার অধ্ব-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ ছয় প্রকার অধ্ব যে, সকল পুরুষেরই চিত্তশুদ্ধি অনুসারে লয় এবং ভোগের অধিকারের নিমিত্ত সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন্ত্রাধ্ব, পদাধ্ব এবং বর্ণাধ্ব,—এই তিনটি শব্দাধ্বের অন্তর্গত; আর, ভুবনাধ্ব অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন অর্থাৎ,—সপ্তসর্গ ও সপ্ত পাতাল অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য,—এই সপ্তস্বর্গ; আর, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল,—এই সপ্ত পাতাল, উভয়ে চতুর্দ্দশ ভুবন; তত্ত্বাধ্ব অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়,—এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব এবং কালাধ্ব অর্থাৎ উপরম, বিরতি, অপরতি, উপরতি ও আরতি,—এই পাঁচটি;—এই তিন প্রকার অধ্ব অর্থাধ্বের অন্ত-র্গত। এই ছয় প্রকার অধ্বেরই পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা আছে। মন্ত্র সকল বাক্য-স্বরূপ; সুতরাং পদ দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ করণপদ-

সমূহের নামই বাক্য। পদ-সমূহ বর্ণ দ্বারা ব্যাপ্ত ; কারণ, পণ্ডিতগণ বর্ণসমূহকে পদ বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ণ সকল আবার চতুর্দ্দশ ভুবন দ্বারা ব্যাপ্ত ; কারণ, ভুবন মধ্যেই বর্ণ সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব, যুক্তি-সহকারে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা অগ্রে এই বর্ণ সকলের অর্থ ও শক্তি হৃদয়ঙ্গম কর, সকলই বুঝিতে পারিবে এবং তাহাতে হৃদয়ের সংশয়রাশি নিরাকৃত হইবে। যাবৎ না বর্ণসকলের শক্তি ও অর্থ বুঝিতে পারিবে, তাবৎকাল তোমার হৃদয়-সাগরে সংশয়-তরঙ্গের লহরী খেলিতে থাকিবে এবং তুমি সংশয়-সাগরালোড়িত অশান্তি-বিক্ষোভিত হৃদয়ে জীবনাতিপাত করিবে ও বৃথা জন্ম কাটাইবে। তাই বলি—আগে বর্ণের শক্তি ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নবান্ হও। শ্রুতি কহিয়াছেন,—

ব্রহ্মাদীনাং বাচকোঽয়ং মন্ত্রোঽস্বর্থাদিসংজ্ঞকঃ।
জপ্তব্যো মন্ত্রিণা নৈবং বিনা দেবঃ প্রসীদতি॥
ক্রিয়া কর্ম্মেতিকর্ত্তৃণামর্থং মন্ত্রো বদত্যথ।
মননাত্রাণনান্মন্ত্রঃ সর্ব্ববাচ্যস্ত বাচকঃ॥

শ্রীরামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ।

যতপ্রকার বর্ণসমষ্টি মন্ত্র আছে, সকলই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—কালী-তারা-মহাবিদ্যা,—রাম-কৃষ্ণ-বামন,—মীন-কূর্ম্ম-বরাহ,— নৃসিংহ-পরশুরাম-বুদ্ধ প্রভৃতি তেত্রিশকোটি দেবতার বাচক। যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার মন্ত্র গুরুর নিকট হইতে অর্থের সহিত গ্রহণ করিয়া, একমনে একধ্যানে জপ করিবেন ; কেন না, শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রাদ্বিনির্গতঃ" শ্রীগুরুর মুখারবিন্দ-বিনির্গত মন্ত্রই বীর্য্যবতী হয়, নতুবা নহে। মন্ত্রের অর্থ সহ মন্ত্র জপ করিতেই শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন ; কেন না, অর্থ স্মরণপূর্ব্বক জপ না করিলে, ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হন না। মন্ত্রের ক্রিয়া, কর্ম্ম ও কর্ত্তা প্রভৃতি সুচারুরূপে গুরুদেবের নিকট জানিয়া

লইয়া, যাহাতে মন্ত্র ক্রিয়া, কর্ম্ম ও কর্ত্তার অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ গুণসকল মায়া-কল্পিত বলিয়া, ধ্যানাদি ক্রিয়া বা ক্ষম-নিধনাদি কর্ম্ম প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব, বস্তুতঃ দেবতাদিগের নাই। তাঁহাদের রূপ মায়িক; কেন না, মন্ত্র ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়। মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেই সাধক, তাহা নিজেই বুঝিতে পারেন যে, 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ "মননাৎ ত্রায়তে" অর্থাৎ মনন হইতে ত্রাণ করে যে, তাহাকে মন্ত্র বলে; সুতরাং 'মনন' অর্থাৎ চিন্তন, 'ত্রাণ' অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ অথবা ভগবৎ-স্বরূপ সম্যক্-রূপে উপলব্ধি-রূপ মোক্ষ প্রদান করে যে, তাহাই মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মন্ত্রই ব্রহ্মাদি তেত্রিশকোটি দেবতার বাচ্য; আর, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের বাচক অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম, মর-অমর সর্ব্বপদার্থেই চিন্ময় ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান আছেন, তাহা সম্যক্-রূপে প্রকাশক। সুতরাং চিন্ময় ব্রহ্মই ব্রহ্মাদি তেত্রিশকোটি দেবতা ও স্থাবর-জঙ্গম, মর-অমর সর্ব্ব পদার্থের বাচ্য অর্থাৎ প্রতিপাদ্য এবং দেবতার মন্ত্রসকল ব্রহ্মবাচক প্রণবের ন্যায়, উহার বাচক অর্থাৎ প্রকাশক। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন,—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

পাতঞ্জল দর্শন। সমাধি।২৭

'ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাকাদি-রহিত, ষড়ূর্ম্মি, ষড়্ভাব-বর্জ্জিত, জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিহীন চিন্ময় ব্রহ্মের বোধক শব্দই প্রণব। সুতরাং প্রণবকেই চিন্ময় ব্রহ্মের প্রতিরূপ শব্দ বলিয়া বুঝিতে হইবে; ব্রহ্ম নিরাকার, নিরাকার বস্তু সহজে বোধগম্য নহে; সেই নিরাকার ব্রহ্মকে বোধগম্য করিবার জন্য শ্রুতি তাঁহার প্রতিরূপ শব্দরূপে প্রণবকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—"বেদাঃ প্রমাণং সর্ব্বত্র সাকারেষু পৃথক্ পৃথক্। নিরাকারঞ্চ যত্ত্বেকং তত্ত্বেভ্যঃ পরমং মতম্॥" অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সাকার মূর্ত্তি সকলের বিষয়ে বেদ সকলই প্রমাণ; আর, যাহা "অবাঙ্মনসোগোচরম্"

এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, নিরাকার, তাহা সর্ব্বতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপিত ; সেই সর্ব্বতত্ত্বাতীত অদ্বিতীয় নিরঞ্জন চিন্ময় ব্রহ্মের উপলব্ধি করিবার প্রথম প্রণবই সোপান-স্বরূপ ; প্রণব ব্রহ্মের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা প্রতিরূপ শব্দ। যেমন বিষাণ-পুচ্ছাদিযুক্ত পশুবিশেষের সহিত 'গো' এই শব্দের সঙ্কেত বা সম্বন্ধ, চিন্ময় ব্রহ্মের সহিত প্রণবেরও সেইরূপ সঙ্কেত বা সম্বন্ধ। পশু-বিশেষের প্রতি 'গো' শব্দের সঙ্কেত থাকা, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন ; তাঁহাদের নিকট 'গো' শব্দ উচ্চারণ করিলে, যেমন তাঁহাদিগের হৃদয়ে, সেই গল-কম্বল-বিশিষ্ট বিষাণ-পুচ্ছাদি-যুক্ত পশুবিশেষের আকার উদিত হয়, তেমনি প্রণব বা মন্ত্রাক্ষর বলিলেও, সঙ্কেতজ্ঞ সাধকের হৃদয়ে ভগবদ্ভাব উদিত হয়। উপাস্যের উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত ভগবানের সহিত প্রণব বা মন্ত্রাক্ষর সকলের সঙ্কেত বন্ধন করা হইয়াছে ; তাহা অধুনা নহে, অনাদিকাল হইতে অনাদি অনন্ত ভগবানের সহিত প্রণব ও মন্ত্রাক্ষর সকলের অনাদি অনন্ত সম্বন্ধ স্থির রহিয়াছে। অনাদি কাল হইতেই, অনন্ত সাধক প্রণব ও মন্ত্রাক্ষর সকলকে ভগবান্ বলিয়া জানেন এবং মানেন।[১] অতএব, নিরাকার নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ভাবময় ভগবানের সাক্ষাৎকার করিতে চাহিলে,—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

পাতঞ্জল দর্শন। সমাধি।২৮

সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা প্রতিরূপ শব্দ, সেই প্রণব বা মন্ত্রাক্ষর সকলের অর্থ চিন্তনপূর্ব্বক. মনে-প্রাণে এক করিয়া, নির্লিপ্তচিত্ত হইয়া, ভক্তি-সহকারে একাগ্রতার সহিত, সেই প্রণব বা মন্ত্র জপ করিতে হইবে। জপ করিতে করিতে, যখন তদ্ভাবে বিভোর হইয়া, সাধক নিজসত্তা ভগবৎ-সত্তায় মিলাইয়া দিবেন, তখনই সাধক তন্ময় হইয়া, তাঁহাতেই অবস্থিত হইতে পারিবেন। যিনি যে পরিমাণে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব পরিহারপূর্ব্বক, তাঁহার সত্তায় নিজেকে

ডুবাইয়া দিতে পারিবেন; তিনি সাধন-রাজ্যে সেই পরিমাণে উন্নত ও তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন। মানুষ দেবতার উপাসনা করে কেন? তাহার একমাত্র মুখ্য প্রয়োজন,—সুখ-শান্তির সঙ্গে চিত্ত-বিস্তৃতির সাধন। কাম-ক্রোধাদি হীনবৃত্তিগুলিকে সংযমিত করিয়া, আত্মার পবিত্রভাবকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই সাধন-জগতের সৃষ্টি। সাধক যখন এইরূপ সাধন দ্বারা 'সাধ্য'কে ধরিয়া ফেলেন, তখনই তিনি নির্ভয় হইয়া যান। তখন, তাঁহার বহু-জন্মার্জ্জিত হৃদয়ের আবিলতা-মলিনতা প্রভৃতি বজ্রলেপ সম দোষ-কালিমা প্রক্ষালিত হইয়া যায়;—সাধক তখনই চিচ্ছত্তার স্বরূপাবস্থা উপলব্ধি করিয়া, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। অতএব, হরিনাম শুধু কথা, শব্দমাত্র বা অক্ষর-সমষ্টি নহে; ইহাতে নিজের সত্তা মিলাইয়া, মনে-প্রাণে এক করিয়া, নাম চিন্তন করিতে করিতে, ভক্তি-ভাবে বিভোর হইয়া, প্রেমের অমৃত-উৎসে হৃদয় মাতাইয়া, জপ বা কীর্ত্তন করিতে থাক,—বুঝিতে পারিবে, এই অক্ষর-সমষ্টি শব্দমাত্র হরিনামের ভিতরে কি অসীম প্রাণানন্দকর অনির্ব্বচনীয় শক্তি নিহিত আছে! এই হরিনামের অনন্ত গুণ ও অসীম শক্তি বুঝিয়াছিলেন,—একমাত্র নবদ্বীপচন্দ্র প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি হরি-নাম জপ করিতে করিতে, উন্মাদের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, উদ্ভ্রান্তভাবে নাচিতে নাচিতে, তন্ময় হইয়া, বলিয়াছিলেন,—

"তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিনু বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইনু আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলে গোসাঞি কিবা তার ফল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য-হেতু লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া, হরিনামামৃত-পানে বিভোর হইয়া, অহর্নিশ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং পাপী তাপী রোগী-শোকীকে সহজে ভব-সাগর তরিবার উপায় দেখাইয়া কহিতেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" কলির মানব! যদি ভব-সাগর তরিতে চাও, তবে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং জাত্যাদির অভিমান-শূন্য হইয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া, তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া, সর্ব্বদা হরিনাম কর; অনায়াসেই ভব-পারাবার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।' বাস্তবিক, কলিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এমন সহজ উপায়—এমম পবিত্র ভাব—এমন পাপী-তাপী রোগী-শোকী সর্ব্বজীবের ভব-সাগর তরিবার সমান উপায় অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। জ্ঞানগুরু প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই পাপী-তাপী মানবের মুক্তির জন্য অতি সরল অতি সহজ গতি-মুক্তির অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মুগ্ধ মানব! যদি ইহলোকে জীবিতকালে এবং অন্তিমে পরকালে সুখ-শান্তি চাও, তবে প্রাণ ভরিয়া, নামামৃত পান কর,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হও; ইহ-পর-কালের পথ প্রশস্ত কর। এই হরিনাম সকল নামের সেরা, এমন সুন্দর প্রীতিকর নাম আর দ্বিতীয় নাই। এ নামের এমনই গুণ, এমনই শক্তি যে,—"পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেইজন করে। জরাসন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে॥" হায় হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে, এমন নাম উচ্চারণ করিতেও, অবহেলা করি! সংসারে মজিয়া, সংসার-চিন্তায় চিত্তকে ব্যাপৃত করিয়া রাখি; মুহূর্ত্তের জন্যও ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরি শ্রীহরিকে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেও চেষ্টা করি না! মোহান্ধ মানব! একবার সংসার-চিন্তার অবসর ভুলিয়া, জড়-জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারণ করিয়া দেখ,—একবার প্রাণ ভরিয়া,

কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" এই হরিনামের এমনই গুণ যে, হেলা করিয়াও, যদি এই নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহাতেও জীবের উদ্ধার হয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! তথাপি মূঢ় অজ্ঞ অন্ধ জীব,—"মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে। কৃষ্ণনাম বলে হেলা নামাভাস তাতে॥" 'হরিনাম—কৃষ্ণনাম' ভক্তি-তেই বল; আর, অভক্তিতেই বল কিংবা হেলা করিয়াই বল অথবা শ্রদ্ধা-সহকারেই বল বা অশুদ্ধভাবে 'হড়ি—হড়ি' ই উচ্চারণ কর, নামের গুণে—নামের মাহাত্ম্যে—নামের শক্তিতে তুমি অনায়াসেই ভব-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেই পাইবে; সংশয় নাই। এই নামের এত শক্তি আছে যে, মায়াবদ্ধ, সংসারাসক্ত, পাপ-তাপে জর্জ্জরিত মোহ-পঙ্কে নিমগ্ন জীবের অবশ রসনা বিরস-বাসনা পরিহার করিয়া, যদি একবার ভক্তিভরে এ নাম উচ্চারণ করিতে পারে, তবে আর তাহাকে ভব-পারের ভাবনা ভাবিতে হয় না; কলিপাবন মহাজন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব তখন আপনি আসিয়া, আপনার লোক করিয়া, নাম-কীর্ত্তনে নিরত ভক্তকে কোলে তুলিয়া লইয়া, ভব-পারা-বার পার করিয়া দেন। তাই বলি,—মোহমুগ্ধ মানব! সংসার-চিন্তার অবসর ভুলিয়া, একবার অন্তিমের ভাবনা ভাবিয়া লও,—ভবপারের কর্ণধারকে ডাকিয়া লও!—যাহাতে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন বৃথায় পর্য্যবসিত না হয়,—অসার আয়ুঃ বৃথা ক্ষয়িত না হয়, তাহারই জন্য ভক্তিভরে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কর; অনায়াসে ভব-পার হইয়া, শান্তি-ধামে উপনীত হইতে পারিবে। অতএব, অহর্নিশ গাও হরিনাম, জপ হরিনাম, নিরন্তর কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে ডাক 'হরি—হরি' বলিয়া, নামেই তোমার সকল প্রকার দুঃখ যাইবে, নামেই সকল প্রকার সুখ পাইবে; কেন না, নামের ভিতরেই সুধা আছে। নাম-সুধা অবিরাম পান করিলে, ভব-ক্ষুধা চিরতরে মিটিয়া যাইবে। ক্ষুধাতুর মানব! তুমি ভবক্ষুধানলে সদা দগ্ধ হইতেছ; সুতরাং ভক্তিগঙ্গা-

জলে স্নান করিয়া, নাম-সুধা একবার পান কর, সকল তাপ-জ্বালা ভুলিয়া যাইবে; তোমার তপ্ত জীবন জুড়াইবে। অতএব, প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিবে, তাহা হইলে আর তোমার কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না,—এ নামের গৌরবে, এ নামের প্রভাবে, এ নামের বিভবে আজীবনকাল সুখে থাকিয়া, সুখী হইতে পারিবে। সুতরাং হরিনাম-কীর্ত্তনের জয়-দুন্দুভি একেবারে মিথ্যা নয়,—একেবারে শূন্য নয়। ইহা শব্দমাত্র হইলেও, এই শব্দের এমন সঞ্জীবনী শক্তি আছে যে,—"হরিনামের গুণে গহন বনে, মৃত তরু সঞ্চারে।" এ নামের এমন সঞ্জীবনী শক্তি যে, যাহাতে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রী উত্তেজিত হয়,—হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হয়,—আলস্যের অবসাদ অন্তর্হিত হয়,—মোহের মহিমা অপসারিত হয়,—মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়,—আসক্তির সূত্র ছিন্ন হয়,—নিদ্রার ঘোর কাটিয়া যায়,—প্রাণের আবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠে। তাই বলি—কলির দুর্ব্বল শক্তিহীন মানব! এই ঘোর কলিকালে, যোগ-যাগ-বলে কদাপি শান্তিধামে পৌঁছিতে পারিবে না,—একমাত্র হরিনামই সুখ ও মোক্ষধাম, অহর্নিশ জপ ও কীর্ত্তন কর, পাপ-তাপ যাহা কিছু ভব-ব্যাধি সকলই নাশ পাইবে। নাম কীর্ত্তন করিলেই, জীবের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, নাম-কীর্ত্তনেই জীব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, নাম-কীর্ত্তনেই দুর্জ্জয় রিপু বশীভূত হয়। কেন না, নাম ব্রহ্মময়, নাম জপ বা কীর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারিবে; এমন কি, কেবলমাত্র নাম জপ বা কীর্ত্তন করিলে, নামবলে চিত্তের বিকার দূরে যাইবে, নির্ব্বিকার হইতে পারিবে। নামামৃত পান করিলে, জীব অমৃত হইয়া যায় অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করে। কারণ, নামের ভিতর সর্ব্বশক্তি, নামের ভিতর গতি-মুক্তি, নামের ভিতর প্রেম-ভক্তি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত আছে। যদি ভাগ্যবশে

জীবের নামে রতি জন্মে, তবে ভগবানের প্রতি প্রীতি হয়, তখন জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যায়। অতএব, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, প্রেমে হৃদয় মাতাইয়া, প্রেম-ভরে নাম-সিন্ধুজলে ডুবিয়া যাও,—নাম-সিন্ধুনীরে ডুবিলে, রস-সাগর ভগবানে ডুবিয়া, তাঁহাতে মিশিয়া যাইবে। সেই প্রাণধনকে—সেই সাধনার ধনকে পাইয়া, ভাবময় হইয়া, অমৃত-সাগরে অহর্নিশ মজিয়া রহিবে। তবে আর কেন, মানব! মায়াময় সংসারে মজিয়া, বৃথা কালক্ষয় কর? এক্ষণে এই মায়াময় সংসার ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, অহর্নিশ মনে-প্রাণে এক করিয়া বল, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" এই নাম কীর্ত্তন করিলে, অন্তিমে সেই রসময়কে প্রাপ্ত হইয়া, রসময় হইয়া, রস-সাগরে ডুবিয়া যাইবে। কলিপাবন মহাজন প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কহিয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মাস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

চৈতন্যচরিতামৃত। অন্ত।২০

'ভব-তাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঘহারী পবিত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, কাম-ক্রোধাদি মলদোষে অতিশয় মলিন চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয় অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া, অতিশয় পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, এমন কি—কাম-ক্রোধাদির কালিমা-রেখা পর্য্যন্তও মুছিয়া যায়। ভব-রূপ ভয়ঙ্কর দাবানল চিরতরে নির্ব্বাপিত হয় অর্থাৎ শান্ত হয়, ভব-দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া আর, যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; শ্রেয়োরূপ কুমুদ-বিকাশকারী ভাব-জ্যোৎস্না অর্থাৎ স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন চন্দ্রকিরণ বিতরিত হয় অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ভগবান্ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যবান্ নামকীর্ত্তন-প্রভাবে, হৃদ-

য়ের আনন্দ-সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ আনন্দ-সাগর উদ্বেলিত হইয়া, দুকূল প্লাবিত করিয়া, উছলিয়া উঠে। প্রতিপাদ-বিক্ষেপে পূর্ণামৃতের আস্বাদ হয় অর্থাৎ নিরন্তর অমৃতের আস্বাদে প্রাণ-মন অমৃত-রসে সিক্ত ও অমৃত-রসে নিমজ্জিত থাকে। আর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বময় নাম-সঙ্কীর্ত্তন,—সর্ব্বাত্মা-স্নিগ্ধকারী অবগাহন-স্বরূপ অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে সুশীতল সলিলে অবগাহন করিলে, যেরূপ তাপ-তপ্ত-দেহ ও শ্রান্ত-প্রাণ শীতল ও সুখকর বোধ হয় এবং আনন্দানুভব হয়, নাম-কীর্ত্তনে পাপ-তাপে তাপিত প্রাণ-মনও সেইরূপ স্নিগ্ধতা ও সুখ-শান্তি-আনন্দ লাভ করে এবং শান্তি-বারি-সিঞ্চনে আনন্দ-রূপ স্নিগ্ধ-জলে অভিষিক্ত হইয়া, সুশীতল হয়; সুতরাং সেই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা জীবের গতি-মুক্তির এমন সরল ও সহজ এবং অনায়াস-সাধ্য উপায় আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। অতএব, নাম-সঙ্কীর্ত্তন—যোগ-যাগ, ব্রত-তপস্যা, জ্ঞান-গবেষণা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সমুদায় মোক্ষ-কারণ সামগ্রীর সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার উপায়-সাধনকে দলিত মলিত করিয়া, সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন।' নাম-সঙ্কীর্ত্তনের নিকট যোগের বিভব, তপস্যার প্রভাব এবং জ্ঞানের গৌরব ও কর্ম্মের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে; সুতরাং হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলির পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির পরমোপায়। অতএব, এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে যে কি বিশালত্ব, কি অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি নিহিত আছে, তাহা ভেদজ্ঞানী অবিশ্বাসী অভক্ত অভাজন বুঝিবে কেমন করিয়া? ভেদ-জ্ঞানের ঠুলি খুলিয়া ফেল, দেখিবে,—সম্মুখে কি মহিমা-মণ্ডিত অপার্থিব ভাবের ও আনন্দের এবং জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সে জ্যোতির দর্শন ঘটিলে, স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, আমিত্বের অহঙ্কার এবং দীনের প্রতি ঘৃণা অন্তর্হিত হয়। কাম-ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপু-দস্যুর উপদ্রব প্রশমিত হয়, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপের উপশম হয়; মানব

তখনই বুঝিতে পারে,—নাম-সঙ্কীর্ত্তন কি প্রভাবান্বিত, নাম-সঙ্কীর্ত্তন কিরূপ পতিতপাবন!—শোক-তাপে মুহ্যমান—জরা-মৃত্যু-সংক্ষুব্ধ জীব নির্ম্মম সংসারের কঠোর-বক্ষে বিচরণ করিয়া, হতাশার অবসাদে অবসন্ন হইয়া, যদি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারে, তাহা হইলে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিমল-জ্যোতিঃ তাহাকে স্বর্গীয় আনন্দ প্রদান করিয়া, এক প্রেম-ভক্তি-প্রীতিপূর্ণ আনন্দ-নিকেতন আলৌকিক রাজ্যে লইয়া যায়, সে তখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী-তাপীর হৃদয়, হা-হতাশে পূর্ণ হইলে, এই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই তাহাদিগকে স্বর্গীয় শান্তি-সুখ প্রদান করিতে পারে। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে অনাবিল আনন্দ, নিরঙ্কুশ সুখ, অতি গোপনে লুক্কায়িত রহিয়াছে; ইহা অহর্নিশ কীর্ত্তন করিলে, নিরন্তর প্রেম-তুফানে হৃদয়ের জ্বালা-মালা ভাসাইয়া দেয়,—হৃদয় হইতে কাম-ক্রোধাদি দুর্জ্জয় শত্রু দূর করিয়া, প্রাণে প্রেমের মন্দাকিনী বহাইয়া, প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। তাই বলি,—অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী-তাপী, যে যেখানে আছ—এস,—

শত্রুচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্বাক্যসম্প্রাণমন্ত্রং,
সংসারোত্তারমন্ত্রং সমুদিততমসাং সঙ্গনির্ব্বাণমন্ত্রম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রং ব্যসনভুজগসন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্রং,
জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্॥

মুকুন্দমালাস্তোত্র।

এই কল্মষাপহ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, কল্মষ নাশ কর। এই শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ মন্ত্রের এমন এক অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি আছে যে,—ইহা কীর্ত্তিত হইলে, অবিলম্বে সকল প্রকার শত্রু সমূলে উচ্ছেদিত হয় অর্থাৎ মানুষের অন্তরে ও বাহিরে শত্রু অসংখ্য—অগণ্য। দেহের মধ্যে শত্রু—আধি-ব্যাধি রূপ

ধারণকরতঃ দেহকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে; অন্তরের অন্তস্তলে শত্রু —হিংসা-দ্বেষ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া, বিদ্যমান রহিয়াছে; আর, বাহিরে—সংসারের চারিদিকে, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোমে, শত্রু—অহি-নক্র-শ্বাপদাদি কত মূর্ত্তিই ধারণ করিয়া, বিচরণ করিতেছে!—এবম্বিধ পরিদৃশ্যমান নানা শত্রুর উপর, মায়ানাম্নী শত্রু আছে, তাহার শক্তি অতি প্রবলা, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও ভীষণ শত্রু;—সকল শত্রুর পার আছে; কিন্তু, এই মায়া-রূপ শত্রু দমন করা, অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু, এই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে, সে প্রবল শত্রু পর্য্যন্তও, অনায়াসে সমূলে নির্ম্মূল ও উচ্ছেদিত হয়; অন্য কাম-ক্রোধাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুন্মূলনের কথা আর কি কহিব?—কেন না, ইহা—"শত্রুচ্ছেদৈকমন্ত্রম্" শত্রুচ্ছেদ করিবার একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মাস্ত্র। অতএব, শত্রু-পরিবেষ্টিত মানব! এমন শত্রু উচ্ছেদের ব্রহ্মাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ভূতলে বিদ্যমান থাকিতে, শত্রুর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, কেন আর তপ্ত শোকাশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত করিতেছ? এই সর্ব্বশত্রু-উচ্ছেদকারী শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র অহর্নিশ জপ কর, সকল শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া,—শত্রুর গণ্ডী ভেদ করিয়া, শত্রুময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইবে। ইহা—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের পরমোপায়, সর্ব্বোপনিষদের সারভূত গুরুগম্ভীর আদেশ-বাক্য, আর্ত্তজীবের দুঃখত্রয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র "সন্ত্রাণমন্ত্রম্।" ইহা এই কাম-ক্রোধাদি রিপু-নক্র-সঙ্কুল, মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল, কামনা-বাসনাদি উত্তাল তরঙ্গে সমাকুল, দুস্তর অকূল সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবের—"সংসারোত্তারমন্ত্রম্।" ইহা—পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনের ও সুখৈশ্বর্য্যের মহা-মোহের সূচীভেদ্য তমসাবৃত, আত্মবিস্মৃত হইয়া দিশাহারা জীবের মহামোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিবার

একমাত্র অদ্বিতীয়—"সঙ্গনির্ব্বাণমন্ত্রম্।" ইহা—সংসারদুঃখ-দাবদাহে দগ্ধীভূত, দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত,—দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত জীবের,—পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন পরিপালনের অক্ষমতায়, মমতাময়ীদের নির্ম্মমতায় ভগ্নহৃদয় হইয়া, মর্ম্মঘাতী অভিমানে জর্জ্জরিত উদ্ভ্রান্ত জীবের এবং যজ্ঞালয়ে যাজ্ঞিকের,—ধর্ম্মশালায় দাতার,—উপাসনা-মন্দিরে উপাসকের,—সাধন-ক্ষেত্রে সাধকের,—পর্ণকুটীরে যোগাভ্যাসীর ও ভক্তের—"সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রম্।" আর, যাহারা অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে—দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, বেশ্যাগমন, মৃগয়া, চৌর্য্য ও পরদার প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইয়া, ভোগের তুঙ্গ-সীমায় উপনীত হইয়াছেন এবং "ভোগে রোগভয়ং" ভোগের পরিণাম নানাবিধ অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া, শরীরকে বিষধর সর্প-বেষ্টিত প্রকোষ্ঠের মত করিয়া, আর্ত্তনাদে নভস্তল বিদীর্ণ করিতেছেন ; সেই ব্যসন-রূপ ভুজঙ্গ-দংশিত মানব সকলের—"সন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্রম্।" অতএব, হে জিহ্বে! এই শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে, রোগে-শোকে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে নিরন্তর ভক্তিভাবে জপ কর ; কেন না, ইহা—"জন্ম-সাফল্যমন্ত্রম্।" এমন দুর্লভ মানব-জীবন লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলেই, মানব-জীবন সার্থক ও মনুষ্যজন্ম সফল করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারিবে।

———০———
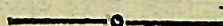
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নামের অভ্যন্তরে নামী।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি এই মাত্র বলিলেন,—'কেবলমাত্র ভগবানের নাম চিন্তন ও নাম কীর্ত্তন করিলেই, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান জীবের ইহলোকে দুঃখ-নিবৃত্তি এবং পরলোকে দেবদুর্ল্লভ মুক্তিলাভ হইবে।' অতএব, ভগবানের চিন্তা না করিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার নাম চিন্তন ও কীর্ত্তন করিলেই কি জীবের দুর্গতি নাশ হয়? ভগবান্ কি নামের অভ্যন্তরেই আছেন? যদি থাকেন, তবে তিনি কি ভাবে নামমধ্যে অবস্থিত?

কাষ্ঠেষু বহ্নিঃ কুসুমেষু গন্ধো—
বীজেষু বৃক্ষাদি দৃষৎসু হেমঃ।
তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পি—
রাপঃ স্রোতঃসু তথা নামমধ্যে॥

যে প্রকার নানাবিধ কাষ্ঠমধ্যে বহ্নি অবস্থিত, নানাপ্রকার পুষ্পমধ্যে গন্ধ অবস্থিত, নানাবিধ বীজমধ্যে নানাপ্রকার বৃক্ষাদি অবস্থিত, পর্ব্বতস্থ পাষাণ সকলের অভ্যন্তরে সুবর্ণ বিদ্যমান, তিল সকলের মধ্যে তৈল অবস্থিত, দধিমধ্যে ঘৃত এবং নদী সকলে ও ভূমধ্যে জল বিদ্যমান রহিয়াছে; তদ্রূপ নামের মধ্যে নামী অর্থাৎ ভগবন্নামের মধ্যে ভগবান্ জীবকুলের অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু, তাহা এত সহজে বোধগম্য নহে, সাধক সাধন দ্বারা তাহা অনুভব

করিয়া থাকেন। যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি আছে; কেহ দেখিতে পায় না বা অনুভব করিতে পারে না, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলেই, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্পমধ্যে গন্ধ আছে; কিন্তু, তাহা কি ভাবে অবস্থিত, সহজে কেহ তাহা অনুভব করিতে পারে না, পুষ্পটি হস্তে করিয়া, অনুশীলন দ্বারা বেশ জানিতে পারা যায়। বীজ সকলের মধ্যে বৃক্ষাদি আছে; কিন্তু, যেমন তাহা সহজে বুঝিতে বা জানিতে পারা যায় না; পরন্তু, গবেষণা দ্বারা তাহা প্রতীতি হয়। পর্ব্বতের মধ্যস্থ পাষাণখণ্ড সকলে সুবর্ণ আছে; কিন্তু, তাহা যেরূপ সাধারণে জানিতে পারে না, রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা পাষাণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। যেরূপ তিলমধ্যে তৈল বিদ্যমান আছে; কিন্তু, কিভাবে আছে, তাহা কেহ সহজে জানিতে পারে না; কিন্তু, মর্দ্দন করিলেই তৈল বাহির হইয়া পড়ে। যেরূপ দধিমধ্যে ঘৃত অবস্থিত, তাহা জানে সকলে; কিন্তু, কেহই দেখিতে পায় না; পরন্তু, মন্থন করিলে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে এবং ভূমধ্যে জল আছে, তাহা যেমন সহজে জানা যায় না; কিন্তু, খনন করিলে, অগাধ জল বাহির হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করে; তদ্রূপ নামের মধ্যে নামী বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে অভক্ত অভাজন বুঝিতে বা জানিতে পারে না; কিন্তু, ভক্তিমান্ ভগবদ্বিশ্বাসী ভক্তগণ, তাঁহাকে বুঝিয়া ও জানিতে পারিয়া, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, আনন্দে মাতিয়া, পাগলের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, কখন নাচেন; কখন গান করেন; কখন হাসেন; কখনও বা অলৌকিক কথা সকল বলিয়া থাকেন। বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্ব যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন; কিন্তু, দৃশ্যতঃ ভিন্ন; ভগবান্ ও তাঁহার নাম তদ্রূপই পরমার্থতঃ অভিন্ন; কিন্তু, ব্যবহারতঃ ভিন্ন। বস্তু,—শ্রীভগবান্, নাম তাঁহার প্রতিবিম্ব। সুতরাং বস্তুর আকার যেরূপ, প্রতিবিম্ব তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, ভগবান্ যেমন, তাঁহার নামও তেমনই। নাম তাঁহার সহিত নিত্য-সংযুক্ত,—তাহা

হইলে, নাম সত্য। আবার, নাম 'উপাধি,'—তাহা হইলে, নাম ঐচ্ছিক। বেদান্তের নির্গুণ নিরাকার অনাম অরূপ ব্রহ্মের উপাসনার্থ ও ধ্যানার্থ আলম্বন-স্বরূপ নাম-রূপের গ্রহণ আবশ্যক। নাম-রূপের মধ্য দিয়া না যাইলে, সেই অচিন্ত্য অগ্রাহ্য অনাম অরূপের ধারণা হইবে কিরূপে? শাস্ত্র বলেন,—"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চয়াশ্চাতিশায়নাৎ। আভিরূপাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি ॥" আজ কাল নিরীশ্বরবাদী, স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়, দেব দেবী-পূজাকে 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। তাহারা জানে না যে, উহা পুতুল-পূজা নহে, উহা বাস্তবিকই উপাসনা। প্রকৃত পক্ষে সেই এক শুদ্ধ নিত্য চৈতন্যময় আত্মার বিকাশই যাবতীয় দেব-দেবী। প্রথম হইতে শুদ্ধ নিরাকার চৈতন্যের উপাসনা করিতে পারা যায় না; কেন না,—"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি" অদৃশ্যে ভাবনা সম্ভবে না বলিয়াই, চিদ্রূপের প্রতিরূপস্থানীয় প্রতিমাতে দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রে উপাসনামাত্রেই প্রত্যক্ষে যে কোন দেব-দেবীরই হউক্ না কেন, পরোক্ষে তাহা এক সেই শুদ্ধ চৈতন্যেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অন্য দিকে সগুণ সাকার সৌন্দর্য্যময় ভগবানের নাম-রূপ তাঁহার বিভূতিমাত্র। নাম-রূপ বহির্বিকাশ বলিয়া, জগদ্বাসীর সহজেই প্রত্যক্ষ আইসে। ডাকার মত ডাকিতে জানিলে, ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, সে ডাক কখন্ নিষ্ফল হয় না। আর, ডাকিতে হইলে, 'নাম' ধরিতেই হইবে; অন্ততঃ মনে একটি আকার,—একটি নাম প্রতিভাসিত হইবেই হইবে। মধুর দ্রব্যের নাম, সেই দ্রব্যের আনুষঙ্গিক ও অধ্যস্ত অসৌন্দর্য্য ও অমাধুর্য্য লোপ করিয়া, চিত্তে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যই ফুটাইয়া তোলে। যেমন পদ্মের নাম করিলেই, তাহার সুন্দর মনোহর বর্ণ, সুন্দর গঠিত গঠন, মিষ্ট মধুর গন্ধ এবং আরও কিছু অব্যক্ত ভাব মনে আসে; কিন্তু, তাহার মৃণালে

যে কণ্টক আছে, বৃন্তে যে কার্কশ্য আছে, তাহা মনে পড়ে না। ভগবান্ ও তাঁহার নামের মধ্যে নামই মধুর। তাঁহার নাম মহিমাময়। নামে কেবল তাঁহার মাধুর্য্যটুকু আর সৌন্দর্য্যটুকুই আছে; কিন্তু, ভাব-সৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত-আনন্দভাণ্ডার ভগবানে সমস্তই আছে। ভগবানের নিকট স্থানাস্থানের বিচার আছে, ভাল-মন্দের প্রভেদ আছে, পাপ-পুণ্যের তারতম্য আছে; কিন্তু, নামের কাছে তাহা নাই,—নামে শুধু কোমলতা, শুধু মধুরতা, শুধু সৌন্দর্য্য ও শুধু মিষ্টতা আছে। অতএব, ভগবান্‌কে ভুলিলে, তত ক্ষতি নাই; কিন্তু, তাঁহার নাম ভুলিলেই অধিক ক্ষতি। ইহা প্রবাদ-বাক্যের মত বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত। ইহার কারণ এই যে, ভগবানের নাম মনে থাকিলেই, তৎপ্রতি প্রেমভাব থাকিবে; নামের স্মরণে, গানে, কীর্ত্তনে ও জপে স্বয়ং ভগবান্ আছেন। যেখানে নাম গান হয়, সে স্থান ছাড়িয়া তিনি যাইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং সে কথা নিজমুখে দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

আদিপুরাণ।

'প্রিয় নারদ! হয় ত তুমি মনে করিতেছ, আমি সদাকাল চির-সুখ-শান্তিময় নিত্যধাম বৈকুণ্ঠেই থাকিতে ভালবাসি বা সংযতেন্দ্রিয় যোগিদিগের হৃদয়কমলের রক্তিমদলেই বাঁধা থাকি; তাহা নহে, ওরূপ বুঝা তোমার সম্পূর্ণই ভুল। আমার প্রিয় ভক্তগণ যেখানে থাকিয়া, অহর্নিশ আমার নাম কীর্ত্তন, স্মরণ ও গান করেন, আমি সর্ব্বদা সেইখানেই থাকি।'

ভগবানের এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, ভগবান্ নাম-কীর্ত্তনকারী ভক্তকে জ্ঞানী, যোগী ভক্ত অপেক্ষাও ভালবাসেন; ভক্তাধীন ভগবান্ নাম-কীর্ত্তনকারী ভক্তের হৃদয়েই অধিক বাস করেন।

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটপত্র-বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। মা যশোদা তাঁহাকে রজ্জুতে বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হইলেন; তিনি বন্ধন ছিন্ন করিয়া, দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন,—"মা যশোদা আমায় এমনি ক'রে বাঁধতে পারে কি? যাকে ধন্য ক'রে, পুণ্যডোরে, আপনি আপ বাঁধা থাকি।" ভগবান্ আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়াছেন,—কেমন করিয়া, তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে, দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ-বেশে আসিয়া,—'রাধা-প্রেম' শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার, 'গৌর-রূপ' গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্ত-পটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে। প্রথম নাম; এই নাম-বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপিত থাকিলে, ইহা একদিন অঙ্কুরিত হইবেই হইবে। শেষে তরুর আকারে দেখা দিবে, প্রেমফল ফলাইবে। তাই বলি,—মানব! এই নাম-বীজ হৃদয় হইতে কদাপি বিচ্যুত করিও না। এই নামই মহামন্ত্র। যাঁহার স্মরণে, কীর্ত্তনে মানব ত্রাণ পায়, প্রেমের অধিকারী হয়, প্রেমময়ের সেবার সৌভাগ্য লাভ করে; সেই নামই মহামন্ত্র। স্তব-স্তোত্র-পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, বৈদিক প্রণব এবং তান্ত্রিক বীজমন্ত্র;—সকলই নাম। এই নাম-রূপ মহামন্ত্রই অবিদ্যা ও মোহ এবং ভব-রোগের মহৌষধ। মানব!

ইদং শরীরং পরিণামপেশলং,
পতত্যবশ্যং শ্লথসন্ধিজর্জ্জরম্।
কিমৌষধৈঃ ক্লিশ্যসি মূঢ় দুর্ম্মতে,
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥

মুকুন্দমালাস্তোত্র।

তুমি অসাধ্য ভব-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, ভব-রোগে অহর্নিশ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, কি ঔষধ পান করিতেছ ? ও ঔষধে কি ভব-ব্যাধি আরোগ্য হয় ? বরং আরও বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছ ! বিকারের রোগী, যতই জল পান করে, তাহার পিপাসা ততই বাড়িয়া যায় না কি ? আজ ধন-তৃষ্ণা, কাল যশোলিপ্সা, পরশ্ব উচ্চপদাকাঙ্ক্ষা, তোমার কি কখন পিপাসা মিটিবে ? তোমার ঐ সুঠাম-সুন্দর নিপুণ-কোমল দেহখানি যে কোন্ মুহূর্ত্তেই ধূলিকণায় পরিণত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই ;—আজ যে কোমল-কলেবরের এত রমণীয়তা, দুদিন পরে, জরা-রাক্ষসীর করাল-কবলে কবলিত হইলে, শিথিল ও জর্জ্জরিত হইয়া, কদাকারে পরিণত হইবে,—তাহা একবার ভাবিয়াছ কি ? তুমি একে ত ভব-রোগে আক্রান্ত, তাহার উপর আবার, আধি-ব্যাধিগ্রস্ত,—'গোদের উপর বিষফটকা' একে ত গোদের যন্ত্রণায় অস্থির, তাহার উপর আবার ফোড়া। আজ জ্বর,—কাল বসন্ত,—পরশ্ব বিসূচিকা,—তাহার পরদিন যক্ষ্মা ; আরও কত কি রোগসকল আসিয়া, শরীরকে আক্রমণ করিতে প্রতিক্ষণেই অগ্রসর হইতেছে। অতএব,—"নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব" নিরাময় কৃষ্ণরসায়ন পান কর, চিরতরে জ্বালার লাঘব হইবে,—যন্ত্রণার উপশম হইবে,—এমন কি, নিরাময় হইতে পারিবে। শরীরের মায়া-মমতা—এমন কি, যাহা হইতে মায়া জন্মে তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, ভব-রোগবৈদ্য ভগবান্কে জানাও ;—

শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যো—
যেন প্রাপ্তা বাঞ্ছিতং পাপিনোঽপি।
হা নঃ পূর্ব্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিং—
স্তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিদুঃখম্ ॥

মুকুন্দমালা স্তোত্র।

'হে ত্রিতাপহারিন্! ভব-দুঃখভঞ্জন! ভগবন্! শুনিয়াছি, তোমার নারায়ণাখ্য নাম উচ্চারণ করিয়া, মহাপাপী অজামিল তোমার কৃপায় শাশ্বতলোকে গমন করিয়াছে। কিন্তু, প্রভো! মহাপাপী অজামিল বাঞ্ছা না করিয়াও, অজ্ঞানবশতঃ নারায়ণ নামক স্বীয় পুত্রকে ডাকিয়াছিল, তথাপি তাহাতেও সে তোমার পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাকে আর গর্ভবাস-দুঃখ ভোগ করিতে হইল না। যদি জ্ঞানবশতঃ তোমার নিরাময় নাম কীর্ত্তন করা যায়, তবে আর বক্তব্য কি? হে ভগবন্! আমরা তুচ্ছাদপিতুচ্ছ কীটানুকীট ক্ষুদ্র মানুষ,—বিধাতার খেলার পুতুল, তোমার সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-সুখে মজিয়া, তোমাকে ভুলিয়া, বারংবার গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার অনাময় পবিত্র নাম কীর্ত্তন না করাতেই আমাদিগকে এই মহাসঙ্কট গর্ভবাস-দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা অতি অভাজন, অধুনা তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।' ভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র তাঁহার নাম-কীর্ত্তনই পরমোপায়। অজ্ঞাত ব্যক্তিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে, তিনি কাছে আসেন এবং নামের উপর নির্ভর করিয়া অহর্নিশ তাঁহাকে ডাকিতে থাকিলে, যাঁহার নাম তিনি আসিয়া, গর্ভবাসাদি দুঃখ হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়া দিবেন; ইহাতে আর সংশয় কি? তবে নামে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রথম আবশ্যক। নামে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে, জপ-তপঃ সকলই নিষ্ফল।

—০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিনাম কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ হরে।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলিলেন যে,—'মহাপাপী অজামিল, মহা পাপ করিয়াও, কেবলমাত্র অজ্ঞাতসারে নারায়ণাখ্য স্বীয় পুত্রকে আবেগভরে ডাকিয়াছিল, তাহাতেই সে মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, শাশ্বতলোকে গমন করিয়াছে; সুতরাং যদি কেহ জ্ঞানবশতঃ ভক্তিভরে নাম কীর্ত্তন করে, তবে আর বক্তব্য কি?'—কিন্তু, যে সকল মহাপাপ শত শত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও ক্ষালিত হয় না; তাহা কি কেবলমাত্র নাম-কীর্ত্তনেই ক্ষালিত হইতে পারে?

হত্যাযুতং পাপসহস্রমুগ্রং,
গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়াদি পাপানি চ কৃষ্ণভক্তে—
রজ্ঞানজাতানি লয়ং ব্রিয়ন্তে॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল।৪৯

কলিপাবন মহাজনগণ কহিয়াছেন,—'হরিনাম কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ হরে।' ইহা কপোল-কল্পিত মুখগড়া কথা নহে, ইহা সত্য কথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণিত কথা;—একবার ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিলে, যত পাপ ক্ষয় হয়, জীবের সাধ্য নাই যে, তত পাপ করিতে পারে। তবে কথা এই যে, মনে-প্রাণে এক করিয়া,

তন্ময় হইয়া, নাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে; নামাপরাধ, প্রজ্ঞাপরাধ প্রভৃত কতকগুলি অপরাধ আছে, সেগুলিকে যত্ন-সহকারে পরিবর্জ্জন করিয়া, তদ্গতচিত্তে নাম কীর্ত্তন করিলে, নিশ্চয়ই মহাপাপীও পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, সংশয় নাই। ইহলোকে যাঁহারা সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির পরম ভক্ত, বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত অযুত অযুত জীবহত্যা, কোটি কোটি গুরুদারগমন ও সুবর্ণাদি ধন-রত্নাপহরণ প্রভৃতি বহুতর অজ্ঞানকৃত পাপসমূহ নষ্ট হইয়া থাকে; ইহা মিথ্যা নহে, সত্য কথা,—"কিন্ত্বল্প বিস্ফুলিঙ্গেন তৃণরাশিঃ প্রদাহ্যতে।" মহতের দ্বারা যেরূপ অল্পের নাশ হয়, তদ্রূপ অল্প দ্বারাও মহতের নাশ হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত,—অল্পমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা যেরূপ রাশিকৃত তৃণরাশি দগ্ধ হয়, তদ্রূপ হরিনাম কীর্ত্তনেও স্তূপীভূত পাপরাশি নাশ পাইয়া যায়।

এখানে একটি পুরাবৃত্ত উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেই হরিনামের মাহাত্ম্য, হরিনামের মহিমা ও অসীম শক্তির পরিচয় পাইতে পারিব। রামায়ণগ্রন্থকার মহামুনি বাল্মিকীর জীবন-চরিত্র শুনিলে, নামের অলৌকিক শক্তি, আশ্চর্য্য গুণ, অনন্ত মহিমা ও অসাধারণ ক্ষমতা বুঝিতে পারা যায়। মহামুনি বাল্মিকীর পূর্ব্বনাম—দস্যু রত্নাকর। কথিত আছে যে, রত্নাকর প্রথমে দস্যুবৃত্তি দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিত, এইজন্য তাহার নাম দস্যু রত্নাকর ছিল। রত্নাকর কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বনিতা, কি যুবক, পথিক দেখিলেই, তাহার প্রাণ-সংহার করিয়া, তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। একদা দেবর্ষি নারদ, সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রত্নাকর, লগুড়হস্তে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। নারদ কহিলেন,—'তুমি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন?

আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি ?' দস্যু উত্তর করিল,—'তুমি আমার কিছুই ক্ষতি কর নাই, এ কথা সত্য ; কিন্তু, দস্যুতাই আমার ব্যবসায়,—আমি এইরূপে পথিকদিগের প্রাণসংহার করিয়া, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করি এবং তদ্দ্বারা পরিজনবর্গের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।' দেবর্ষি বলিলেন,—'তুমি এই যে ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর মহাপাতক করিতেছ, যাহাদের জন্য করিতেছ, তাহারা কি এই পাপের অংশ গ্রহণ করিবে ?' দস্যু উত্তর করিল,—'কেন করিবে না ? অবশ্যই করিবে ; ইহার জন্য যদি আমাকে দুস্তর নরকে যাইতে হয়, তাহারাও আমার অনুগমন করিবে।' দেবর্ষি সহাস্যবদনে কহিলেন,—'ভাল, জানিয়া আইস দেখি, তাহারা সত্যই তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে কি না।' পাছে দেবর্ষি পলাইয়া যান, সেইজন্য রত্নাকর, নারদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া, গৃহে উপস্থিত হইল। সে প্রথমতঃ স্বীয় জনক-জননীকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আমি যে প্রতিদিন দস্যুতা ও নরহত্যা করিয়া, তোমাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতেছি, তোমরা আমার সে পাপের ভাগ লইবে ত ?' তাহারা উত্তর করিল,—'তুমি যখন শিশু ও কর্ম্মাক্ষম ছিলে, আমরা তখন তোমার লালন-পালন করিয়াছি, এক্ষণে আমরা কর্ম্মাক্ষম ও বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ; এক্ষণে আমাদিগকে ভরণ-পোষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যেরূপে পার, তোমার কর্ত্তব্য পালন করিবে। তজ্জন্য আমরা তোমার পাপের ভাগ লইব কেন ?' তখন রত্নাকর স্ত্রীর নিকট যাইয়া, ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, স্ত্রী উত্তর করিল,—'আমি তোমার ভার্য্যা অর্থাৎ ভরণীয়া, তুমি যে উপায়ে পার, আমার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিবে ; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি ত তোমাকে পাপকার্য্য করিতে বলিয়া দিই নাই, তবে আমি তোমার পাপের অংশ গ্রহণ করিব কেন ? বরং তুমি যদি পুণ্য কর, তাহা হইলে, অবশ্যই আমি তাহার ভাগ লইব।' অতঃপর দস্যু রত্নাকর,

হতাশচিত্তে পুত্রের নিকট গমন করিয়া, ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, পুত্র উত্তর করিল,—'আমি এক্ষণে শিশু ও কর্ম্মাক্ষম, তুমি আমার জন্মদাতা; সুতরাং আমার লালন-পালন করা, তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার, তুমি যখন বৃদ্ধ হইয়া, কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়িবে, তখন আমি তোমার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিব। এরূপ অবস্থায় আমি তোমার পাপভাগী হইব কেন?' রত্নাকর পুত্র-পরিজনবর্গের এবম্প্রকার উত্তর পাইয়া, হতাশচিত্তে, বিষণ্নবদনে গৃহের বাহিরে আসিয়া, ক্ষণকাল বসিয়া, কত কি চিন্তা করিল। পরিশেষে ভাবিল,—'সংসারে কেহ কাহারও নহে; সুতরাং হে চিত্ত!—"কিং তে ধনৈর্বন্ধুভিরেব কিং বা, দারৈশ্চ কিং বান্ধবা পিতরৌ চ।" সংসারের সকলেই স্বার্থের দাস;—"সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে তৎ কস্য কো বল্লভঃ।" এইরূপে দস্যুর হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিল, মাতা-পিতা, পুত্র-কলত্র, দেহ-গেহাদির মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া, অতি দীনচিত্তে বিষাদান্তঃকরণে বিষণ্নবদনে যাত্রা করিল এবং পথিমধ্যে ভাবিতে লাগিল,—'আমি গৃহোচিত কর্ম্ম ও সুখ-ভোগাদি বিসর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু, তাহা সন্তোষবশতঃ করি নাই। দুঃসহ শীত, বাত ও রৌদ্রজন্য ক্লেশ সহন করিয়াছি; কিন্তু, কখন তপস্যা করি নাই। মুনিজনোচিত সমস্ত কার্য্যই করিয়াছি; কিন্তু, আমি তাহা ভাববশতঃ করি নাই, অভাববশতঃ করিয়াছি, তাহার ফলে আমাকে নরক গমন করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা আর শোকের বিষয় কি আছে?' এইরূপ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে, দস্যু নারদের নিকট প্রত্যাগত হইয়া, ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করিল এবং পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিল,—'ঠাকুর! আমার গতি কি হইবে? আমি সবই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি মহাপাপী।' তখন দেবর্ষি নারদ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাহার কর্ণে 'রাম'

নাম প্রদান করিলেন এবং নাম সাধনের উপায় সবিশেষ বলিয়া দিলেন। কিন্তু, বলিতে কি, আজন্ম পাপকার্য্যে অভ্যস্ত নিরক্ষর দস্যুর রসনা 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইল। সে যতই 'রাম—রাম' বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহার মুখ দিয়া, —'আম—আম' শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। তখন দেবর্ষি তাহাকে— 'ম-রা—ম-রা' শব্দ উচ্চারণ করিবার পরামর্শ দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। রত্নাকর, সেই স্থানে বসিয়া, 'মরা—মরা' জপ করিতে লাগিল। অহো, সৎসঙ্গের কি অনন্ত মহিমা!

হরতি দুষ্কৃতসঞ্চয়মুত্তমাং,
গতিমলং তনুতে তনুমানিনাম্।
অধিকপুণ্যবশাদবশাত্মনাং,
জগতি দুর্লভঃ সাধুসমাগমঃ॥

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু – বদরিকা।১

অহো! সাধু-সঙ্গমই ভূতলে দুর্লভ! ইহজগতে অবশাত্মা তনুমানী মানবগণেরও যদি অত্যন্ত পুণ্যবলে দুর্লভ সাধু-সমাগম ঘটে, তাহা হইলে, সেই সাধুসঙ্গই তাহাদিগের দুষ্কৃতিপুঞ্জ হরণ ও উত্তমগতি বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। দস্যু রত্নাকর, দেবর্ষির কৃপালাভে ধন্য হইয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপু-গণকে সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয় সকলের পথ নিরোধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, একাগ্রমনে 'মরা—মরা' জপ করিতে লাগিলেন। শরীরে বল্মীক-স্তূপ সঞ্চারিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে, বাড়িতে বাড়িতে, বল্মীক পর্ব্বতাকার ধারণ করিল। এইরূপে ষষ্টি সহস্র বৎসর যাবৎ নিরাহারে থাকিয়া, একাসনে বসিয়া, সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া, অনন্তর সিদ্ধি লাভ করিলেন এবং পর্ব্বতাকার

বল্মীক-স্তূপ ভেদ করিয়া, উত্থিত হওয়ায়, ইনি বাল্মীকি নামে খ্যাত হইলেন। অতঃপর ইনি রামচরিত্র রামায়ণাদি গ্রন্থ বর্ণন করিয়া, অন্তিমে নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক চির-সুখ-শান্তিময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রে আত্মলীন করিলেন। অতএব,—

পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধনপরদারেষু সক্তো যদি স্যাৎ,
নিত্যং স্নেহাদ্ভয়াদ্বা রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ।
ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশতজনিতানেকদোষৈর্ব্বিমুক্তঃ,
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্॥

অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা।১১

অতিশয় পাপাসক্তচিত্ত মহাপাপে লিপ্ত, মহাপাপী পাপিষ্ঠই হউক বা দুষ্কর্ম্মনিরত দুর্নীতিপরায়ণ দুরাচারী দুরাত্মাই হউক অথবা পরধনাপহারী নির্দ্দয়হৃদয় তস্করই হউক কিংবা পরস্ত্রীতে আসক্তমনা পরদাররত পাপাত্মাই হউক, যদি প্রীতিবশতঃ বা ভয়ক্রমেও, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ত্রিতাপহারী পতিতপাবন রঘুকুলতিলক, রঘুকুলসূর্য্য পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে অহর্নিশ ভাবনাকরতঃ তাঁহার পবিত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতে পারে, তাহা হইলে, সে সকল মহাপাপী দুরাচারী পাপাত্মারাও অন্তিমে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, শত শত জন্মার্জ্জিত নানা দোষ হইতে এবং রাশিকৃত অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কোটিসূর্য্যপ্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময়, সুখ-শান্তির লীলা-নিকেতন, পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর রামরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বৃন্দারক-বন্দিত প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য-লোক আদ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। অতএব,—

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং,
মুমুক্ষুতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনঃ,
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবত।৬।২

তীর্থপদ পতিতপাবন শ্রীভগবানের পরম পবিত্র নাম কীর্ত্তন অপেক্ষা মুমুক্ষুদিগের কর্ম্মবন্ধন-চ্ছেদনের আর উৎকৃষ্টতর দ্বিতীয় উপায় নাই। কেন না, পরম পবিত্র ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, বিষয়ভোগলোলুপ পাপ-পঙ্কে পঙ্কিল চঞ্চল চিত্ত আর বিষয়-ভোগে বা কর্ম্ম সকলে লিপ্ত হয় না। তদ্ভিন্ন অপরাপর কঠোরকৃচ্ছ্র উপবাসাদি ব্রত-রূপ প্রায়শ্চিত্তে মন পূর্ব্ববৎ রজস্তমোগুণে মলিন থাকে অর্থাৎ কখন অনশন, কখন পর্ণাশন, কখন জলাশন, কখন বায়ু-ভক্ষণ-রূপ কঠোর-কৃচ্ছ্র-উপবাসাদি ব্রতাচরণ করিলে, পূর্ব্বকৃত পাপ-রাশি ক্ষয় পাইয়া যায় ; কিন্তু, পরক্ষণেই অর্থাৎ ব্রতাচরণ সমাপ্ত হইলে পর, মন পূর্ব্ববৎ রজস্তমোগুণে আকৃষ্ট হইয়া, আবার, পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে ; পরন্তু, পরম পবিত্র ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে, পূর্ব্বার্জ্জিত পাপরাশি ত ক্ষয় পাইয়াই থাকে ; অধিকন্তু, মন আর রজস্তমোগুণে আকৃষ্ট হয় না এবং পাপকর্ম্মেও আর লিপ্ত হয় না। সুতরাং, কঠোর-কৃচ্ছ-ব্রতাচরণ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা নাম-কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কেন না, নাম-কীর্ত্তনে আজন্ম-সঞ্চিত জন্ম-সংস্কার-লব্ধ-সম্পত্তি পাপরাশি, একেবারেই সমূলে নির্ম্মূল হয়, পুনরায় প্ররোহণের আর অবসর পায় না। ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য পরমর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন,—

"স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্তাভাবাৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'ভগবৎস্মরণ, জগবন্নামকীর্ত্তন, ভগবৎকথাশ্রবণ ও অভিবাদন,—এই সমস্তই আর্ত্তিভক্তির অন্তর্গত। যাহারা পাপকর্ম্মের ফল-স্বরূপ নরকাদি কষ্ট ভোগ করে, তাহারা তত্তৎ পাপের বিনাশার্থ পতিত-পাবন ভগবানের নাম-স্মরণাদি করে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে,—"পাপে গুরূণি গুরূণি লঘূনি চ লঘূন্যপি। প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ॥ প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মা-

ত্মকানি বৈ। যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥” অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি অনেকেই গুরু-পাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প পাপে অল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। তপস্যা-ত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামানুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া, যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। হরি স্মরণ-কীর্ত্তন পরম প্রায়শ্চিত্ত; কারণ, অনুতাপ না হইলেও, হরিস্মরণ ও নাম-কীর্ত্তনে পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু, অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপক্ষয় হয় না। প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যাকাল ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে ভগবান্ নারায়ণকে স্মরণ ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে, মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় এবং বিষ্ণু-সংস্মরণ ও নাম-কীর্ত্তন জন্য সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া, মুক্তিলাভ করে, স্বর্গপ্রাপ্তি তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব, তপস্যাচরণাদি যত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তন্মধ্যে ভগবন্নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান।’ ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্মরণাদির পাপনাশকত্ব সূচিত হইয়াছে।

ভূয়সামননুষ্ঠিতিরিতিচেদাপ্রয়াণমুপসংহারান্মহৎস্বপি।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

ন্যায়বিরোধবশতঃ পূর্ব্বকথিত বচনসকল স্বল্পপাপ-বিষয়ক, ইহাই যুক্ত; অন্যথা বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মের অপ্রামাণ্য হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না। কেন না, মরণ পর্য্যন্তই কীর্ত্তনাদির কর্ত্তব্যতা জানা যায়। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে,—‘যে পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার যাবতীয় পাপ দূর হয় এবং সে কদাচ নরকে গমন করে না।’ এই প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বদাই ভগবান্কে স্মরণ ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে; ইহাই প্রতিপাদিত

হইল। অতএব, কীর্ত্তনাদিতেও ক্লেশাধিক্য জানা যায়; সুতরাং ক্লেশাধিক্য-সাধ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান-রূপ অপ্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

লঘ্বপি ভক্তাধিকারে মহৎক্ষেপকমপরসর্ব্বহানাৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

ভগবানের স্মরণ-কীর্ত্তনাদি একবার করিলেও, মহা মহা পাপরাশি ধ্বংস হয়। কেন না, ভগবদ্ভক্ত-বিষয়ে দানাদি-রূপ প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্, অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" 'হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে যাবতীয় পাতক হইতে মুক্ত করিব; অতএব, তুমি শোক করিও না।' এখানে কাম্যকর্ম্ম বর্জ্জনকরতঃ সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, এই প্রকার অর্থ করা যায় না। কেন না, কাম্যকর্ম্মত্যাগে পাপের অভাব হইতে পারে; সুতরাং ভগবান্ আর তাহাকে কোন্ পাপ হইতে মুক্ত করি-বেন? যদি বল, পূর্ব্বার্জ্জিত পাপের বিনাশ করেন, তাহাও সম্ভবে না। যেহেতু, কাম্যকর্ম্ম-বর্জ্জন অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ত্যাগ যে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্যাগ শব্দের অর্থ, ইহা অযুক্ত। যদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগের বিধি থাকে, তবে কোন পাপও হইতে পারে না। পাপ নাই, এ কথাও বলা অসঙ্গত; যেহেতু, উক্ত বাক্যেই তাহার বিধি আছে। গীতোক্ত—'সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া,' এই বাক্যে সন্ন্যাসধর্ম্মকে বিষয় করে না; কেন না, সন্ন্যাসী-দিগেরও অবকীর্ণাদি প্রায়শ্চিত্ত কথিত আছে। নিয়ত ভগবন্নাম কীর্ত্তনেও সেই সেই দোষ পরিহার হয়। পুরাণান্তরেও উক্ত আছে যে,—"মহাপাতকযুক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্। পুনস্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ॥" মহাপাতকী ব্যক্তিও যদি নিমেষমাত্র ভগ-

ধান্ শ্রীহরির ধ্যান করে, তবে সেই ব্যক্তি তপস্বী হইয়া, সকলকে পবিত্র করিতে পারে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একবার মাত্র নাম স্মরণ করিলেও, মহৎপাপ দূর হইতে পারে এবং সন্ন্যাসাশ্রমের অসন্নিধানবশতঃ তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন যে,—"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।" 'কাম্যকর্ম্মের সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস'—ইহা দ্বারা সর্ব্বথা কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগই উপলব্ধি হইতেছে। সন্ন্যাসোক্ত কর্ম্মের ত্যাগ বোধ হয় না এবং প্রায়শ্চিত্তান্তর ত্যাগস্থলেও, যাহারা ভগবন্নাম-কীর্ত্তন দ্বারা কর্ম্ম দূর করিতে বাসনা করে, তাহাদিগের পক্ষেই একবারমাত্র নাম কীর্ত্তনে মহাপাপ নাশ হইবে। কেবল ক্লেশ-ভয়ে বহু অনুষ্ঠানের ত্যাগ করিবে না। যাহারা কেবল শারীরিক কষ্ট-ভয়ে দুঃখজনক কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহারা সন্ন্যাসী নহে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে,—"প্রায়শ্চিত্তং তস্যৈব হরিসংস্মরণং পরম্।" একমাত্র হরিনাম-স্মরণই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত, এখানে নাম শব্দের অতিদেশ-নিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তান্তর্গত নখলোমচ্ছেদনাদি স্বীকৃত নহে। কেন না, প্রায়শ্চিত্তস্থলে, হরিনামেরই বিধি দৃষ্ট হয়। যদি বল, কীর্ত্তনাদি পাপমাত্রের নাশ করে; সুতরাং উহাই কেবল প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হউক, তাহা নহে। কেন না,—"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। তয়োর্নিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥" প্রায়ঃ শব্দের অর্থ—'তপস্যা' এবং চিত্ত শব্দের অর্থ—'নিশ্চয়;' সুতরাং, তপোনিশ্চয়ার্থক প্রায়শ্চিত্ত শব্দই মুখ্য; আর, অন্যরূপ কার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত শব্দ যে ব্যবহৃত হয়, তাহা গৌণ। শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুদূত সকল কহিতেছেন,—

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি—
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ

যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ—
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে,
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে ।
তৎকর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে—
গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।৬।২

'কলিকালে পাপাচারী পাপী, কেবলমাত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া, যেরূপ শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বিহিত আয়াস-সাধ্য কঠোর-কৃচ্ছ্র-ব্রত-রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও, সেরূপ শুদ্ধ হয় না। আর, ঐ হরিনামোচ্চারণ, ত্রিতাপহারী পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির গুণনিকর-জ্ঞাপক ; কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণ-রূপ আয়াস-সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত, পাপের সমূল সংহারক নহে ; কারণ, এমন অনেক প্রায়শ্চিত্তকারীকে দেখা গিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত করিবার কিছুকাল পরে, তাহারা পুনরায় পাপাচরণে রত হইয়াছে ; সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ত মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। অতএব, যাঁহারা একেবারে পাপের মূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে পতিতপাবন শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত ; তাহাতেই পাপ-মলিন চিত্ত নির্ম্মল ও শুদ্ধ হয়।' অতএব, কলিকালে জীবের গতি-মুক্তির অভিনব পথ,—"হরের্নামৈব কেবলম্" তদ্ভিন্ন জীবের আর উপায়ান্তর নাই,—"নাস্ত্যেবগতিরন্যথা।" পদ্যাবলী গ্রন্থে উক্ত আছে যে,—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা ,
চাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ ।
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষেত ,
মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃশেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

পদ্যাবলী।

ইহলোকে যাঁহারা নাম গ্রহণ বা ভগবৎ-সেবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন অথবা যাঁহারা জীবন্মুক্ত, যিনি তাঁহাদিগের পক্ষেও আকর্ষণ-বিদ্যা-স্বরূপ ; যিনি অতিপাপপুঞ্জকেও ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া দেন ; যিনি একমাত্র মূক ভিন্ন অন্ত্যজ-জাতি চণ্ডাল পর্য্যন্ত অন্যান্য সমস্ত লোকের পক্ষেও সু-সুখলভ্য ; যিনি মোক্ষ-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর বশীকরণে সমর্থ ; আর, যিনি দীক্ষা অর্থাৎ—"দীয়তে জ্ঞানমত্যুক্তং ক্ষীয়তে পাপকর্ম্মণি" এতাদৃশী গুণবতী দীক্ষাকেও নহে,—সংস্কারকেও নহে ; কাহাকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন না ; সেই এই পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মক মন্ত্র রসনাকে স্পর্শ করিবামাত্রই ফলদান করিয়া থাকেন। জ্ঞানী মহাজন ভক্তিনিষ্ঠ শুকদেব গোস্বামী কহিয়াছেন,—

" ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ "

শ্রীমদ্ভাগবত ।৬।১৩

'অহো! পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির পবিত্র নামের কি অদ্ভুত শক্তি!—কি ব্রহ্মঘাতক, কি পিতৃহন্তা, কি গোঘাতক, কি মাতৃঘাতক, কি আচার্য্যঘাতক, কি মহাপাপী, কি কুক্কুরভোজী এবং কি অন্ত্যজ-জাতি চণ্ডাল, ইত্যাদি মহা মহা পাপে পাপী লোকেও যাঁহার পতিতপাবন পবিত্র নাম কীর্ত্তনে তত্তৎ পাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তাঁহাতে শ্রদ্ধা না করিয়া, যাঁহারা অন্য ব্রত-নিয়মাদিতে নিরত হন, তাঁহাদের মুক্তিলাভ করা, জন্ম-জন্মান্তরেও ঘটিয়া উঠে না।' বৈকুণ্ঠ-নিবাসী বিষ্ণুদূতগণ কহিয়াছেন,—

" সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥

গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণি চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ॥
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্‌ঘ্রিসেবয়া॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ।৬।২

'পুত্রাদি-সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্র সকলের নাম—'হরি, কৃষ্ণ, রাম, কেশব, নারায়ণ' ইত্যাদি-রূপে পুত্র সকলের নামোচ্চারণে হউক্ অথবা পরিহাসাদিচ্ছলে হউক্ বা গীতালাপ পূরণার্থ হউক্ কিংবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক্, পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীমন্নারায়ণের পবিত্র নাম গ্রহণ করিলেই, সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি উচ্চ স্থান বা উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে পতিত, পথে গমন করিতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদি কর্ত্তৃক সন্দষ্ট, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান হইয়া সন্তপ্ত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া, অবশেও 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাকেও কদাপি নরক-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ বিশেষ বিদিত হইয়া, গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু কৃচ্ছ্রাদি ব্রত, কঠোর তপস্যা, গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান ও বৈদিক মন্ত্রজপাদি-রূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, সেই সকল ব্রতাদি দ্বারা পাপেরই শান্তি হয়; পাপীর পাপাচরণবশতঃ মলিন হৃদয় তাহাতে শুদ্ধ হয় না। পরন্তু, পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীহরির পবিত্র নাম কীর্ত্তন এবং তাঁহার বৃন্দারকবন্দিত পাদপদ্মের সেবা দ্বারা তাহাও নির্ম্মূল হয়।' বাস্তবিক,—

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রয়াতি,
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্ম,
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

কলিকালে পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীহরির পবিত্র নামই একমাত্র কলিকলুষিতচিত্ত মানবের পাপ-ক্ষালনের পরমোপায়। পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্ত্তনে মানবের পাপ-পঙ্কিল মন যেমন পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, তেমন কঠোর-কৃচ্ছ্র তপ্ত চান্দ্রায়ণ ও পরাকাদি ব্রত দ্বারা কদাপি শুদ্ধ হয় না।

পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈ—
র্ন দেহী শুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন,
গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

কলিকালে—পরাক্, তপ্তকৃচ্ছ্রাদি চান্দ্রায়ণ ব্রত অর্থাৎ কখন অনশন, কখন অর্দ্ধাশন, কখন একাশন, কখন পর্ণাশন, কখন কণা-ভক্ষণ, কখন জলাশন, কখনও বা বায়ুভক্ষণরূপ কঠোর-কৃচ্ছ্রাদি তপশ্চরণ করিয়া, দেহী অর্থাৎ পাপ-কর্দ্দমে কর্দ্দমাক্ত পঙ্কিল জীব কদাপি শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কেন না, কলিকালে কলির জীব তপ্ত-কৃচ্ছাদি চান্দ্রায়ণ ব্রত-সাধনে অসমর্থ; সুতরাং একবার মাত্র পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের, পবিত্র-কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীমাধবের পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিলেই, সর্ব্বান্তঃকরণে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অতএব, জীব যাদৃশ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব নাম উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করে, তাদৃশ তপ্ত-কৃচ্ছাদি ব্রত-সাধনায় শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অতএব, বেশ বুঝা গেল যে, তপ্তকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণে পাপীর পাপ ক্ষালিত হয় বটে; কিন্তু, পাপ-পঙ্কে কর্দ্দমাক্ত পাপ-পঙ্কিল মলিন চিত্ত কদাপি শুদ্ধ হয় না; পরন্তু, হরিনাম কীর্ত্তন ও স্মরণে পঙ্কিল-চিত্তের পাপ-কালিমা পর্য্যন্তও মুছিয়া যায় এবং মলিন চিত্ত পবিত্র ও নির্ম্মল হয়।

সঙ্কীর্ত্তিতঃ কীর্ত্তিত এব নিত্যং,
মহানুভাবো ভগবাননন্তঃ।

সমন্ততোঽঘং বিনিহন্তি মেঘং,
বায়ুর্যথা ভানুরিবান্ধকারম্ ॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল।৫৪

প্রবল পরাক্রান্ত প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ আকাশ-মণ্ডলে মেঘরাশিকে অনন্ত দূরে অপসারিত করে, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য উদিত হইয়া, যেরূপ অনন্ত সৌরজগতের সঞ্জীভূত স্তূপীকৃত অনন্ত তমোরাশিকে নাশ করেন; সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ অনন্তের মহানুভাব পবিত্র নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলেই, তিনি চতুর্দ্দিক্ হইতে নামকীর্ত্তনকারীর পাপরাশি নাশ করিয়া দেন। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ কহিতেছেন,—

" সঙ্কীর্ত্ত্যমানং ভগবন্তমাত্ত—
মাজন্ম পাপং যদকারি যৈস্তু।
তে মুক্তপাপাঃ সুখিনো ভবন্তি,
যথামৃতপ্রাশনতর্পিতাশ্চ ॥ "

বামনপুরাণ।৯৪

'যাহারা জন্মাবধি পাপার্জ্জনে তৎপর, ভগবন্নাম কীর্ত্তনে তাহারা নিরত হইলে, তাহাদের আজন্ম-সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের লব্ধ-সম্পত্তি পাপরাশি নাশ পাইয়া যায় এবং তাহারা চিরতরে মুক্তপাপ হইয়া, অমৃতপানতৃপ্ত অমরার অমরগণের ন্যায় প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য-লোকে উপনীত হইয়া, সুখভাগী হয়।' সুতরাং এই সকল শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায় যে,—

স্বপ্নেঽপি নাম স্পৃশতোঽপি পুংসঃ,
ক্ষয়ং করোত্যক্ষয়পাপরাশিম্।
প্রত্যক্ষতঃ কিং পুনরত্র পুংসা,
প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য ॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব।২৩২

কোন অবশ ব্যক্তি নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করিলে, সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারে। সিংহের হস্ত হইতে যেমন মৃগ পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ হরিনাম কীর্ত্তনে পাপী পাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে; আর, সেই পাপী মোক্ষ-ধামে গমনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়। স্বপ্নাবস্থাতেও যদি কোন পুরুষ নারায়ণের নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে, সেই পুরুষের পাপরাশি ক্ষয় পায়; আর, যে ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করে, তাহার সিদ্ধ না হয়, এমন কার্য্যই নাই অর্থাৎ হরিনাম স্মরণ-কীর্ত্তনে সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হয়। কেন না, নৃসিংহপুরাণে উক্ত আছে যে,—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

নৃসিংহপুরাণ।

শূকরের দন্তাঘাতে ম্লেচ্ছের প্রাণ সংশয়াপন্ন হওয়ায় অর্থাৎ কোন ম্লেচ্ছ জনসমাগম-শূন্য জঙ্গল-পথে যাইতেছিল, দৈবযোগে একটি বৃহৎকায় শূকর আসিয়া, ম্লেচ্ছকে দন্তাঘাতে বিদারণ করিলে, ম্লেচ্ছ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া,—'হারাম—হারাম' বলিয়া, রোদন করিতে লাগিল। অর্থাৎ যবন-ভাষায় শূকরের নাম 'হারাম,' ইহা দ্বারা 'হা রাম--হা রাম,' উচ্চারণ করায়, ম্লেচ্ছের 'রামনাম' কীর্ত্তন ঘটিল। এই নামাভাস-বলে ম্লেচ্ছ ভগবন্নাম কীর্ত্তনের পূর্ণফল প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যধামে গমন করিল। এইরূপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপাচারী ব্রাহ্মণতনয়— "অজামিলোঽপ্যগান্মুক্তিঃ" অজামিল আজন্ম পাপকার্য্যে রত রহিয়া, অহর্নিশ কুকর্ম্মে, কুকথায়, কুসঙ্গে, কুপ্রসঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিয়া, অন্তিম কালে, অন্তর্জ্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত হইয়া, মুমূর্ষু দশায় 'নারায়ণ' নামক পুত্রকে আকুল-আবেগে ডাকিয়াই, প্রদীপ্ত অপাপ-বিদ্ধ দেবারাধ্য নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। অতএব,

পাপাত্মা অজামিল, নাম-সাধনের আয়োজন না করিয়াই, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে জীবনাবসানরূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায় মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইয়াও, দীন-শরণ দীননাথের নাম কীর্ত্তনের অভিলাষ স্বপ্নেও করে নাই ; সে পতিত জীব,—সে কালভয়বারীর অভয় পদাশ্রয়ও চায় নাই,—সে কালভয়ে কাতর হইয়া, মোহবশে পুত্রকে ডাকিয়া, প্রাণের কথা কহিবে ভাবিয়াছিল ; সুতরাং তাহার 'নারায়ণ' উচ্চারণ নাম-সাধন বা হরিনাম-কীর্ত্তন নয়,—নামাভাস মাত্র। কিন্তু, সে যখন নামাভাস-মাত্র সম্বল করিয়াও, কালপাশকে উপহাস করিতে পারিয়াছিল, তখন নামের ভিতরে যে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে, তাহা আর কি বলিবার প্রয়োজন হয় ? শুকদেব গোস্বামী কহিয়াছেন,—

" এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং,
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি,
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥ "

শ্রীমদ্ভাগবত ।৬।৩

' ভগবন্নামোচ্চারণের মাহাত্ম্য দেখ !— কেবল নামোচ্চারণ করিয়া, মহাপাপী অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল। অতএব ভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম,—এই সকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে কেবল পুরুষদিগের পাপক্ষয়মাত্রে উপযোগী, এরূপ বলা যায় না ; কারণ, মহাপাপী অজামিল অশুচি ও মুমূর্ষুসময়ে অসুস্থচিত্ত হইয়াও, 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করাতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল। ' অর্থাৎ ভগবানের গুণ-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন কেবল যে মনুষ্যগণের পাপ-ক্ষয়মাত্র করেন, এমত নহে ; কারণ পাপী অজামিল অশুচি এবং অসুস্থচিত্ত হইয়াও, নিজের পুত্র 'নারায়ণ'কে আহ্বান করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। সৃষ্টিকুশল বিধাতা ব্রহ্মার মানসপুত্র কলিপাবন মহাজন সনৎকুমার, দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন,—

" নামৈকং যস্য জিহ্বাং স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা;
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণবনিতালোভপাষণ্ডমধ্যে ,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ "

পদ্মপুরাণ। স্বর্গ।৪৮

'হে বিপ্র! ভগবন্নাম শুদ্ধবর্ণই হউক্ বা অশুদ্ধবর্ণই হউক্, ব্যবধান-রহিত হইয়া, অসংখ্য নামের মধ্যে একটি মাত্র নামও যদি একবারও কাহারও স্মরণপথগত শ্রোত্রমূলগত কিংবা ছলক্রমেও উচ্চারিত হয়, তবে সে নাম সত্য সত্যই তাহাকে তারণ করেন। এমন তারক নাম যদি দেহ-গেহাসক্ত বনিতা-ধনলুব্ধ শিশ্নোদরপরায়ণ পাষণ্ড মধ্যেও নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ পরদার-পরধনাপহারী, কদাচারী ভোগাসক্ত শিশ্নোদরপরায়ণ দুরাত্মারা উপহাসচ্ছলেও যদি উচ্চারণ করে, তবে কি ফলজনক হয় না? অর্থাৎ তাহাদিগের পাপক্ষালন করে না? বস্তুতঃ এরূপ ক্ষেত্রেও অর্থাৎ এরূপ পাপপঙ্কে কর্দ্দমাক্ত পাপ-পঙ্কিল পাষণ্ডের পক্ষেও শীঘ্রই ফলপ্রদ হয় অর্থাৎ পাষণ্ডের হৃদয়স্থ যাবতীয় পাপরাশি শীঘ্রই ধ্বংস করিয়া, পাষণ্ডকে সাধুপথে আনিয়া থাকেন।'

তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র নাম যাহার বাক্যগত অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্মধ্যে প্রবৃষ্ট, স্মরণপথগত অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনঃস্পৃষ্ট কিংবা কর্ণমূলে স্পৃষ্ট অর্থাৎ শ্রুতিগোচর হয়েন, তাহা হইলে, সে শুদ্ধবর্ণই হউন বা অশুদ্ধবর্ণই হউন, ব্যবহিত-রহিত হইলেই অর্থাৎ নামের এক অংশ উচ্চারণ করা হইয়াছে, এমন সময় যদি অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ করা হয়; কিন্তু, অবশিষ্টাংশের উচ্চারণ না করা হয়, তাহা হইলে, ঐ উচ্চারণকে ব্যবহিত বলে। মনে কর, যেমন 'নারায়ণ' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, 'নারা' এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া, পরে অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করা হয় ও নামের অবশিষ্টাংশ 'য়ণ' এই-দুই-অক্ষর আর উচ্চারণ না করা হয়,

তাহা হইলে, ইহাকে 'ব্যবহিত' বলে। আর, 'নারা' শব্দের পর অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া, পরে 'য়ণ' শব্দ উচ্চারণ করা হইলে, অর্থাৎ 'নারায়ণ' এইরূপ উচ্চারণ করিলে, তাহাকে ব্যবহিত-রহিত বলে। এই নাম এমন পবিত্রকারী যে, দেহ-গেহাসক্ত বনিতা-ধনলুব্ধ শিশ্নোদর-পরায়ণ পাষণ্ডমধ্যেও যদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতেও শীঘ্র ফলজনক হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—তুরাচারী তুরাত্মা পাষণ্ড জগাই-মাধাই, তাহারা তুভাই ঘোর পাষণ্ড ছিল, মহাপ্রভুর কৃপায় হরিনাম উচ্চারণ করিবামাত্রই, তাহারা সাধুপথে আসিল এবং পরিণামে ভগবদ্ভক্ত হইল। বাস্তবিক, নামের এমন মহিমা, এমন অলৌকিক শক্তি যে, শ্রদ্ধা-সহকারে নাম করিলে, তাহার ফল হয়ই; কিন্তু, নামাভাস হইতেও অশেষ পাপে পাপীর পাপক্ষয় হইয়া থাকে;— "প্রোত্থনন্তঃ শ্রবণকুহরে হন্ত যন্নামভানোরাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্।" যদি ভগবানের নামরূপ সূর্য্যের আভাসমাত্রও একবার অন্তঃকরণ-কুহরে উদিত হয়, তাহা হইলে, তাহা মহাপাতক-রূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করিবেই করিবে। চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে উক্ত আছে যে,—

নামাভাস হৈতে সব পাপক্ষয় হয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহে অজামিল সাক্ষী॥

চৈতন্যচরিতামৃত।অন্ত।৩

অজামিল যখন মৃত্যু-সময়ে শ্রদ্ধাহীন হইয়াও পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া, ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবন্নামোচ্চারণ করিলে যে, ভগবদ্ধাম-প্রাপ্তি হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি?

———•———
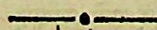
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ সকলের প্রতি সমভাব।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি,—"যেন কেন প্রকারেণ" ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে, যদি তিনি সকলের প্রতি সদয় হইয়া, পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন; তাহা হইলে, তিনি জ্ঞানী-অজ্ঞানী, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই প্রতি সমান। তবে কেন তিনি ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।" তবে তাঁহাকে সকলের প্রতি সমদর্শী বলিব কি প্রকারে?

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরপি সমোভাবো ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

পদ্মপুরাণ। ক্রিয়া।

অজ্ঞ মূঢ় অভাজন, বিশ্বাসভরে ভাব-সিক্ত-হৃদয়ে, শ্রদ্ধা-সহকারে আবেগ-ভরে ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে অশুদ্ধ-বর্ণোচ্চারণে, "বিষ্ণায় নমঃ" বলিয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া থাকে। আর, অশেষ-শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ পণ্ডিতজন অগাধ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, ব্যাকরণ-ঘটিত শুদ্ধবর্ণোচ্চারিত কলস্বর-সমাযুক্ত রসভাব-সমন্বিত, জ্ঞান-গরিমার গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায়,—"বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া, ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন। কিন্তু, ভাবময় ভগবান্ ভাবগ্রাহী; তিনি প্রাকারগ্রাহী নহেন।

ভাবগ্রাহী ভগবান্, ভক্তের হৃদয়গত ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তুমি অগাধ-বিদ্যায় বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত হও কিংবা নিতান্ত গণ্ডমূর্খ হও, তাহা ত ভগবান্ দেখিতে চান না,—তিনি দেখিতে চান, তোমার হৃদয়ে ভাব-ভক্তি আছে কি না; যদি তোমার হৃদয়ে ভাব-ভক্তি থাকে, তবে তুমি 'বিষ্ণবে' বা 'বিষ্ণায়' যাহাই বল না কেন, উভয়ই সমান। আর, তুমি অগাধ-বিদ্যায় বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত হইয়াও, যদি ভাব-ভক্তিহীন হও, যদি তোমার হৃদয়ে ভাব-ভক্তি-বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার ব্যাকরণ-ঘটিত বিশুদ্ধ-বর্ণোচ্চারিত অক্ষর-পঙ্‌ক্তির আড়ম্বর স্তোত্রাবলী পাঠে ভাবগ্রাহী ভগবানের চিত্ত বিগলিত হইবে না। পরন্তু, তুমি অজ্ঞ নিরক্ষর গণ্ডমূর্খ হইয়াও, যদি ভাব-সিক্ত-হৃদয়ে, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত ব্যাকরণ-দূষিত অক্ষর-ভ্রংশ অশুদ্ধ-বর্ণোচ্চারিত, শ্রুতি-কটু স্তোত্রাবলী পাঠ করিয়া, ভগবান্‌কে হৃদয়ের ব্যথা জানাইতে থাক; তবে ভাবগ্রাহী ভগবান্, তোমার সেই ভাব-সিক্ত হৃদয়ের উদ্‌গীত ভক্তি-রসাপ্লুত স্তোত্রাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে, তোমার হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত পাপরাশি ধ্বংস করিতে, সমীপস্থ হইবেন; সংশয় নাই। সুতরাং, তিনি সকলেরই প্রতি সমভাব প্রদর্শন করেন; তাঁহার নিকট পণ্ডিত-মূর্খ বিচার নাই, সকলেই সমান। অতএব, মূর্খই হউক অথবা পণ্ডিতই হউক, ভক্তি-বিশ্বাস-সহকারে "যেন কেন প্রকারেণ" ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে, ভাবময় ভাবগ্রাহী ভগবান্, তাহাদের মনোভাব বুঝিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। বরং তিনি মূর্খের প্রতি সত্বর সন্তুষ্ট হন এবং সরল-বিশ্বাসী মূর্খকেই দর্শন দিয়া, ধন্য করিয়া থাকেন। সরল-বিশ্বাসী মূঢ়জন, চেষ্টা করিলে, এক-জন্মেই অনায়াসে তাঁহার দর্শন লাভে জন্ম সফল ও জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। কিন্তু,

পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেক জন্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হয়েন। একথা আমিই যে, গায়ের জোরে বলিতেছি, তাহা নহে ; ভগবান্ নিজমুখে কহিয়াছেন,—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" সুতরাং তিনি পণ্ডিত অপেক্ষা মূঢ়জনেরই সহজ-লভ্য ; একথা সকলকেই অম্লান-বদনে স্বীকার করিতে হইবে।

এ বিষয়ের একটি মজার গল্প আছে। কোন নদী-তীরে বসিয়া, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী জনৈক ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ. প্রত্যহ নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন। নদীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক গণ্ডমূর্খ নিরক্ষর কৃষক, প্রতিদিন তাঁহাকে তদবস্থায় উপাসনা করিতে দেখিয়া, একদিন মনে মনে চিন্তা করিল,—'আমিও উঁহার মত নদী-তীরে বসিয়া, ভগবানের উপাসনা করিব, তাহা হইলে, উঁহার ন্যায় লোক-সমাজে সকলের নিকট সমাদৃত ও সম্পূজিত হইতে পারিব। যাহাই হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণের নিকট যাইব, উনি কি বলেন দেখি।' এইরূপ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে, ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইল এবং দণ্ডবৎ প্রণামান্তর করযোড়ে প্রার্থনা জানাইল। কৃষক কহিল,—'প্রভু ! আমার জন্ম বৃথা যাইতেছে ভাবিয়া, আপনার শরণাগত হইয়াছি ; কৃপা করিয়া, আমাকে উদ্ধার করুন। আমি অতি মূর্খ, আমার একান্ত বাসনা, আপনার মত নদী-তীরে বসিয়া, ভগবানের উপাসনা করি, আপনি এমন উপদেশ দেন, যাহাতে আমার উদ্ধার হয়।' ব্রাহ্মণ, কৃষকের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া, সহাস্য-বদনে কহিলেন,—'কৃষক ! তোমায় আমি একটি উত্তম মন্ত্র প্রদান করিব ; কিন্তু, তোমাকে সব পরিত্যাগ করিয়া, এই নদী-তীরেই বসিয়া, অহর্নিশ সেই মন্ত্র জপ করিতে হইবে ; পারিবে কি ?' কৃষক শুনিয়া, আনন্দে উত্তর করিল,—'হাঁ, ঠাকুর ! আমি স্ত্রী-পুত্র-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি— আপন কায়ার মায়া

পর্য্যন্ত ভুলিয়া, দিন-রাত নদী-তীরে বসিয়াই, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, মন্ত্র জপ করিব। অতএব, কৃপা করিয়া, একটি মন্ত্র প্রদান করুন।'

ব্রাহ্মণ কৃষকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, কৃষকের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে জানিয়া, কহিলেন,—'কৃষক! নদীতে স্নান করিয়া আইস, তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিব।' কৃষক অবিলম্বে স্নান করিয়া আসিল, ব্রাহ্মণ তাহাকে ভগবানের 'গোপাল' নামটি জপ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু, নিরক্ষর গণ্ডমূর্খ কৃষকের জিহ্বা,—'গোপাল' নাম উচ্চারণে অসমর্থ হইল। গোপালের 'গ' ছাড়িয়া, 'ওপাল' উচ্চারণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—'ইহাতে ক্ষতি কি? ইহার হৃদয়ে 'ভাব-ভক্তি-বিশ্বাস' আছে; সুতরাং নামের মহিমায় কালে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধভাবে নাম জপ করিতে পারিবে; সন্দেহ নাই।' এইরূপ বিচার করিয়া, ব্রাহ্মণ কৃষককে তাহাই জপ করিতে আদেশ করিলেন। কৃষকও তাঁহার উপদেশমত নদী-তীরে বসিয়া, 'গোপাল' নাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। দিন যায়, রাত্রি আসে, আসন ছাড়িয়া উঠিল না;—অবিরাম-অবিশ্রামভাবে, এক স্থানে বসিয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-পুত্রের মায়া-মমতা, এমন কি—আপন কায়ার মায়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া, একাগ্র-চিত্তে মনে-প্রাণে এক করিয়া,—'ওপাল, ওপাল' জপ করিতে লাগিল। এইরূপে জপ করিতে করিতে, তন্ময় হইয়া গেল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্তের তন্ময়তা বুঝিয়া, কৃপা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, লক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—'কমলা! আজকাল আমার একটি নূতন ভক্ত হইয়াছে এবং সে আমার নামও নূতন করিয়া রাখিয়াছে; তুমি তাহাকে দেখিতে চাও?—তবে আমার সঙ্গে চল।' এই বলিয়া, গোলোকপতি গোলোক পরিত্যাগ করিয়া, কমলাসহ ভক্ত-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভক্তাধীন ভগ-

বানের অপার মহিমা !—কৃষকের তন্ময়তা দেখিয়া, দয়ার অবধি রহিল না, ভাবিলেন,—'আহা ! ভক্ত আমার অনাহারে অনেক দিন রহিয়াছে ; ইহাকে অগ্রেই কিছু আহার্য্য দাওয়া যাউক।' এই ভাবিয়া, কমলাপতি কমলাকে আদেশ করিলেন,—'কমলা ! তুমি উহার নিমিত্ত কিছু আহার্য্য লইয়া, নিকটে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর,—'এমন তন্ময় হইয়া, কাহার নাম জপ করিতেছ ?' তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবে।' কমলা, ভগবানের আদেশ পাইয়া, অবিলম্বে তাহার সমীপে যাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কৃষক ! তুমি এমন তন্ময় হইয়া, অনাহারে থাকিয়া, কাহার নাম জপ করিতেছ ?'—একবার দুইবার বারবার জিজ্ঞাসা করিতে, কৃষকের ধ্যান ভঙ্গ হইল, একাগ্রতা ভাঙ্গিল, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, ক্রোধে জ্বলিয়া কহিল,—'তোর ভাতারের নাম জপ করিতেছি ; যে করিলাম, তোর তাহাতে কি ? আমার সাধনায় ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছে ; যা, দূরে যা।' এই বলিয়া, আবার চক্ষু মুদিয়া, জপ করিতে লাগিল। কমলা দাঁড়াইয়া শুনিলেন, সত্যই বটে, ভগবানের নূতন করিয়া,—'ওপাল' নাম রাখিয়াছে। কমলা হাসিতে হাসিতে, ভগবানের সমীপে উপনীত হইলেন ; উভয়ে কিছুক্ষণ হাসিয়া, ভগবান্ কমলাকে কহিলেন,—'কেমন, তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, ঠিক কি না ?' কমলা উত্তর করিলেন,—'হাঁ প্রভু ! আহা, বাছা অনেকদিন অনাহারে আছে, চলুন, উভয়ে গিয়া, উহাকে আহার করাইয়া, উহার জীবন রক্ষা করি।' ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ কমলাসহ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কৃষকের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া, শঙ্খধ্বনি করিলেন, কৃষকের ধ্যান ভঙ্গ হইল। কৃষক ভগবানের দর্শন পাইয়াই, ভক্তি-গদ্-গদ-চিত্তে, আকুল-আবেগে স্তব করিতে লাগিল ;—

"যো বন্দ্যস্ত্র্যর্ষিসিদ্ধচারণগণৈর্দেবৈঃ সদা পূজ্যতে,
যো বিশ্বস্য বিসৃষ্টিহেতুকরণে ব্রহ্মাদিদেবপ্রভুঃ।

যঃ সংসারমহার্ণবে নিপতিতস্যোদ্ধারকো বৎসল—
স্তস্যৈবাপি নমাম্যহং সুচরণৌ ভক্ত্যা বরৌ পাবনৌ ॥ ”

‘যিনি ঋষি, সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণের সদা বন্দিত, যিনি বিশ্বের বিধান-হেতু পূজিত ব্রহ্মাদি দেবগণেরও প্রভু এবং যিনি স্নেহযুক্ত হইয়া, সংসার-মহার্ণবে পতিতজনের উদ্ধারক, আমি ভক্তিপূর্ব্বক সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানের পবিত্র চরণদ্বন্দ্বে নমস্কার করি। হে প্রভো! আপনার দাস আমি, ভৃত্য আমি; আপনার ভক্তি জানি না, ভাব জানি না; হে হরে! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন। হে মাধব! সেই সকল মানবগণই ধন্য; যাঁহারা ভবদীয় ধ্যানে মন বিলীন করিয়া,—‘গোপাল, মাধব’ ইত্যাদি নাম জপ ও কীর্ত্তন করিয়া, নির্ম্মল-কলেবরে মর্ত্ত্যধাম হইতে বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিয়া থাকেন।’ কৃষক, এইরূপে ভগবানের দর্শন লাভে জন্ম সফল ও জীবন সার্থক করিয়া, ভগবানের সহিত নিত্য-ধাম বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিল। অতএব,—“শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ, যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।” ভাবগ্রাহী ভগবানের পবিত্র নাম শুদ্ধবর্ণোচ্চারিত হউক অথবা অশুদ্ধবর্ণোচ্চারিত হউক কিংবা অক্ষর-ভ্রংশই হউক, ভাব-ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে উচ্চারিত হইলে, তাহা শুভদায়ক হইবেই হইবে। কেন না, ভক্তবৎসল ভগবান্ বড় দয়ালু, তাঁহাকে যে যে নামে ও যে ভাবে ডাকিবে, তিনি ভক্তের হৃদয়গত-ভাব বুঝিয়া, ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন; সংশয় নাই। তাঁহার অপার মহিমা! ভক্তিভাবে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে, ভাবনা কি আর?—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, যে কেহই হউক, অনুরাগের সহিত নাম কীর্ত্তন করিলেই, ভগবান্ সমীপে আসিয়া, আপনার লোক করিয়া, ভব-পারাবার পার করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই প্রতি সমান। তিনি গীতায় অর্জ্জুনকে কি কহিয়াছেন জান? তিনি কহিয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

ভগবদ্গীতা।৯

'হে সখা অর্জ্জুন! আমার রহস্য এই যে, আমি জ্ঞানী-অজ্ঞান পণ্ডিত-মূর্খ, পাপী-তাপী সকল ভূতে একরূপ অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই অর্থাৎ কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই। ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু, আমার বিশেষ বিধি এই যে, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহারা আমাতে আসক্ত এবং আমিও সেই সকল ভক্তে আসক্ত থাকি। যদি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার উপাসনা করে, তবে সেই সাধু অর্থাৎ যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি দুরাচার হইলেও, তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে। যেহেতু, তাঁহার অধ্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে অতি সুন্দর। সুদুরাচার শব্দের অর্থ এই যে, বদ্ধ জীবের আচার দুই প্রকার ;—সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই সাম্বন্ধিক। আর, শুদ্ধজীব-স্বরূপ আত্মার যে আমার প্রতি চিৎকার্য্য-রূপ আচার আছে, তাহা জীবের স্বরূপগত। তাহার

অন্য নাম অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীব, কেবলা ভক্তি ও সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। জীবের হৃদয়ে, অনন্যভজন-রূপ ভক্তি উদিত হইলেও, দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে, জীবের ইতর রুচি থাকে না। যে পরিমাণে যাহার হৃদয়ে, ভগবৎ-রুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে তাহার ইতর রুচি খর্ব্বিত হইয়া থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, কখন কখন ইতর রুচি বল প্রকাশপূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে; কিন্তু, অতি শীঘ্রই তাহা ভগবৎ-রুচি দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে দুরাচার, এমন কি সুদুরাচার অর্থাৎ পরহিংসা, পরদ্রব্য-হরণ, পরদারগমন ইত্যাদি, যাহাতে ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না, যদিও কদাচিৎ এমন রুচি লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তি-রূপ মদ্ভক্তি দূষিত হয় না, ইহাই জানিবে। অতএব, কোনও ভক্তকে পূর্ব্বোক্তরূপ দোষে দোষী দেখিয়া, তাহাকে কদাপি অসাধু বলিয়া মনে করিও না। কেন না, সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, নিরন্তর শান্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তি-পথারূঢ় জীব, কখনই নষ্ট হইবে না। তাহার অধর্ম্মাদি প্রথম অবস্থায় নিসর্গ ও ঘটনাবশতঃ থাকিলেও, ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধি-রূপ হরি-ভক্তি দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্য-ধর্ম্ম-রূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া, ভক্তি-প্রভাবে পাপ-পুণ্য হইতে মুক্ত হইয়া, পরম শান্তি লাভ করিবেন। হে পার্থ! যাহারা নিকৃষ্ট কুলজাত বা নিতান্ত পাপাত্মা; যাহারা কৃষ্যাদি-নিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়নাদি-রহিত শূদ্র তাহারা অথবা স্ত্রীলোকেরাও আমাকে আশ্রয় করিলে, অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে।

অর্থাৎ অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোক সকল এবং বৈশ্য তথা শূদ্র প্রভৃতি নীচ-বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য-ভক্তিকে বিশিষ্ট-রূপে আশ্রয় করিলে, পরাগতি অবিলম্বে লাভ করে। আমার ভক্তি-আশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি-সম্বন্ধীয় কোন্ প্রকার প্রতিবন্ধক নাই।' অতএব ভগবানের নিকট কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি নীচ জাতি, কি উচ্চ জাতি, সকলেই সমান।

ন তপোভি র্ন বেদৈ র্ন জ্ঞানেনাপি চ কর্ম্মণা।
হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকা॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর।১৩২

হয় ত, অনেকে মনে করেন যে, ভগবান্ বুঝি তপস্বীর প্রতি সদা সন্তুষ্ট হন, নয় ত অগাধ-বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতের প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকেন; তদুভয় ব্যক্তিই তাঁহার পরম প্রিয়। কিন্তু, সে কথা ভুল,—সম্পূর্ণ ভুল; তিনি তপস্বীর কঠোর তপঃ-সাধনায়, কি চতু-র্ব্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে, কি কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর কর্ম্মে সন্তুষ্ট নহেন এবং ঐ সকল দ্বারা তিনি কাহারও লভ্য নহেন। একমাত্র তিনি ভক্তিমান্ ভক্তের প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভক্ত তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—ব্রজ-গোপীগণ। ব্রজ-গোপবালাগণই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, তাঁহারা কোন সাধনার সেবা করেন নাই; অথচ, অসাধ্য-সাধনের ধন, প্রেম-ধনকে পাইয়াছিলেন। গোপীগণ গুরুগৃহে গিয়াও কখন বেদাধ্যয়ন করেন নাই, সৎসঙ্গও করেন নাই, তাঁহারা কঠোর-কৃচ্ছ্র তপস্যার অনুষ্ঠানও করেন নাই, কেবল ভগবানের সংসর্গ, ভগবানে আসক্তি ও তাঁহার প্রতি প্রেম-ভক্তি করিয়া, প্রেমের ফলে, তাঁহাকে পাইয়াছেন। সুতরাং, ব্রজ-গোপী-গণের ভগবৎ-কৃপা-লাভ-সম্বন্ধে সাধন-ভজনের সংবাদ নাই, কেবল-মাত্র কৃষ্ণ-কৃপারই পরিচয় আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের

সর্ব্বস্ব। ব্রজ-বালা গোপিকাগণ উষীকৃষ্য অর্থাৎ ভগবান্-সহ সতত একত্র বাস ভিন্ন ধন-রত্ন, বিদ্যা-বুদ্ধি, কুল-শীল ও সুখ-সম্পদের ধার ধারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁহারা পাগলিনী হইয়া, সতত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেন। প্রেম, সুধা-সমুদ্র; উহার কূল-কিনারা কিছুই নাই, উহা অনন্ত ও অসীম। উহার কণিকামাত্র-সংস্পর্শে মরুভূমিতে পারিজাত ফুটে, ঘেঁটুফুলে ভ্রমর ছুটে, মরা প্রাণ বাঁচিয়া উঠে, পঙ্গু-খঞ্জ নাচিয়া উঠে; আর, বোবার মুখ ফুটে। উহা বিশ্ব-বিপ্লাবী তরঙ্গভঙ্গভরে সদাই অসীম হইলেও, উহার বিন্দুমাত্র-সংস্পর্শে পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবাই সমান হইয়া যায়। ভেদভাব আর, দেখিতেও পাওয়া যায় না। অধুনা নীলাচলে, —"ত্রৈলোক্যনাথোঽপি দীনাতিদীনঃ, অসীম-সত্ত্বোঽপি হীনাতিহীনঃ।" কি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর রাজা-মহারাজা, কি দীনাতিদীন হীন দরিদ্র পথের ভিখারী, কি অগাধ-বিদ্যায় পার-দর্শী জ্ঞানবান্ পণ্ডিত, কি, অকাল-কুষ্মাণ্ড নগণ্য গণ্ডমূর্খ;—কিবা অশীতিপর বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধ, কি বাল্যখেলা-নিরত শিশুপ্রাণ বালক; মোটের উপর, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সমান হইয়া, যেন একাকার একার্ণবে পরিসমাপ্ত!—"নির্দ্বন্দ্বভাবোঽপি নরার্ত্তিকাতরঃ" হইয়া, উদার-ভাবে অনন্ত প্রেম-সিন্ধুর দিকেই ধাবিত হইতেছে।

———০———

নবম পরিচ্ছেদ।

নাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বজাতি অধিকারী।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, বেদশাস্ত্রে বৈদিক উপাসনা-কাণ্ডে জাতি-বিচার অর্থাৎ শূদ্রের পক্ষে মন্ত্রজপাদি নিষেধ আছে। বেদ বলেন,—'বিপ্রাদি বর্ণত্রয়েরই বেদে অধিকার আছে, অন্ত্যজ-জাতির বেদে অধিকার নাই।' সুতরাং নাম-কীর্ত্তন ত বেদের অন্তর্গত। তবে, অন্ত্যজ-জাতি কিরূপে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিবে?

আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়ন্তে পারম্পর্য্যাৎ সামান্যবৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন,— 'চণ্ডালাদি হীন অন্ত্যজ-জাতিও ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ে অধিকারী; কেন না, আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়-নির্ম্মূলের এবং ভবদুঃখ-মোচনের বাঞ্ছা সকলেরই সমান। যদি বল যে, বিপ্রাদি বর্ণত্রয়েরই বেদে অধিকার আছে, চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-জাতিরা বেদাধ্যয়নে অধিকারী নহে; সুতরাং ভগবদ্ভক্তির অর্থাৎ নাম-কীর্ত্তনের পাত্র কিরূপে হইবে?— কিন্তু, তথাপি তাহারা গুরু-পরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট হইলেই, ভক্তিমান্ বলিয়া, পরিগণিত হয়। মীমাংসা-দর্শনে উক্ত আছে যে,— "চোদনালক্ষণোঽর্থোধঃ।" আর, বেদান্ত-দর্শনে লিখিত আছে যে,—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" অর্থাৎ উপদিষ্ট ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম এবং সকল ধর্ম্মেরই কারণ শাস্ত্র; এই ন্যায়বশতঃ ধর্ম্ম অলৌকিক বস্তু বলিয়া জানা যায়। এই সমস্ত শ্রুতির মর্ম্মার্থ

হৃদয়ঙ্গম করিলে, চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-জাতি-বিষয়ে আর কোন প্রকার প্রতিবাদ থাকে না।

"অতো হ্যবিপক্বভাবানামপি তল্লোকে।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

অতএব, ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ে অর্থাৎ ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে যেরূপ বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের অধিকার আছে, তদ্রূপ চণ্ডালাদি হীন অন্ত্যজ-জাতিরও অধিকার আছে, ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে সকলেই তুল্যাধিকারী; ইহা প্রতিপন্ন হইল।' বেদান্ত-দর্শনে ভগবান্ ব্যাসদেব বলেন,—

"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।"

ব্রহ্মসূত্র।১।৩।৩৩

'গুরুর অনাদর হেতু শোকাকুল হইয়া, গুরু-সমীপে গমন করায়, শূদ্রপদটি সূচিত হইয়াছে। যদিও ব্রহ্মচর্য্যাভাবে শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, তাহা হইলেও, বেদ-নির্য্যাস পুরাণাদিতে তাহার অধিকার সূচিত হইয়াছে।' সূতমুনি শৌনককে কহিতেছেন,—

"দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥
স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচি।
বিবিক্তদেশ আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে॥
পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১।৪

যুগ-পরিবর্ত্তের নিয়মক্রমে দ্বাপর নাম তৃতীয় যুগ উপস্থিত হইলে, মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব, হরির অংশে ও পরাশরের ঔরসে বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই ভূত-ভবিষ্যদ্বেত্তা পরাশর-নন্দন একদা সূর্য্যোদয়ের পর সরস্বতী-নদী-জলে স্নানাহ্নিকাদি সমাপন-পূর্ব্বক পবিত্র-চিত্তে নির্জ্জনে বদ্রিকাশ্রমে একাগ্রমনে উপবিষ্ট

আছেন; এমন সময়ে পৃথিবীর তদানীন্তন অবস্থা তাঁহার মনোদর্পনে প্রতিভাত হইল। তিনি দিব্য-জ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, কালের অতি দুজ্ঞেয় ও অলক্ষ্য বেগবলে ভূমণ্ডলে যুগ-পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন যুগধর্ম্ম পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে; তজ্জন্য এই ভৌতিক শরীরের শক্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যের আর তাদৃশ ঈশ্বর-শ্রদ্ধা নাই; তাহাদের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে,—বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পরমায়ুঃও অল্প হইয়া আসিয়াছে; ভাগ্যও হীনবল হইয়াছে। তখন তাঁহার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইল,—'কি করিলে, ব্রাহ্মণাদি—শূদ্রান্ত সর্ব্ববর্ণের মঙ্গল হয়?' অশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন ভগবান্ ব্যাসদেব, অবশেষে স্থির করিলেন; বৈদিক কর্ম্ম ঋত্বিক্-চতুষ্টয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, লোকের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে পারে। তদনুসারে তিনি এক বেদ চারি অংশে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব,—এই বেদ-চতুষ্টয়ের উদ্ধার হইল। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে পৈল মুনি ঋক্, জৈমিনি সাম, বৈশম্পায়ন যজুঃ এবং অভিচার-কর্ম্মে রত সুমন্তু অথর্ব্ব-বেদ অধ্যয়ন করিয়া, তত্তদ্বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা করেন। ঐ সকল ঋষিরা আপন আপন বেদ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া, নিজ নিজ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। সেই সকল শিষ্যেরাও স্ব স্ব শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া যান। এইরূপে এক এক বেদ অশেষ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। মন্দবুদ্ধি মনুষ্যেরা এক্ষণে সেই সকল শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। দীন-বৎসল ভগবান্ বেদব্যাস এই কারণেই বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন।

" স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ॥ "

শ্রীমদ্ভাগবত ।১।৪

'নিন্দিত দ্বিজ, শূদ্র ও স্ত্রী-জাতির বেদ-শ্রবণে অধিকার নাই' এই বিবেচনায় মহর্ষি বেদব্যাস, তাহাদিগেরও হিত-সাধনার্থ কৃপা করিয়া, মহাভারত প্রণয়ন করিলেন; কিন্তু, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও, মুনিবর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন অপ্রসন্ন-মনে সরস্বতীর পবিত্র তটে উপবেশন করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন;—'আমি ব্রত ধারণ করিয়া, বেদ, গুরু ও অগ্নিকে যথাযথ পূজা করিয়াছি; কদাপি তাঁহা-দিগের আজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই এবং ভারত-রচনাচ্ছলে সমুদায় বেদার্থই কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহা হইতে স্ত্রী-জাতি এবং শূদ্র প্রভৃতি অপকৃষ্ট বর্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারে।' অতএব,—

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ।

ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৬

বেদাধ্যয়নে উপনয়নাদি সংস্কার উল্লেখ থাকায় এবং শূদ্রাদি-পক্ষে নিষেধ-হেতু উহার বেদাধ্যয়নাধিকার নিরস্ত হইল।

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।

ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৭

জাবালের ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণে অভিলাষ হইলে, তাঁহার গুরু, পরীক্ষা দ্বারা যখন জানিতে পারিলেন, তিনি শূদ্র নহেন. তখন তাঁহাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা সূচিত হইল।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ।

ব্রহ্মসূত্র।১।৩।৩৮

বেদ শ্রবণ ও অধ্যয়নের অধিকার না থাকায় শূদ্রের পক্ষে, তাহার অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর নহে। স্মৃতিতেও, বেদাধ্যয়নাদি-প্রসঙ্গে ইহার অধিকার নাই। ইত্যাদি প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শূদ্রা-দির কেবল বৈদিক মন্ত্রাদি জপে অধিকার নাই; কিন্তু, স্মরণ-

কীর্ত্তনাদি ভক্তি-সাধন কর্ম্মে তাহারা অধিকারী। যদি বল যে, পূর্ব্বকথিত সূত্রের মর্ম্মানুসারে যদি শূদ্রাদিও ভক্তির অধিকারী হইল, তবে মহাপাতকিগণের ভক্তির অধিকার হইতে পারে; সুতরাং ভক্তির অঙ্গীভূত বেদ-বাক্যাদিতেও শূদ্রাদি অন্ত্যজ-জাতির আশঙ্কা হয়? তদুত্তরে মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"মহাপাতকিনাং ত্বার্ত্তৌ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'যাহারা পতনের কারণ-স্বরূপ পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত আছে, তাহারা কেবল আর্ত্তি-ভক্তিতেই অধিকারী। পাপ-নাশের অবশ্যকর্ত্তব্যতা-নিবন্ধন যেরূপ প্রায়শ্চিত্তাত্মক সমস্ত কর্ম্মেই সাধারণে অধিকারী, তদ্রূপ পরা-ভক্তি-সাধন কর্ম্ম-সমূহে সকলের অধিকার নাই। কেন না, ভোগ করিলেই পাপ বৃদ্ধি পায়। তাহার নিবৃত্তি হইলে, পরা-ভক্তিতে অধিকার জন্মে; ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে চাণ্ডালাদি সকল জাতিই অধিকারী জানা যায়। দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলক্রিয়াদিভেদঃ।"

নারদসূত্র।

'ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বজাতিরই অধিকার আছে। যাঁহারা প্রকৃত ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত, তাঁহাদের কাছে জাতি-বিজাতি সবই একাকার। ভগবদ্ভক্তিতে অভিষিক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক হইয়া যায়; সুতরাং ভক্তি-সাধন-রাজ্যে জাতি-বিচার নাই, ভক্তি-সাধনায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই তুল্যাধিকারী। কেন না, ভক্তিমান্ ভক্তদিগের জাতির অভিমান, বিদ্যার অভিমান, রূপের অভিমান, কুলের অভিমান, ধনের অভিমান এবং ক্রিয়াকর্ম্মের অভিমান থাকে না; সুতরাং তাঁহাদিগের জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়াদি কোন প্রভেদ থাকে না। অর্থাৎ ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে, ও ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, এ ব্যক্তি চণ্ডাল, উনি পণ্ডিত, ইনি মূর্খ, সে ব্যক্তি সুরূপ, এ ব্যক্তি

কুরূপ, আমি কুলীন, আমি হীন, তিনি ধনী, আমি দরিদ্র, অন্যে ক্রিয়াবান, আমি ক্রিয়াহীন,—এইরূপ ভেদ-ভাব থাকে না ; সুতরাং ভগবদ্ভজনে সকলেরই তুল্যাধিকার।' পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে,—

ত্রয়ো বর্ণাস্তু বেদোক্তমার্গারাধনতৎপরাঃ।
স্ত্রীশূদ্রাদয় এব স্যুর্নাম্নারাধনতৎপরাঃ॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল।৫৩

বেদশাস্ত্র—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য,—এই দ্বিজাতিত্রয়কে বেদে অধিকারী করিয়া, তাহাদিগকে বেদোক্ত-বিধানে ভগবানের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু, শূদ্রজাতি ও স্ত্রীলোককে বেদশাস্ত্র, বেদে অনধিকারী করিয়া, বেদোক্ত-বিধানে ভগবানের আরাধনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু, তাহাদিগকে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন সাধনের উপদেশ দিয়া, নাম-কীর্ত্তনেই নিরত থাকিতে বলিয়াছেন। অতএব, বেদশাস্ত্র চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-জাতিকে ভগবন্নাম সাধন করিতে নিষেধ করেন নাই ; নাম-সাধনে তাহাদের বিশেষ-রূপে অধিকার আছে। পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, চিত্রকূট-পর্ব্বতে নিবাস-কালে, একটি উপত্যকার উপরিভাগে বসিয়া, কি যেন ভাবিতেছেন ; এমন সময়ে এক নীচ-কুলোদ্ভবা ব্যাধ-কন্যা ভগবৎ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—'হে অপ্রমেয়াত্মন্! ভগবন্! আমি নীচ-কুলোদ্ভবা হীন জাতি অতিমূঢ়া অবলা ; আপনার দাসীগণের—অনুদাসীর অনুদাসী—এইরূপ ক্রমে শত সোপানের পরবর্ত্তী অনুদাসীর—অনুদাসী হইতেও, অধিকারিণী নহি ; অতএব, আপনার দর্শন লাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। হে ভগবন্! আপনি বাঙ্মনের অগোচর পদার্থ ; তবে কিরূপে আজ আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম? হে দেবাদিদেব! আমি মূঢ়া আপনার স্তব-স্তুতি কিছুই জানি না. নিজগুণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' শবরীর এইরূপ ভক্তি-সিক্ত সানুনয় বাক্য-শ্রবণে ভগবান্ কহিলেন,—

"পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্॥
যজ্ঞদানতপোভির্ব্বা বেদাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা॥"

অধ্যাত্মরামায়ণ। অরণ্য।১০

'তুমি কে? কেন দীনভাবে অনাথিনী-বেশে সশঙ্কিতা, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিতা হইয়া, দূরে দণ্ডায়মানা? নীচ-কুলোদ্ভবা অন্ত্যজ-জাতি শবরী? তুমি মহাপাতকী?—তাহাতে দোষ কি? এস, আমার নিকটে এস। স্ত্রী বা পুরুষ, সজ্জাতি বা অসজ্জাতি, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ, উত্তমাশ্রমাবলম্বী বা-অধমাশ্রমাবলম্বী, যে কেহই হউক্, ভক্তি থাকিলেই, আমার ভজনে অধিকারী হইতে পারে। হে তপস্বিন্! এ ভক্তির অমৃতময় মধুময় রসাস্বাদন করিতে, তোমার মানা নাই; তুমি নীচকুলোদ্ভবা ও স্ত্রী-জাতি বলিয়া, সঙ্কুচিতা বা কুণ্ঠিতা হইও না,—এ ভক্তি বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী, ইনি আমার পরম প্রিয়া, ইনি রসময়ী ও রসদাত্রী, তোমার জন্য তিনি কাতরা, তোমায় তিনি তাঁহার চির-সঙ্গিনী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তোমায় সঙ্গে না করিয়া, তিনি একাকী গোলোকে যাইবেন না; তাঁহার সঙ্গে তুমি গোলোকের অধিকারিণী হইবে। এস, আকুল-হৃদয়ে বৈকুণ্ঠের রস-সাগরে অবগাহন কর, আর ভব-ভয়ে তোমাকে ভীত থাকিতে হইবে না। তপস্বিন্! তুমি মনে করিয়াছ, ঐ যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ব্যোমব্যাপী যজ্ঞধূমে যজ্ঞ-যাজন করিতেছেন; ঐ যে উদারচেতা দাতা, দাতাকর্ণোচিত দান-শৌণ্ডিকতায় পৃথিবীর স্থানে স্থানে যশঃ-স্তম্ভ দণ্ডায়মান করিয়াছেন, ঐ যে সর্ব্বত্যাগী তপস্বী, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, শরীরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সংসার-কোলাহলের অন্তরালে সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে বসিয়া,

কিংবা কখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, কখন অধোমস্তকে রহিয়া, অনাহারে থাকিয়া, কঠোর তপঃ-সাধনায় প্রাণপাত করিতেছেন ; ঐ যে শ্রোত্রিয় বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ সদাচারে নিরত হইয়া, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় বেদ পাঠ করিতেছেন ; ঐ যে কর্ম্মী, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া, অহর্নিশ দেবগণের,—পিতৃগণের,—ঋষিগণের ও ভূতগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন ; উঁহারাই আমার দর্শন লাভে সমর্থ হন !—আর, যাহারা বন্য-পশুর ন্যায় আম-মাংস ভক্ষণে, ফল-মূল অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমন করিতে করিতে, আমার নাম-গুণ গান করিয়া বেড়াইতেছে ; তাহারা নীচ-জাতি গণ্ডমূর্খ বলিয়া, আমার দর্শন পাইবে না, এমন মনে করিও না। হে তাপসি ! আমার ভক্তি-বর্জ্জিত হইলে, সেই ভক্তি-বহির্ম্মুখ অভক্ত অভাজনগণ যদি যজ্ঞ, দান, তপঃ, বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা কখনও আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না ; কিন্তু, আমার ভক্তির বশীভূত ঐকান্ত ভক্তগণ, ভক্তি দ্বারাই অনায়াসে আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং, আমার উপাসনায় জাতির কুলের বিচার নাই, যে কোনও জাতি ভক্তিভাবে আমার ভজনা করিলে, আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকি।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন,—

"নামযুক্তাজনাঃ কেচিজ্জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগঃ ॥"

হরিভক্তিবিলাস।১

'আমার নাম-স্মরণ ও নাম-কীর্ত্তনে একান্ত অনুরক্ত আসক্তচিত্ত,—এতাদৃশ নামযুক্ত ভক্তজন মর্ত্ত্যলোকে অতি বিরল,—তাঁহারা জাত্যন্তর-সমন্বিত হইলেও, তাঁহাদের প্রতি আমার প্রীতিবর্দ্ধন যেরূপ হয়, বোধ করি,—বেদপারগ সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণও, আমার সেরূপ প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন না।'

বাস্তবিক, প্রায়ই দেখিতে পাই, অন্ত্যজজাতি ভগবদ্ভক্ত, যেরূপ

তন্ময় হইয়া, ভজন দ্বারা ভগবানের প্রীতি বর্দ্ধনে সমর্থ হয়, এরূপ বুঝি,—বেদপারগ সদাচারী ব্রাহ্মণও ভগবৎ-প্রীতি বর্দ্ধনে সমর্থ হয় না! তাহার দৃষ্টান্ত—ধর্ম্মব্যাধ। ধর্ম্মব্যাধ নিষাদকুলে জন্মিয়াও, ভগবানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আর, অন্ত্যজজাতি গুহক, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পরম মিত্র ছিলেন। আর, পুণ্যধাম নবদ্বীপে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছকুলোদ্ভব যবন হরিদাস, মুসলমানকুলে জন্মিয়াও ভগবানের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সূতমুনি কহিয়াছেন,—

"বিষ্ণোশ্চ কারণং নিত্যং তদন্নং দম্ভবর্জ্জিতম্।
স্বয়মভ্যর্চ্চনঞ্চৈব যো বিষ্ণুঞ্চোপজীবতি ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছোঽপি বর্ত্ততে ।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥"

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব।২৩১

'যাঁহারা ত্রিলোকনাথ শ্রীবিষ্ণুর নাম-কর্ম্মাদি কীর্ত্তনে হর্ষ প্রকাশ-করতঃ অশ্রু পরিত্যাগ করেন এবং রোমাঞ্চিত-শরীরে যাঁহারা জগন্নিয়ন্তা পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর চরণযুগলে নিরত, যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর সেবাদি ও নিত্য-ক্রিয়াদি করেন, যিনি প্রণামপূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে হরি-কীর্ত্তন করেন এবং ভক্তজনের অর্চ্চনা করেন; যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুতে সর্ব্বাত্মরূপে ভাব সন্নিবেশ করেন এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিষ্ণুবুদ্ধিতে ব্যবহার করেন, তিনি মহাভাগবত বলিয়া খ্যাত। যিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তিনি বিষ্ণুর অনুজীবী হইয়া থাকেন। যদি ম্লেচ্ছও উক্ত অষ্টবিধ ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনি হইয়া, পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রকৃত বিষ্ণুভক্তির পাত্র, সে ম্লেচ্ছ হইলেও, তাহাকে হরিমন্ত্র দিতে পারে; সেই ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে; সেই হরিভক্ত বিষ্ণুর ন্যায় পূজনীয়।' ভগবান্ কপিলদেবকে, দেবহূতি কহিতেছেন,—

"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ।৩।৩৩

'হে ভগবন্! যদি অন্ত্যজ-জাতি চণ্ডালও তোমার নাম স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে, কিংবা তোমাকে আকুল-হৃদয়ে, ব্যাকুল-প্রাণে ভক্তিভরে আহ্বান করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি অশেষ পাপে পাপী হইয়াও, তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া, সোম-যাগের যোগ্য হয়;—আর, তোমার দর্শনে যে অন্ত্যজ-জাতি চণ্ডালাদি পবিত্র হইবে, একথা কি আর বলিতে হয়? যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার পবিত্র হরিনাম বর্ত্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও, তোমার নামের গুণে, সে ব্যক্তি গরীয়ান্ হইয়া থাকে। যাঁহারা তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিতেছেন; তাঁহারাই যথার্থ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারাই যথার্থ তীর্থ সকলে স্নান করিয়াছেন; তাঁহারাই যথার্থ সত্যবাদী ও সদাচারী; তাঁহারাই যথার্থ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন।' স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে যে,—

কিং জন্মনা সকলবর্ণজনোত্তমেন,
কিং বিদ্যয়া সকলশাস্ত্রবিচারবত্যা।
যস্যাস্তি চেতসি সদা পরমেশভক্তিঃ
কোঽন্যস্ততস্ত্রিভুবনে পুরুষোঽস্তি ধন্যঃ ॥

স্কন্দপুরাণ। ব্রহ্ম—উত্তর।১৭

সকল বর্ণোত্তম হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া,—আর, সর্ব্বশাস্ত্রবিচারবতী বিদ্যা লাভ করিয়াই বা প্রয়োজন কি?—যাহার চিত্তে সর্ব্বদা পরমেশ-ভক্তি বিরাজ করে, তাহা হইতে অন্য কে আর ধন্য পুরুষ জগতে আছে? অতএব,—

কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কসা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ,
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ।২।৪

কি কিরাত, কি হূণ, কি অন্ধ্র, কি পুলিন্দ, কি পুক্কস, কি আভীর, কি শুহ্ম, কি যবন, কি খস ও অন্যান্য পাপযোনিগত অন্ত্যজ-জাতিরাও ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, ভক্তি-সহকারে ভগবন্নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে, শুদ্ধি লাভ করিয়া, ভগবানের কৃপা লাভে সমর্থ হয়। অতএব, যাঁহার কৃপায় পাপিষ্ঠ অন্ত্যজ জাতিরাও উদ্ধার পাইয়া থাকে, সেই প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার।

—০—

দশম পরিচ্ছেদ।

—০—

ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে কোনও নিয়ম নাই।

আচ্ছা – জিজ্ঞাসা করি, বৈদিক মন্ত্রাদি জপ-সাধনে নানা প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তদ্রূপ ভগন্নাম-কীর্ত্তনে কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালনের প্রয়োজন আছে কি? নাম-কীর্ত্তন করিতে হইলে, কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়?

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্নকালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নাম্নি চ লুব্ধক॥
হরিভক্তিবিলাস।২

মহিমাময়ের পবিত্র নামের এমন মহিমা যে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে, কোন প্রকার বিধি-নিষেধের বশীভূত হইতে হয় না; সুতরাং, নাম কীর্ত্তন করিতে কোন কিছু আয়োজনের বা কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালনের প্রয়োজন করে না। এমন কি, কোন সুপবিত্র ধার্ম্মিক দেশ, পবিত্র অপবিত্র বিচারপূর্ব্বক নিয়মের অধীন হইয়া, আয়াস স্বীকার করিয়া, মনকে বিচলিত করিতে হয় না। অধিক কি, নাম-কীর্ত্তনে কালাকাল বিচারের কোনও আবশ্যক নাই, আচার-বিচার করিবারও প্রয়োজন নাই, উচ্ছিষ্ট-বিষয়েও কোন নিষেধ নাই। মহা-যোগী মহেশ্বর, দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন,—

ন পুরশ্চরণাপেক্ষা নাস্য ন্যাসবিধিক্রমঃ।
ন দেশকালনিয়মো নারিমিত্রাদিশোধনম্॥

সর্ব্বেঽধিকারিণশ্চাত্র চাণ্ডালান্তা মুনীশ্বর।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাপি জড়মূকান্ধপঙ্গবঃ ॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল। ৫০

'নারদ! নামের কথা কি কহিব? বিষ্ণুর—"গোপিজনবল্লভ-চরণান্ শরণং প্রপদ্যে" এই পঞ্চ-পদাত্মক ষোড়শাক্ষর মহামন্ত্র এবং "নমঃ গোপীজনবল্লভাভ্যাং" এই পদদ্বয়াত্মক দশাক্ষর মন্ত্র চিন্তামণি নামে কথিত হয়। এই মন্ত্রে কি পুরশ্চরণ, কি ন্যাস-বিধি, কি দেশ-কাল-নিয়ম ও অরি-মিত্রাদি-শোধন কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। হে মুনীশ্বর! এ মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি—চণ্ডালান্ত সর্ব্বজাতিরই অধিকার আছে; এমন কি, স্ত্রী, শূদ্র, জড়, মূক, অন্ধ, পঙ্গুরাও এই মন্ত্রের অধিকারী।' অতএব,—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য সদা শুদ্ধিবিধায়িনঃ ॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল।৫৩

চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম কীর্ত্তন সকল স্থানে সর্ব্বাবস্থাতে, সর্ব্বদাই করা যাইতে পারে; এমন কি, নাম-কীর্ত্তনে অশৌচাদিও প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নামোচ্চারণেই মানব শুচি হইয়া থাকে; সুতরাং নাম-কীর্ত্তনে কোনরূপ কালাকাল, শৌচাশৌচ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন কেবল অনুরাগ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব, কি দিবা, কি রাত্রি, কি সকাল, কি সন্ধ্যা, কি শয়ন, কি উপবেশন, কি ভোজন, কি গমন, সকল সময়েই অনুরাগের সহিত ভগবন্নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে পারা যায়, তাহাতে কোনও দোষভাগী হইতে হইবে না। আর, শুচি বা অশুচি অবস্থাতেই হউক, নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে পারা যায়; তাহাতেও কোন রূপ দোষের আশঙ্কা নাই। কেন না,—

অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
নামসংস্মরণাদেব তথা তৎপাদচিন্তনাৎ।
নানাপরাধযুক্তস্য নামাপি চ হরত্যঘম্॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল। ৪৯

অশুচি বা শুচি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, মানব যে কোন অবস্থাপন্ন হইয়া, যদি মহাপাপ-বিনাশক পুণ্ডরীকাক্ষ নাম স্মরণ ও তাঁহার পরম পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে পারে এবং তাঁহার মুনিবৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দের চিন্তন করিতে পারে; তবে তাহার বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়ই শুচি হইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে,—'মুচি হইয়া শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে,' ইহা বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কথা। এমন কি, ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম স্মরণও করিলে, নানাপরাধযুক্ত মানবগণেরও সমুদায় পাতক নষ্ট হইয়া যায়। কলিপাবন মহাজন প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ভগবান্‌কে কহিতেছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত। অন্ত। ২০

'হে ভগবন্! আপনি বিভিন্ন-স্বভাব জীবের জন্য, জীব-জগতে নিজের কতই নাম না প্রচার করিয়াছেন; নাম-স্মরণের জন্যও কালের কোনরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই;—আপনার এতই কৃপা!—কিন্তু, আমারও আবার, এতদূর দুর্দ্দৈব যে, এরূপ সুবিধাসত্ত্বেও, এরূপ নামে অনুরাগ হইল না।' কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিয়া, কি ভাবে থাকিয়া, কি আচার বিচার করিয়া, ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে হয়, তাহাও মহাপ্রভু জীবকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন;—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত। আদি।১৭

'সংসারের তাপতপ্ত জীব! তোমাকে ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে কোন প্রকার আয়াস-সাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে না,—তোমাকে পবিত্র-অপবিত্র, শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার বা শৌচাশৌচের আচার পালন করিতে—অথবা, কোন বিধি-নিষেধ মানিতে বা কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতেও হইবে না; তুমি কেবল বিশ্বাস-ভক্তি-অনুরাগের সহিত ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর, তাহাতেই তুমি মনুষ্য-জন্ম সফল ও মানব-জীবন সার্থক করিতে পারিবে। তবে, একটি কথা এই যে, হরিনাম-কীর্ত্তনে কোন প্রকার নিয়মের প্রতি-বন্ধক না হইলেও, কোনরূপ আয়াস-সাধ্য কর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা না থাকিলেও, কথঞ্চিৎ মানস-সাধ্য আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, তাহা তোমার সম্পূর্ণ সহজ-সাধ্য; সেই সহজ-সাধ্য আয়াস স্বীকার না করিলে, ভগবানের প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ জন্মে না। তাহা তুমি অনায়াসে ও সহজে সাধন করিতে পারিবে। তাহা আর কিছু নয়;—ভগবানের নাম-সাধন করিতে হইলে, আগে আপনাকে তুচ্ছাদপিতুচ্ছ তৃণ জ্ঞান করিয়া, তৃণের ন্যায় সুনীচ হইয়া, হীনতা-দীনতাকে বরণ করিতে হইবে। তৎপরে সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, দীনতা-হীনতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে এবং ধন-জন, প্রভুত্ব-মহত্ত্ব, জাতি-বিদ্যা, রূপ-যৌবন প্রভৃতির অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, আপনার যশোমানে ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া, অহঙ্কার-অভিমান-শূন্য হইয়া, যাহার মান নাই, তাহার মান বাড়াইয়া, তাহাকে সম্মান করিয়া, সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।'

তাই বলি,—মানব! যদি ভব-সাগর অনায়াসে পার হইতে অভি-

লাষ কর, তবে কলিপাবন মহাজন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ মানিয়া, আগে তোমার ঐ বিশাল বক্ষের অভিমানের বিশাল পর্ব্বত, অহঙ্কারের মহান্ বোঝা বুক হইতে নামাইয়া, দূরে নিক্ষেপ কর এবং তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া, হীনতা স্বীকার করিয়া, দীন-হীন দুঃখী-দরিদ্রকে সম্মান করিতে শিখ; তাহা হইলে, অভিমান অভিমান করিয়া, অহঙ্কার অহঙ্কার করিয়া, তোমার হৃদয় হইতে কোথায় কতদূরে পলায়ন করিবে যে, তাহার অনুসন্ধানও আর পাইবে না। এইরূপে হীনতা-দীনতা-নীচতাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া, জাতি-বিদ্যা-মহত্ত্ব-রূপ-যৌবন প্রভৃতির দুর্জ্জয় অভিমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, শম-দম-গুণে গুণান্বিত হইয়া, জীব-জগতের প্রতি লক্ষ্য কর; দেখ,—জীব-জগতে যাহারা দীন-হীন, যশোমান লাভে লালায়িত, তাহাদের চরণ সেবা করিয়া, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করিয়া, তাহাদের যশোমান বাড়াইয়া, কামিনী-কাঞ্চনের অন্তরালে থাকিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, প্রেমোল্লাসে ভক্তি-সহকারে ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরী শ্রীহরির পাবন নাম অহর্নিশ কীর্ত্তন কর; মনে-প্রাণে এক করিয়া বল,—

" গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে,
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ "

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু। কার্ত্তিক।২

'হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে মুরারে! হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ! হে রথাঙ্গপাণে! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে

মাধব !"—এইরূপ সদা সর্ব্বদা ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে, শোক-তাপে মুহ্যমান মানবের অচিরাৎ স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যায়, পার্থক্য পলাইয়া যায়, দীনের প্রতি ঘৃণা অন্তর্হিত হয়, আমিত্বের অহঙ্কার প্রেম-তুফানে উড়িয়া যায়, হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবল-বেগে বহিতে থাকে ; এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মানব—"বৈষ্ণবত্ব" লাভ করে। আধি-ব্যাধি—শোক-তাপ-সংক্ষুব্ধ নির্ম্মম সংসারের কঠোর-বক্ষে বিচরণ করিয়া, যিনি হতাশার অবসাদে অবসন্ন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিমল-জ্যোতিঃ তাঁহাকে স্বর্গীয় আনন্দ প্রদান করে। অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, রোগী-শোকী, পাপী-তাপীর হৃদয়, হা-হতাশে পূর্ণ হইলে, এই মঙ্গলময় বৈষ্ণব-ধর্ম্মই তাহাদিগকে স্বর্গীয় শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। কেন না, এ ধর্ম্মের অনাবিল সুস্নিগ্ধ আলোকে দিগন্ত সতত উদ্ভাসিত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সৌগন্ধে প্রত্যেক অণু-পরমাণু মণ্ডিত ; স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী সতত উড্ডীয়মান ; সুপ্ত-স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সকলেই নিরন্তর উৎসাহান্বিত। এ ধর্ম্মে উত্তেজক বাক্য আছে, ভীতিসূচক বাক্য আছে ; কিন্তু, হিংসা নাই। পরুষ বাক্য আছে ; কিন্তু, ক্রোধ নাই। তন্ময়তা আছে ; কিন্তু, মোহ নাই। এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই, মানব অজস্র অশ্রু-ধারায় বক্ষঃ প্লাবিত করে ; কিন্তু, কেহ কাঁদে না। পুনঃ পুনঃ চক্ষুনীরে বক্ষঃ প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু, করুণ বিলাপ করে না ;—বরং নির্ব্বাক্ হইয়া, এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে যে, তাহার অন্তর এক অলৌকিক আনন্দময় রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। মোটের উপর—এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের সার ; কেন না, এ ধর্ম্মে কোন প্রকার দুঃখ নাই বা দুঃখের কোনও কারণ নাই। থাকিলেও, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অলৌকিক শক্তি-বলে দুঃখের কারণগুলিকে পর্য্যন্ত আনন্দের ছাঁচে ঢালিয়া, সুখময় করিয়া তুলে। প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব-

ধর্ম্মের সাহায্যে, প্রেম-ভক্তির বলে, কি না করিয়াছেন,—সকলেই তাহা জানে। নারদ, উদ্ধব প্রভৃতি অতি প্রাচীন হইতে আরম্ভ করিয়া, আমাদের নবীন রূপগোস্বামী, রায় রামানন্দ, যবন হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ সোনায় সোহাগার ন্যায়, বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রেম মাখাইয়া, ভক্তি প্রচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। জীবে দয়া,—নামে রুচিই বৈষ্ণবের সার সম্বল,—'মুক্তি-মন্ত্র।' বৈষ্ণব দলাদলি চাহেন না,—হিংসা-দ্বেষের আধিপত্য স্বীকার করেন না,—প্রকৃত বৈষ্ণব একত্বের উপাসক। একত্বের উপাসনা আছে বলিয়াই, আজ বৈষ্ণব-সমাজ ভারতের সর্ব্বত্রই পূজা পাইতেছেন; একত্বের আরাধনা করেন বলিয়াই, বৈষ্ণব ভারতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত। এই নানাজাতি-সঙ্কুল ভারতবর্ষে, পরকে 'আপনার জন' বলিয়া, বক্ষে টানিয়া আলিঙ্গন করিতে, পতিতকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে,—ভেদ-জ্ঞানের তুমুল-তুফানকে উপেক্ষাকরতঃ আপনার জন বলিয়া,—বন্ধু বলিয়া,—স্বজন বলিয়া, গ্রহণ করিতে বৈষ্ণবই পারেন; বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসকগণ পরস্পর এক হইতে পারেন না, বিভিন্ন জাতীয় সৌর উপাসকগণ কেন্দ্রীভূত হইতে পারেন না; কারণ, সে উপাসনায় ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, প্রভুত্ব-হীনত্ব প্রভৃতির ভেদ-ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। হাঁ, তবে যাঁহারা সাধনার তুঙ্গ-সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা ভেদাভেদ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, বেলাভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছেন;—সেরূপ উপাসকগণ ভেদ-জ্ঞান-শূন্য, তাঁহারা প্রকৃত সাধু। তাঁহাদের অন্তরে আদৌ ভেদ-জ্ঞান নাই। থাকিবে কেমনে? দেবর্ষি নারদ বলেন,—

"যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধোভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তোভবতি। যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।"

নারদসূত্র।

'তাঁহাদের হৃদয়ে যে শান্তিময়ী অমৃতময়ী সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতা গতি-নির্ম্মলা বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী বিষ্ণুবল্লভা ভক্তি বিরাজিতা ; সুতরাং, তাঁহারা হিংসা-দ্বেষ, ভেদাভেদ হইতে অতি দূরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, সিদ্ধি লাভ করিয়া, সদানন্দে মাতিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা অমৃত পান করিয়া, অমর হইয়া, তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন ; তাঁহারা যে আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্ত, বাসনা-বিজিত ও কামনা-রহিত হইয়াছেন। যাঁহাদের হৃদয়ে অমৃতময়ী ভক্তি বিরাজিতা, তাঁহাদের হৃদয়ে বিষয়-বাসনা, শোক, হিংসা, দ্বেষ, সংসার বা কামিনী-কাঞ্চনে রতি অথবা উৎসাহ থাকিবার অবসর কোথায় ? থাকিবেই বা কিরূপে ? পরম-পদে যাঁহার মন বিশ্রাম লাভ করে, তিনি আর কোন্ বস্তুকে ভাল-বাসিবেন ?—কেন না, অণিমা-মহিমাদি ঐশ্বর্য্য আপনা-আপনি তাঁহার হস্তগত হয়। সুতরাং, তিনি আর কোন্ বস্তু প্রাপ্তির অভি-লাষ করিবেন ? কাহার প্রতি দ্বেষ করিবেন ও কোন্ কার্য্যেই বা উৎসাহী হইবেন ?'

অতএব, সর্ব্বউপাসনা-মার্গে সকল সম্প্রদায়ে উচ্চ সীমায় যাঁহারা অধিরূঢ়, তাঁহাদের নিকট ভেদ-জ্ঞান নাই, ছোট-বড় নাই, উচ্চ-নীচ নাই ; তাঁহাদের নিকট সব সমান। কিন্তু, যাঁহারা ভেদদর্শী, তাঁহারা যে মার্গীই হউন, ভগবান্ হইতে তাঁহারা অনেক দূরে। তবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই, প্রথমেই তাঁহার হৃদয় ভেদ-ভাব-শূন্য হয় ; কিন্তু, অন্য উপাসনা-মার্গে তাহা অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি নামতঃও বৈষ্ণব, তাঁহার নিকট ভেদ-জ্ঞান নাই, ছোট-বড় নাই, উচ্চ-নীচ নাই ; তাঁহার নিকট সবাই সমান। এই সমতা আছে বলিয়াই, বৈষ্ণবের 'বৈষ্ণবত্ব;' এই সমতা রক্ষা করিয়া চলিবার শক্তিই বৈষ্ণবের বিশেষত্ব। বৈষ্ণব, 'জীবে দয়া—নামে রুচি'র মর্ম্ম বুঝিয়া, উপাসনা-মার্গে চলিতে পারেন বলিয়াই, জগতে বৈষ্ণবত্বের এত গৌরব ও বিভব এবং প্রভাব বিদ্যমান

রহিয়াছে। এই জীবে দয়া—নামে রুচির মধ্যে যে কি বিশালত্ব, কি অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় শক্তি নিহিত আছে, তাহা সহজে বুঝিবে কেমনে ? ভেদ-জ্ঞানের ঢুলী খসিয়া গেলেই, দেখিতে পাইবে, সম্মুখে কি মহিমা-মণ্ডিত অপার্থিব বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিমল-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে!—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি প্রভাবান্বিত, কি অনন্ত অপরিসীম বিভবান্বিত এবং কিরূপ পতিতপাবন!—কিন্তু, আজ-কাল এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, মানুষ জগতের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতেছে। বৈষ্ণব হইতে হইলে, আবাল-বিরাগী শুকদেবের মত ত্যাগী, শ্মশানেশ্বরের ন্যায় বৈরাগী হওয়া চাই;—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি রাখিলে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। ধন-জন, রূপ-যৌবন, মায়া-মমতা, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, অভিমান-অহঙ্কার, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি বৈষ্ণবত্ব লাভ করিবার পথের জঞ্জালগুলিকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে; নতুবা, বৈষ্ণবত্ব লাভের পক্ষে ঐ সকল বিষম অন্তরায়-রূপে উপস্থিত হইবে। ঐ অন্তরায় সকলকে দমিত করিতে প্রয়োজন—ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি;—প্রয়োজন—আন্তরিকতা—একাগ্রতা, সংযম—সৎশিক্ষা, জীবে দয়া ও নামে রুচি; আর সর্ব্বোপরি প্রয়োজন—'দীনতা।' এই দীনতাই বৈষ্ণবত্ব-লাভের একমাত্র উপায়। কেন না, দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, আমিত্বের অহঙ্কার দূরে পলায়ন করে; তখন মানব জীব-জগৎকে প্রেম-ভক্তি-প্রীতিপূর্ণ আনন্দ-নিকেতন জ্ঞান করিয়া, আত্মহারা হয়। সুতরাং, বৈষ্ণবত্ব-লাভের দীনতাই প্রথম ও প্রশস্ত উপায়। দীনতাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মরকত-মন্দির। যিনি এই দীনতাকে অঙ্গের ভূষণ করিতে পারেন, তিনি ধনে দীন হইলেও, জ্ঞানে ধনী;—সংসারী হইলেও, সন্ন্যাসী;—ক্ষুদ্র হইলেও, মহৎ এবং জন্মে হীন হইলেও, কার্য্যে জগৎ-পূজ্য। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বৈষ্ণব-চূড়ামণি দেবর্ষি নারদ কহিতেছেন,—

"উপকৃতিকুশলা জগৎস্বজস্রং,
পরকুশলানি নিজানি মন্যমানাঃ।
অপি পরপরিভাবনকে দয়ার্দ্রাঃ,
শিতমনসঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥
দৃষদি পরধনে চ লোষ্ট্রখণ্ডে,
পরবনিতাসু চ কূটশাল্মলীষু।
সখিরিপুসহজেষু বন্ধুবর্গে,
সমমতয়ঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥"

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু। পুরুষোত্তম। ১০

'যাঁহারা জীব-জগতে সর্ব্বদা পরের উপকার করেন, পরের কুশলে আপনার কুশল মনে করেন, পরদুঃখে কাতর হইয়া, কেবল পরের ভাবনাই ভাবেন, তাদৃশ দয়াবান্ সদাশয় ব্যক্তিগণই বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। যাঁহারা পরের সম্পদ্‌কে পাষাণ বা লোষ্ট্রখণ্ডবৎ জ্ঞান করেন, পরস্ত্রী ও কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলীবৃক্ষে সমদর্শী, আপনার পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজনবর্গ, সুহৃদ্বর্গ ও শত্রুবর্গকে আত্মজ্ঞান করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা একাগ্রভাবে সতত ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, গুণবান্ ব্যক্তির সমাদর করেন, পরের মর্ম্মকথা গোপনে রাখেন, সর্ব্বদাই সকলের সহিত প্রিয়কথা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা ভক্তিভাবে কংস-হন্তা শ্রীকৃষ্ণের মধুর পাপনাশী শুভনাম কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয় ঘোষণা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে ভগবান্ শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া, একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম-যুগল সতত চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তাতে বিভোর হইয়া, সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া, বিনম্রবচনে শ্রীহরির স্তব এবং শ্রীহরির পূজাতেই ব্যগ্র থাকেন ;—যাঁহারা রথচক্র, গদা, পদ্ম, শঙ্খমুদ্রা ইত্যাদির আকৃতিতে বাহুর মূল ও মধ্যে তিলকধারণ

ও মধুরিপু-চরণে প্রণাম দ্বারা ধূলিকৃত অঙ্গাবরণধারী; তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা মুক্তি-কামনায় মুরারির অঙ্গ-সম্পর্কে সুগন্ধি তুলসীপত্র, মাল্য ও চন্দনে আপনার অঙ্গভূষা সম্পাদন করেন; তাঁহারাই বৈষ্ণব, তাঁহারাই সর্ব্বত্র জয় লাভ করেন।

বিগলিতমদপানশুদ্ধচেতা,
প্রসভবিনশ্যদহঙ্কৃতি প্রশান্তাঃ।
নরহরিমমরাপ্তবন্ধুমিষ্টা,
ক্ষয়িতশুচঃ খলু বৈষ্ণবা জয়ন্তি ॥

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু। পুরুষোত্তম।১০

যাঁহাদের দর্প, অভিমান, অহঙ্কার, সমস্ত বিগলিত হইয়াছে, তেত্রিশকোটীদেবতার আত্মীয়-বন্ধু নরহরিকে অর্চ্চনা করিয়া, যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, শ্রীহরির চরণ সেবা করিয়া, যাঁহারা বীত-শোক হইয়াছেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব; সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই জয়।'

আজকাল বৈষ্ণবদিগের নিকট কেবল গলায় মালা ও কপালে তিলক ধারণ না করিলে, অভক্ত অবৈষ্ণব হইতে হয়; কিন্তু, বৈষ্ণব-চূড়ামণি দেবর্ষি নারদ, এত সহজে কাহাকেও ভক্ত বৈষ্ণব করিয়া দিলেন না। তিনি বলিলেন,—"সা কস্মৈ পরমা প্রেমরূপা।" 'আমি তোমার কেবলমাত্র তিলক-মালা-ভূষিত চন্দন-চর্চ্চিত শরীর দেখিতে চাহি না,—আমি দেখিতে চাই, তোমার অন্তরে ভগবানের প্রতি ভক্তি বিকশিত আছে কি না, তুমি ভগবানের উপরে ভক্তিমান্ কি না, তোমার ভগবানে অনুরাগ আছে কি না? যদি তোমার ভগবানের উপর অনুরাগ থাকে, তবে বুঝিব, তোমার হৃদয়ে ভক্তি আছে; তুমি ভগবানের শুভচরিত কর্ণগোচর করিয়াছ, তোমার চির-সঞ্চিত পাপ-তাপ দূরীভূত হইয়াছে; সুতরাং তুমি ভক্ত বৈষ্ণব।' অতএব, যদি বৈষ্ণবত্ব লাভ করিতে চাও, তবে সমজ্ঞান-সম্পন্ন নারদোক্ত লক্ষণান্বিত বৈষ্ণবের নিকট গমন কর; যদি উদারতা

শিখিতে চাও, তবে প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবায় বিনিযুক্ত হও; যদি মনের ময়লা ঘুচাইতে এবং হৃদয়ে শান্তি পাইতে চাও, তবে অহর্নিশ শ্রীহরির চিন্তা কর। বৈষ্ণবত্ব লাভ করিতে না পারিলে, ভগবচ্চিন্তায় কদাপি মন লাগিবে না; পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বৈষ্ণবত্ব-লাভের প্রথম সোপান,—'দীনতা ও হীনতা।' এই দীনতা ও হীনতাকে অঙ্গের ভূষণ করিতে চাহিলে, অগ্রে অভিমানের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। অভিমানকে সমূলে উৎপাটিত করিতে চাহিলে, নম্রতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, অভিমান-অহঙ্কারে উন্নত গর্ব্বিত মস্তককে সকলের নিকট নীচ করিতে হইবে। এই অভিমান তোমার শরীরের অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত ; সুতরাং, সকলের নিকট নম্রতা স্বীকার না করিলে, সকলকে তোমা অপেক্ষা বড় না ভাবিলে, চিত্তে দীনতা-হীনতা তিষ্ঠিতে পারে না। অভিমান-অহঙ্কারকে দলিত-মলিত করিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়, দৈন্য অর্থাৎ দীনতা। এই দৈন্যকে আশ্রয় করিয়া, —'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন' করিতে পারিলে, সহজে অভিমানের মূলোচ্ছেদ হয়। এই জন্যই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীনতার এত আদর ; সেই নিমিত্ত বৈষ্ণব-মহাজন বলিয়াছেন,—"ভোঃ দরিদ্র নমস্তুভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।" এই দীনতা-হীনতা-নীচতার মহিমা বুঝিতে পারিয়া, কলিপাবন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব, সেইজন্য বলিয়াছেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।" 'নাম কীর্ত্তন করিতে চাহিলে, আর কোন সাধনার প্রয়োজন করে না, কেবলমাত্র তৃণের ন্যায় নীচতা ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা হইয়া, সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলেই, বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হইবে।' আজ কাল আমরা—'গাছে না উঠিতেই তলায় এক কাঁদি' আমরা গোড়ার দিক্‌টা খুব পাখীর পড়ার মত মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি,—"তৃণাদপি সুনীচেন ;" পরন্তু, শেষের দিক্‌টা—"তরোরিব সহি-

ষ্ণুনা” কথাটা একেবারেই চাপা দিয়া ফেলিয়াছি। কেন? এ 'কেন'র উত্তর দিতে কে সমর্থ? উত্তরে একমাত্র কথা—স্তম্ভিত মানব-আত্মা কম্পিত-কণ্ঠে কহে—“বৈষ্ণব হইতে মনে বড় ছিল সাধ, তৃণাদপি শুনে মনে পড়ে গেল বাধ।” এইখানেই তুচ্ছাদপিতুচ্ছ কীটাণুকীট মানবের মানস-কণ্ডূয়ন মস্তিষ্কের ক্ষীণ বুদ্ধির—সকল ভাবনার—সকল ভাষার শেষ! ইহার উপরে উঠিবার আর তাহার ক্ষমতা নাই। বাস্তবিক, তৃণের ন্যায় নীচতা এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা স্বীকার করিয়া, দীন-হীনভাবে জীবন যাপন করা কি সহজ কথা! তরুর মত সহিষ্ণু না হইলে, তৃণের মত নীচ হওয়া যায় না। কত শক্তি ধারণ করিলে, এমন ক্ষমতা পাওয়া যায়? কত বড় শক্তিধর তৃণের মত নীচ হইতে পারে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। শক্তিমান্ যদি নীচ হয়, তবে তাহাতে দোষ স্পর্শ করে না; কিন্তু, ভয়ে বা গোলামীর মোহে যে নীচ হওয়া, তাহাকে নীচ হওয়া বলে না, সেটা মনুষ্যত্ব নয়; —'কাপুরুষতা।' সহিষ্ণুতা কিরূপ?

আক্রুষ্টোঽপি হতো যস্তু নাক্রোশেন্ন হনেদপি।
অদুষ্টৈর্বাঙ্মনঃকায়ৈস্তিতিক্ষুশ্চ ক্ষমা স্মৃতা॥

মৎস্যপুরাণ। ১২০

কেহ আক্রোশ বা নিন্দাবাদ করিলেও, তাহাতে চিত্ত বিকৃত না হয়, কায়মনোবাক্যে অন্তরের সহিত তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রতিপ্রহার করিবার চেষ্টা না করিলে, বাস্তবিক পক্ষে, তাহাকেই তিতিক্ষু অর্থাৎ তাহার সেই সহন-শীলতাকে সহিষ্ণুতা বলা যায়। তাহা না করিয়া, আক্রোশ-কর্ত্তাকে বা নিন্দককে তোমার জানিতে, বাহিরে কিছু বলিলাম না বটে; কিন্তু, অন্তরের অন্তস্তলে প্রতিহিংসার তুষানল জ্বলিতে থাকিল, তাহা কি আমার সহিষ্ণুতা হইল? তাহাকে কি সহিষ্ণুতা

বলে ? আমার অন্তরে প্রতিহিংসার ভাব যদি না থাকে, তবেই আমার সেই সহনকে সহিষ্ণুতা বলিতে পার; নতুবা, তাহা আমার ভাণ করা মাত্র। এইরূপ তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা কাহার ছিল ? কলিপাবন মহাপ্রভু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর, সে সহ্যগুণ সম্পূর্ণরূপেই তদুভয়ে বিদ্যমান ছিল। মনে পড়ে না কি ? যেদিন দুরাত্মা ঘোর পাষণ্ড জগাই-মাধাই সুরাপানে মত্ত হইয়া, মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে কলসীর কাণা মারিয়া, তাঁহার মস্তকে রুধির-ধারা বহাইয়াছিল,—দরদর-ধারে শোণিত ছুটিয়াছে; কিন্তু, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তথাপি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া কহিলেন,—"মেরেছ কলসীর কাণা, তা বলে কি প্রেম দিব না ?"—'এস, তোমরা আমার পরম মিত্র, তোমরা উভয়ে হরিনামে দীক্ষিত হও।' এই বলিয়া, উভয়কে হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দিয়া, তাহাদের উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন।

অতএব, নীচতা ও সহিষ্ণুতা লাভ করা, সহজ কথা নহে; কিন্তু, আবার বলি,—অতি সহজেই এই দুইটি রত্ন লাভ করিতে পারা যায়। তাহার প্রধান উপায়, আপন দোষ কীর্ত্তন করা, আপন দোষ লোক-সমাজে প্রকাশ করিলে, তাহা লোক-পরম্পরায় কীর্ত্তিত হইবে, তাহা শুনিয়া, অন্তরে জাগাইতে হইবে এবং খুঁজিতে হইবে, আমার ভিতরে আর কি দোষ বিদ্যমান আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া, যতই প্রকাশ করিবে, ততই তোমার মানসিক বৃত্তিগুলি নির্ম্মল হইতে থাকিবে, সেই সূত্রে হৃদয়ের দুর্জ্জয় অভিমানও দূরে সরিয়া যাইবে। যদি তোমার সম্মুখে কেহ নিন্দা করিতে থাকে, মনে কোনরূপ প্রতিহিংসার আগুণ জ্বালাইও না, বরং মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিবে, অসহ্য হয়, সে স্থান

হইতে দূরে সরিয়া যাইবে; এইরূপে নীচতা ও সহিষ্ণুতা লাভ করিতে হয়। এখানে একটি গল্প বলি,—শুন। এক মহাত্মার চতুর্দ্দিকে নাম প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে দলে দলে লোক আসিয়া, তাঁহার ভজনায় ব্যাঘাত করিয়া, বৃথা সময় কাটাইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার সময় বৃথা যাইতেছে, আয়ুঃ ফুরাইয়া যাইতেছে, দিন ঘনাইয়া আসিতেছে ভাবিয়া, তিনি একদিন মনে মনে ভাবিলেন,—'এখানে বসিয়া আর আমার ভজন-সাধন হইবে না, প্রতিষ্ঠা-শূকরী আমার নিকট আসিয়া, বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিতে হইবে; কিন্তু, উপায় কি?—এক্ষেত্রে লোকে যাহাতে আমার নিন্দা করে, এক্ষণে আমার তাহাই কর্ত্তব্য।' এইরূপ ভাবিয়া, তিনি একটি বোতল ও একটি কাচের গ্লাস কোন প্রকারে সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাতে জল ভরিয়া, লোকালয়ে গিয়া, মদ্যপায়ীর ভাণ করিলে, লোকে তাহা দেখিয়া, তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল,—'এ বেটা যোগ-ভ্রষ্ট হইয়া, সাধু-বেশে মদ্যপান করিতেছে, ইহাকে দর্শন করা মহাপাপ!' এইরূপে—তিনি ভ্রষ্ট হইয়াছেন,—এ কথা আবার চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তাঁহার নিকট আর কেহই আসিল না। এবারে তাঁহার সাধন-ভজন সুচারু-রূপে চলিতে লাগিল। এইরূপে, লোক-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, নীচতা ও সহিষ্ণুতা-রত্ন লাভ করিতে হয়। এইরূপেই মানুষ, মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া, বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব,—

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রুক্ষং প্রিয়ং বা,
যো বা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তু—
স্তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্॥

মহাভারত। শান্তি। ২৯৯

অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহাকে কটূক্তি করিও না, কেহ প্রহার করিলে, প্রতিপ্রহার করিতে অগ্রসর হইও না, তাহা হইলে, সহজেই সহিষ্ণুতা-গুণে ভূষিত হইতে পারিবে। অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, কিংবা স্তুতিবাদ করিলে, তৎপ্রতি কটূক্তি না করিয়া, যিনি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন অর্থাৎ তদুভয়ে উদাসীন হইয়া, রুক্ষ বা হৃষ্ট না হয়েন; কেহ প্রহার করিলে, প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্ত্তার অনিষ্ট-বাসনা না করেন; তিনিই নরাকারে এই মর্ত্ত্যধামে পরম দেবতা,—তিনি এই নরাবাস সুবিশাল ধরাধামে পাঞ্চভৌতিক নরদেহধারী হইয়াও, দেবতা-রূপে সম্পূজিত ও জ্ঞানী-মানী-ধনীর নিকট চিরকাল সমাদৃত হইয়া থাকেন। সুতরাং, ইতর ব্যক্তিরা যদি কখনও তোমায় কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে, শান্তি অবলম্বন করিয়া, তাহাকে ক্ষমা করিতে যত্নবান্ হইবে; অন্যে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলে, তথায় ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিবে, যদি সে ক্ষেত্রে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে, তুমি তৎকৃত পুণ্যের ভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে কেবল যে, তাহার পুণ্যভাগ গ্রহণ হইবে, তোমার মানসিক কিছু উন্নতি হইবে না;—এমত নহে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার হৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুগণও দমিত হইতে থাকিবে। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বনের আর আবশ্যক হইবে না, এইরূপেই রিপুগণকে দমন করিতে হয়। আর, যদি তাহার প্রতিশোধ লইবার বাসনা কর, তবে—"আত্মনোরিপুরাত্মনঃ" আপনিই আপনার শত্রু হইবে। শঙ্করাবতার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—"কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি" শত্রু কাহারা? নিজ ইন্দ্রিয়সকল;—"মিত্রাণি কানি জিতানি তানি" মিত্র কাহারা? তাহাদিগকে জয় করিলে,

তাহারাই আবার মিত্র হইয়া থাকে। অতএব, অন্যে কটূক্তি করিলে, তাহা সহন করিবে এবং প্রহার করিলে, তাহার প্রতি আক্রোশ-বাক্যও প্রয়োগ করিবে না ; তাহা হইলে, ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করিয়া, তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে, তাহারা তোমার বশীভূত থাকিয়া, আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায়, সতত তোমার আদেশ পালন করিবে। এইরূপে যদি নিজ ইন্দ্রিয়গণকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায়, স্ববশে রাখিতে পার, তাহা হইলে, বাহিরে আর কেহই তোমার শত্রু হইবে না, সকলেই তোমার সহিত মিত্র-ব্যবহার করিবে। কিন্তু, সাবধান! দীনতাকে কখনও ভুলিও না, দীনতা-হীনতা-নীচতাকে অঙ্গের চির-ভূষণ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে, রিপুবর্গ ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবার জন্য কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। দীনতাকে অঙ্গের ভূষণ করিবার আরও একটি সহজ উপায় আছে, সেটি সহজেই সাধন করিতে পারিবে। মহর্ষি পরাশর কহিয়াছেন,—

"মানং ত্যক্ত্বা যো নরো বৃদ্ধসেবী,
বিদ্বান্ ক্লীবঃ পশ্যতি প্রীতিযোগাৎ।
দাক্ষ্যেণ হীনো ধর্ম্মযুক্তো নদান্তো—
লোকেঽস্মিন্ বৈ পূজ্যতে সদ্ভিরার্য্যঃ॥"

মহাভারত। শান্তি। ২৯২

'আপনার যতটুকু মান আছে, যিনি সর্ব্বতোভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধদিগের সেবা এবং কামনা-পরিশূন্য হইয়া, স্নেহ-ভক্তি-সহকারে কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দীন, কি দয়ালু, কি দয়াহীন;—কিবা বর্ষীয়ান্, কিবা শিশু-প্রাণ, কিবা মূর্খ, কিবা জ্ঞানী ;—কিবা ক্লীবজাতি, কিবা নর-নারী সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকেই সাধু বলিয়া, সম্মান করিয়া থাকেন।'

বাস্তবিক, ইহজগতে যে জন জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধদিগের সেবায় নিরত, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধর্ম্মশীল এবং অভিমান ও রোষ-বিজয়ী, বিদ্বান্ ও বিনয়ী হইতে পারেন. তিনি কদাচ কাহারও সন্তাপক বা ক্লেশজনক হন না; সুতরাং সংসারে তাদৃশ ব্যক্তির কোনও প্রকার ভয়ের কারণ থাকে না। অতএব, নিজ মান-মর্য্যাদার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞান-বৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধের সেবা করিবে ; আর, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-মানী নর-নারী সকলকেই সমানভাবে সমাদর করিবে। তাহা করিলে, আপনাকে "তৃণাদপি সুনীচেন" জ্ঞান করিতে পারিবে এবং "তরোরিব সহিষ্ণুতা" তোমার সহজে আয়ত্ত হইবে। তখন 'জীবে দয়া—নামে রুচি' আপনা-আপনি আসিয়া, তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। ইহাই তোমার সাধনা, এ সাধনায় দলাদলি নাই, হিংসা-দ্বেষের আধিপত্য নাই, বাগ্-বিতণ্ডা, বাদ-বিসম্বাদ নাই, যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ডের নাম-গন্ধও নাই; এ সাধনায় সর্ব্ববিষয়ে নির্ব্বিবাদ ও প্রকৃত একত্বের সমাবেশ হয়। এ সাধনায় আপনা হইতে স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, আমিত্বের অহঙ্কার, রিপুর তাণ্ডব, ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্য, বাসনার অনল সকলই প্রেম-প্রবাহে ভাসিয়া যায়, তাহার নিদর্শনও পাওয়া যায় না। এ সাধনায় প্রাণে প্রেমের মন্দাকিনী বহিতে থাকে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে একাকার হয়; কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। এ সাধনায় হিন্দু-মুসলমানে দ্বেষ থাকে না, দীনের প্রতি ঘৃণা থাকে না;—এমন কি, এ সাধনায় ধন-জন, রূপ-যৌবনের অভিমান ও মায়া-মোহ, কামনা-বাসনা, লোভ-প্রলোভন, হিংসা-দ্বেষ, মান-অপমান, দম্ভ-দর্প, গর্ব্ব-অহঙ্কার প্রভৃতি নাম-সাধনার অন্তরায়-স্বরূপ জঞ্জালগুলি চিরদিনের জন্য অপসৃত হইয়া, অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতএব,—অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী-তাপী কে কোথায়

আছ, ছুটিয়া আসিয়া, সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মণ্যশক্তি-সম্পন্ন ত্যাগধর্ম্মী প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জ্যোতিস্তরঙ্গে—মনোময় কোষের মহাদেবতার চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ সুশীতল জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভায়—অন্তর্লক্ষ্য স্থাপন করিয়া, হৃদয়-মন্দিরে উজ্জ্বল-সম্মোহন সিংহাসনস্থিত জ্যোতির্ম্ময় শুভ্রদেবতা, ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনায়—'জীবে দয়া—নামে রুচি' সাধনার পথ দিয়া "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুতা"য় সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, নাম-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া,—দাস্য-ভাবের সাধনা-পথ বহিয়া,—জড়োপাসনার ভিতর দিয়া,—কর্ম্ম-বেষ্টনী ভেদ করিয়া,—সংসারে পরাধীনতার ভিতর দিয়া, তামসিক বা রাজসিক পূজার ভিতর দিয়া,—সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়া,—পুত্র-কলত্রাদির মহামোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, কাতরতার ছায়ামণ্ডিত হইয়া, মোহিনী-শক্তি-সম্পন্ন হরিনামামৃত-পানে উন্মত্ত হইয়া, কাতরোদ্বেলিত প্রাণে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

—o—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নাম-কীর্ত্তন।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বোক্ত নবধা ভক্তির মধ্যে ভগবানের স্মরণ-ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু, তাহা কলিকালে কলির অন্নগত-প্রাণ অল্পায়ুঃ শক্তিহীন দুর্ব্বল মানবের অসাধ্য বলিয়া, কলিপাবন মহাজনগণ বলিয়াছেন,—"কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্।" সুতরাং সেই কীর্ত্তন কাহাকে বলে এবং কীর্ত্তনের স্বরূপ কি ও কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হয়?

গীতাত্মনা শ্রুতিপদেন চ ভাষয়া বা,
শম্ভুপ্রতাপগুণরূপবিলাসনাম্নাম্ ।
বাচা স্ফুটন্তু রসবৎ স্তবনং যদস্য,
তৎকীর্ত্তনং ভবতি সাধনমত্র মধ্যম্॥

শিবপুরাণ। বিদ্যেশ্বর।২

ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ত্রিতাপহারী শ্রীহরির বা ভব-কর্ণধার ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরের প্রতাপ, গুণ, রূপ, বিলাস ও নাম-প্রকাশক সঙ্গীত, বেদবাক্য দ্বারা বা স্বীয় মাতৃভাষা দ্বারা সানুরাগে তাঁহাদের স্তব, তাহাই মধ্যম সাধন—কীর্ত্তন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবানের প্রতাপ, গুণ, রূপ ও বিলাস অর্থাৎ ক্রীড়া-প্রকাশক নাম উচ্চৈঃস্বরে প্রাণের উল্লাসে গান করাকে কীর্ত্তন বলে।

কৃষ্ণস্য নানাবিধকীর্ত্তনেষু,
তন্নামকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্ ।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্,
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী।

ভগবন্নাম-কীর্ত্তন নানাবিধ ;—বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ,—পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ-পাঠ ;—কেন না, ভগবান্ বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" বিবিধ শাস্ত্রে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ;—নানাবিধ গ্রন্থে—ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্র-গ্রন্থ ভগবৎ-স্বরূপ, সেই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠও কীর্ত্তনের অঙ্গ-স্বরূপ। অপিচ,—"তত্তু সমন্বয়াৎ" সেই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থের সমন্বয়-সাধক গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানানন্দে বিহ্বল ভগবদ্ভক্তবৃন্দের কোমল কণ্ঠোচ্চারিত গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষা, ভগবল্লীলামৃত কথাও কীর্ত্তনের অঙ্গ-স্বরূপ। অপিচ,—ভগবচ্চরিত্র, ভগবল্লীলা-বর্ণিত গীত ও শতনাম সহস্রনামোচ্চারণ প্রভৃতি কীর্ত্তনের অঙ্গ-স্বরূপ। এইরূপে, বহু প্রকারে, নানাবিধ আকারে ভগবানের কীর্ত্তন উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, তন্মধ্যে ভগবানের শতনাম ও সহস্রনাম কীর্ত্তনই মুখ্য ; কেন না, নাম-কীর্ত্তনে হৃদয়ে শীঘ্র ভগবৎ-প্রেমের আবির্ভাব হয়। যাঁহারা গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পান-পিপাসু প্রেমিক বিরাগ-রসিক ভক্ত-বৃন্দ, তাঁহারা নাম কীর্ত্তন করিলেই, নামের মহিমায়, নামের বিভবে, নামের প্রভাবে, তাঁহাদের শরীরে এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সমুদিত হইয়া, তড়িচ্ছক্তির মত বিদ্যুচ্ছক্তি খেলিয়া, শরীরের মর্ম্মে মর্ম্মে—সর্ব্বস্থানে ফোয়ারার মত বিচ্ছুরিত হইয়া, শরীরকে এমন এক বিপুল পুলকে পুলকিত,—হৃদয়কে এক অনির্ব্বচনীয় অনাবিল বিমল-আনন্দালোকে আলোকিত ও মনকে এমন এক ভাব-রসে

অভিষিক্ত করিয়া তুলে যে, প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, আনন্দে বিহ্বল হইয়া, প্রেমানন্দে মাতিয়া, বিমলানন্দে মাতোয়ারা হইয়া, উন্মাদের ন্যায়, উন্মত্তভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিলে, বেশ বুঝা যায় যে, তিনি কি এক অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় অসাধারণ বিমলানন্দ ও অনাবিল সুখ এবং অমেয় শান্তি উপভোগ করিয়া, আত্মহারা হইয়াছেন! অতএব;—

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং,
প্রেম্না সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বম্।
যৎ সেব্যতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং,
তস্যাতুলং জল্পতু কো মহত্ত্বম্॥

যিনি আত্ম-হৃদ্য—আত্ম-হৃদ্‌বিহারী নিদানের বন্ধু চির-সখা ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির নাম প্রেম-ভক্তি-সহকারে আস্বাদন-ভঙ্গি-বৈচিত্র্য-সহ অবিরাম স্বীয় মধুভাষী মধুলেহী রসনায় সেবা করেন; তাঁহার ঔদার্য্য,—তাঁহার মহত্ত্ব,—তাঁহার মহিমা,—তাঁহার উদারতা ও তাঁহার প্রাধান্য বুঝিতে বা বলিতে কে সমর্থ হয়? অহো, মধুময় চির-মধুর নামের কি অপার মহিমা! মধু-বার মধুবর্ষী শ্রীভগবানের মধুরিমা মধুরিম মধুরতা মাধুর্য্যযুক্ত মধুভরা মধুকোষ চির-মধুর নাম কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াও, স্বীয় মাধুর্য্য-গুণে মধুরতা-প্রভাবে মধুর রসে সর্ব্বেন্দ্রিয়কেই, এমন কি—শরীরস্থ যাবতীয় শিরা-প্রতিশিরা, ধমনী ও মর্ম্ম প্রভৃতিকে উত্তেজিত করিয়া, প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে,—প্রতি শিরায় শিরায়, প্রতি ধমনীর প্রতি শোণিত-প্রবাহের বিপুল আবেগের সহিত তড়িচ্ছক্তির মত বিচ্ছুরিত হইয়া, সর্ব্বশরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রকে সমাপ্লুত করেন।

অতএব, সংসারের যত সব মায়া-মমতা, কামনা-প্রলোভন, আকাঙ্ক্ষা-আসক্তি সকলই পরিত্যাগ করিয়া, অভিমান-মোহাদি

হইতে বিমুক্ত হইয়া, মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, দাস্যভাবের সাধনা-পথ বহিয়া, একাগ্রমনে কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে ভগবানের প্রভাব, মহিমা, সামর্থ্য, প্রভুত্ব-শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতির কীর্ত্তন করিবে। স্বকীয় গুণ-গৌরব ভুলিয়া, আবেগভরে সেই অপরিমেয় গুণ-বিশিষ্ট গুণ-সাগর প্রভূত-গুণ-সম্পন্ন ভগবানের ওজঃ, দয়া-দাক্ষিণ্য, শৌর্য্যাদি-গুণানুরাগী হইয়া, অহর্নিশ তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিবে। স্বীয় রূপের সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, এবং রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী রমণীর রূপ-সৌন্দর্য্য ভুলিয়া, সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর, সৌন্দর্য্যাধার ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসা হৃদয়ে ধরিয়া, ভগবানের রূপজ সৌন্দর্য্য দর্শনে সৌন্দর্য্যশালী সৌন্দর্য্য-স্রষ্টার সৌন্দর্য্য চিত্ত-পটে অঙ্কিত করিয়া, হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে তাঁহার কমনীয় আকৃতি অর্থাৎ মূর্ত্তি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিবে। সযত্ন-রচিত প্রমোদ-কাননে শীতল-মৃদুল-মধুর-নৈশ-সমীরণোত্থাপিত সুধাকর-সুধাময়-কিরণ-শোভিত প্রমোদাগারে, রূপ-যৌবন-সম্পন্না যৌবন-ভরালসা বিলাসিনীর বিলাস-ভোগ ভুলিয়া, সেই সর্ব্ব-জনাতীত-শক্তি-সম্পন্ন ভগবানের আবাস-স্থান মন্দিরে বসিয়া, তাঁহার বাল্যক্রীড়াদি মহোৎসবের অনুষ্ঠানে অহর্নিশ নিরত রহিয়া, তাঁহার বিলাসাদি-বর্ণিত গ্রন্থ পাঠ করিবে। আর, সযত্ন-রচিত ভগবন্মন্দিরে বসিয়া, মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন-ধ্বনি-সহকারে ভগবন্নাম-প্রকাশক সুললিত ছন্দে গ্রথিত সঙ্গীত তন্ময় হইয়া গাহিবে। আর, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে বেদবাক্য বা কলস্বর-সমাযুক্ত রসভাব-সমন্বিত সুললিত মাতৃভাষায় সানুরাগে ভগবানের স্তব করিবে; ইহাকেই বলে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন। ভগবানের নাম জপ করাকেও নাম-কীর্ত্তন বলে। অতএব, সংসারের সকল কাজের—সকল

চিন্তার অবসর ভুলিয়া, সংসার-কোলাহল-গণ্ডগোলের অন্তরালে বসিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে তন্ময়ভাবে সংখ্যা করিয়া, ভগবানের নাম জপ করিবে। যদি নাম জপের সময়ে ভগবন্মূর্ত্তির চিন্তা করিতে পার, তবে আরও ভাল হইবে। কেন না, মন অতি চঞ্চল। কার্য্য-কুশল কর্ম্মাসক্ত মন সর্ব্বদা কার্য্য চায়; কিন্তু, সে আবার কোনও কার্য্যে পরিতৃপ্ত নয়। মন, চিন্তাপূর্ণ; কিন্তু, কোনও চিন্তায় নিবিষ্ট নহে। সুতরাং, মনকে কার্য্য দিতে হইবে। এমন কার্য্য দিতে হইবে, যে কার্য্যে সে অবসর না পায়। ঠিক তেমন কার্য্য, যিনি দিতে পারেন, তিনিই মনকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন; মন কাহারও কখনও স্থির থাকিতে পারে না; তাহাকে যিনি সৎকার্য্যে নিরত করিতে পারেন, তাঁহারই মন চঞ্চলতা-শূন্য। ধ্যানমগ্ন যোগী, মনকে কার্য্য দিতে পারিয়াছেন, যে কার্য্য হইতে মনের আর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করিবার অবসর নাই বা সে কার্য্য হইতে ফিরিবার আর সময় নাই। সুতরাং নাম-জপ-কালে, নামের অক্ষর-মননে অথবা ভগবানের মূর্ত্তি-চিন্তনে মনকে নিযুক্ত করিবে। অর্থাৎ,—

জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জ্জপেৎ।
জপধ্যানাভিযুক্তস্য ক্ষিপ্রং যোগঃ প্রসিধ্যতি॥

শিবপুরাণ। বায়বীয়—উঃ। ২৯

নাম জপ করিতে করিতে, মন শ্রান্ত হইয়া, ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, তদবস্থায় নাম জপ করিবে না; কারণ, তাহাতে অবসাদ আসিয়া, আলস্যের ক্রোড়ে মনকে বিশ্রাম করিতে প্রেরণ করিবে। তদবস্থায় জপ করিতে থাকিলে, জপে শ্রদ্ধা থাকিবে না, কালে উহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া, পরিণামে নাম-জপ বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। অতএব, জপ-কালে আলস্যাদি আসিয়া উৎপীড়ন করিলে, জপ একেবারেই স্থগিত করিবে; কিন্তু, তা বলিয়া জপ ছাড়িয়া,

চুপ করিয়া বসিলে চলিবে না ;—জপ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, ভগবানের কমনীয়-কান্তি মূর্ত্তির চিন্তা করিতে থাকিবে। আবার, ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে, মন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, ভগবন্মূর্ত্তির চিন্তন ছাড়িয়া দিয়া, পুনর্ব্বার ভগবন্নাম জপ করিতে হইবে। এইরূপে ভগবন্নাম-জপ ও ধ্যানে চঞ্চল মনকে নিয়ুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে সে ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম করিতে না পারে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করিবার অবসর না পায়,—তাহারই চেষ্টা করিবে। ভগবন্নাম-জপ-কালে,—

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ।

ব্রহ্মসূত্র।৩।৩।৫৯

ভাবময় ভগবানকে মনোময় করিবার নিমিত্ত, ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আশ্রিত ভাবগুলি চিন্তা করিতে হইবে। কখন তাঁহার শ্রীচরণযুগল, কখন তাঁহার বদনমণ্ডল, কখন তাঁহার সরস-মধুর মৃদুহাস্য, কখন তাঁহার আয়ত-গভীর গৌরবোজ্জ্বল নয়নে কৃপা-কটাক্ষ এবং শ্রীচরণ-যুগলে নূপুরের সুমধুর বাদ্য ইত্যাদি চিন্তা করিতে হইবে। মনকে আপ্যায়িত করিয়া, সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে হইবে,—মন! তুমি কি কখন জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভ-মণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রখর-কিরণ-বিভাসিত জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের সৌন্দর্য্য-দর্শনে আত্মহারা হইয়াছ ? যদি না হইয়া থাক, তবে একবার ভগবানের চির-উজ্জ্বল চির জ্যোতিষ্মান্—"নবনীরদ-সুন্দরনীলতনুং" কমনীয়-কান্তি কলেবরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে ;—তাঁহার উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতির্ম্ময় কলেবর হইতে কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে ; তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কলেবর যেন, এই সুবিশাল অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত রশ্মি-জালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, বৈকুণ্ঠের পথিক ভব-পারাবারে—বিশ্বেশপাদাম্বুজ-

দীর্ঘনৌকার আরোহিত নাবিকগণকে পথ-প্রদর্শন জন্যই স্থির ও গম্ভীরভাবে নিশ্চল হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যাধার জ্যোতির্ম্ময় কলেবর দর্শনে বিস্ময়-সংশয়ান্বিত হইয়া বলিতে থাকিবে,—

আভাতি শুক্লমিব লোহিত—
মিবাথো কৃষ্ণমায়সমর্কবর্ণম্।
ন পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি নান্তরীক্ষে,
নৈতৎ সমুদ্রে সলিলং বিভর্ত্তি॥
ন তারকাসু ন চ বিদ্যুদাশ্রিতং,
ন চাভ্রেষু দৃশ্যতে রূপমস্য।
ন চাপি বায়ৌ ন চ দেবতাসু,
ন তচ্চন্দ্রে দৃশ্যতে নোত সূর্য্যে॥

মহাভারত। উদ্যোগ। ৪৪

কৈ এমন মনোমুগ্ধকর রূপ ত আর এই অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী বসুন্ধরার কোন পদার্থে দেখিতে পাই নাই! এই যে সৌর-জগতের অনন্ত উর্দ্ধে—ঐ যে অনন্ত আকাশমণ্ডলে—জ্যোতিষ্ক-পথে, জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভ-মণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, ইহার জ্যোতিও যেন দিবাভাগে প্রজ্জ্বলিত দীপ-শিখার ন্যায় হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতেছে!—আরও বোধ হইতেছে, যেন তাঁহারই জ্যোতির্ম্ময় কলেবরের কণামাত্র আলোক-রশ্মিতে জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, জ্যোতিষ্মান্ হইয়া, সৌর-জগৎকে আলোকিত করিতেছে!—আরও দেখিতেছি যে, ঐ যে অনন্ত নীলাকাশে আলোক-রূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান পূর্ণমাসীর জ্যোৎস্না-বিকশিত পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, ইনিও ত তাঁহারই কণামাত্র জ্যোতিঃতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া, জীব-জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন!—অহো কি আশ্চর্য্য!—ঐ

যে অনন্ত আকাশে গজ-যূথ-সদৃশ তড়িন্মালা-বিভূষিত অনলোদ্গারী সজল-জলদমালা-মধ্যগতা নবনীরদ-নীলিমমাঝে সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা চকিতোজ্জ্বলা বিদ্যুল্লতা, ইহাও তাঁহারই জ্যোতির্ম্ময় কলেবরের কণিকামাত্র জ্যোতিঃ-কণা বলিয়া বোধ হইতেছে!—আর, ঐ যে অনন্ত আকাশমণ্ডলে অসীম নীলাম্বরে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত নিশা-ভূষণ তারকানিকর, ইহাও ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় কলেবরের বিন্দু-মাত্র জ্যোতিঃ-কণাতে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং জানা গেল যে,—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় কলেবরের জ্যোতিতেই এই সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। অতএব, সৌন্দর্য্যাধার ভগবানের রূপের তুলনা বা উপমা আর কাহারও সহিত হইতে পারে না; তিনি সৌন্দর্য্যের অনুপমেয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের উপমা কি বিরাট্-বপু ভূতধাত্রী ধরিত্রীতে ;—কি অনন্ত-প্রেসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত মহান্ সমুদ্রের কৌমুদী-সম্পাত-প্রফুল্লা অনন্ত যোজনদূর-বিস্তৃত বিভীষিকাময়ী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রমাণ উন্মাদ-প্রমাভিসার উত্তাল-তরঙ্গমালায় কিংবা অনন্ত-বীচি-বিক্ষুব্ধ অতলস্পর্শ অনন্ত-জলরাশি নীলাম্বুতে ;—কি জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভ-মণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিষ্ক-জীবন মধ্যাহ্ন-তপন সূর্য্যে ও চন্দ্রে ; কি সজলজলদজাল-মধ্যগতা চকিতোজ্জ্বলা বিদ্যুন্মালায় ; কি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত তারকামালায় ; কি অসীম আকাশে নীলাম্বরে ; কি তড়িন্মালা-বিভূষিত গজযূথ-সদৃশ শুভ্র আয়সবর্ণ বিদ্যুদ্বর্ষী মেঘমালায় ; কি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী প্রচণ্ড-ঝটিকা-প্রবাহিত বায়ুমণ্ডলেও নাই। সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য, সে জ্যোতিঃ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কোন দেবতাতেও নাই ; মোটের উপর, কি অন্তরীক্ষে, কি ভূপৃষ্ঠে কোথাও নাই ; কি আশ্চর্য্য মনোমোহন রূপ!—রূপের সীমা নাই, সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই ; অনন্ত অসীম। তখন তুমি বলিবে,—

চিকুরং বহুলং বিরলং ভ্রমরং,
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নম্।
অধরং মধুরং বদনং মধুরং,
চপলং চরিতঞ্চ কদানু বিভোঃ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃত। ৬১

হে সৌন্দর্য্যপিপাসু নয়ন! তুমি কি কখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কিরণ-মণ্ডিত অনন্ত-বীচি-বিক্ষোভিত সরসি-হৃদয়ে সম্পূর্ণাবয়ব সমবেত সহস্র পঙ্কজের দীপ্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিতে পাইবে,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।" সেই উজ্জ্বল-সম্মোহন প্রস্ফুট হৃদয়-কমলের অভ্যন্তরে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার, ভাব-সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীহরির খর-যৌবন-করোদ্দীপ্ত রূপ-সরসীর বুকে তাঁহার প্রফুল্ল পদ্মের মত আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত সরস-মধুর হাস্য-মণ্ডিত বদনমণ্ডল কেমন ভাসিতেছে, হাসিতেছে। মুগ্ধ নয়ন! তুমি কি কোন দিন নিবিড় কাদম্বিনী-বক্ষে ইন্দ্রধনুর মনোহর কান্তিতে মুগ্ধ হইয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার স্বীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলের প্রতি চাহিয়া দেখ,—ঐ দেখ, ভগবানের নবীন-জলদ-জাল-তুল্য ভ্রমর-কৃষ্ণ কুন্তলদামের অন্তরালে, কেমন এক সঙ্গে সহস্র সহস্র ইন্দ্রধনু সমুদিত হইয়াছে!— "চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্।" রূপপিপাসু মুগ্ধ নয়ন! তুমি কি কখন বাসন্তী-পুষ্প-স্তবক-বিভূষণা সহকার-বিজড়িতা মাধবীলতার চঞ্চল নৃত্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছ? যদি না হইয়া থাক, তবে একবার হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকের প্রতি চাহিয়া দেখ; ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির অলোক-সামান্য লাবণ্য-কুসুম-বিভূষিতা দেহলতা যৌবনের গাছ জড়াইয়া,

ষড়ৈশ্বর্য্যের ও ভক্তি-প্রেম-জ্ঞানের মৃদুল-মধুর বাতাসে কেমন হেলিতেছে, দুলিতেছে; সে আন্দোলন-নৃত্য দর্শন করিয়া, তুমি আত্মবিস্মৃত হইবে। কেন না,—"চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্।" তাই যোগিগণে যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। সৌন্দর্য্যপিপাসু মুগ্ধ নয়ন! তুমি কি কখন ভাদ্রের উল্লোলময়ী কলকল্লোলিনী উন্মাদিনী উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা ভরা গঙ্গার বুকে কৌমুদী-প্রফুল্লা বীচিমালার প্রেমাভিসার-উন্মাদ নৃত্য দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে অনন্ত-সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন, হৃদয়েশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তাঁহার উচ্ছ্বসিত কোটীসূর্য্যপ্রদীপ্ত কোটীচন্দ্রোৎফুল্ল রূপ-গঙ্গার উপর যৌবনের দীপ্ত-আলোক-রশ্মি পড়িয়া, প্রতি অঙ্গে কেমন উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের লহরী তুলিতেছে। সে প্রেমাভিসার-উন্মাদ-লহরী দেখিলে, তুমি আত্মহারা হইয়া, প্রেমের ঘড়া গলায় বাঁধিয়া, অনন্ত-সৌন্দর্য্যের রূপ-গঙ্গায়—লহরী-লীলার মধ্যে ডুব দিবার জন্য উন্মাদের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, অশ্রু-প্রবাহে বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, হাসিতে হাসিতে, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, ছুটিয়া যাইবে। এইরূপে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের চিন্তায় মনকে নিরত করিতে হইবে; গাঢ়রূপে চিন্তা করিবে, —তাঁহার বদনারবিন্দ সুপ্রসন্ন, তাঁহার সরস-মধুর আয়ত আনন্দগৌরবোজ্জ্বল নয়নারবিন্দ-যুগল— পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ বা নীলোৎপল-দল-তুল্য শ্যামল। তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান। তাঁহার কৌষেয় পীতবসন—পদ্ম-কিঞ্জল্ক-তুল্য শোভমান। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন এবং কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তুভমণি বিরাজমান। তাঁহার গলদেশে বনমালা ব্যাপ্ত;—মত্ত মধুকর তাহাতে

মধুপানে নিরত হইয়া, সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি মহামূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার কটিদেশে কাঞ্চী দীপ্তিমতী, তিনি ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মাসনোপরি আসীন। তাঁহার সেই দর্শনীয় মূর্ত্তি নয়ন-মনোরঞ্জন। যে পর্য্যন্ত না মন আপনা হইতে শান্ত হয়, তাবৎ এইরূপ সমগ্র অঙ্গ-বিশিষ্ট ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। ঐ ভাব-শুদ্ধ চিত্ত দ্বারা এইরূপ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবন্মূর্ত্তিকে উপবিষ্ট অথবা গমনশীল কিংবা শয়ান চিন্তা করিবে। এই প্রকারে যখন দেখিবে,—ভগবানের সকল অবয়বে সম্যক্ প্রকারে চিত্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন এক এক অঙ্গে তাহা যোগ করিয়া দিবে। অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিবে। তৎপরে পর পর প্রত্যেক অঙ্গ ধ্যান করিতে করিতে বদনারবিন্দে চিত্তকে উপনীত করিয়া, ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিলে, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে সুচারু-রূপে ভগবান্ যখন জ্ঞাত-রূপে প্রকাশ পাইবেন, তখন প্রেম-রসাপ্লুত ভক্তি-বলে তাঁহার প্রতিই মন অর্পিত হইবে। তখন তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। এই প্রকার ধ্যানাসক্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তের প্রেম-সঞ্চার হয়, ভক্তিভরে হৃদয় গলিয়া যায় এবং প্রেমে অঙ্গ পুলকিত হয়। তখন তিনি ঔৎসুক্য-জনিত অশ্রুকণা দ্বারা আনন্দ-সংপ্লবে নিমগ্ন হন। আবার, ধ্যান করিতে করিতে, শ্রান্ত হইলে, নাম জপ করিতে থাকিবে। এইরূপে, ভগবানের নাম জপ ও তাঁহার রূপ চিন্তা করিলে, আনন্দাশ্রুপাত হয়, শরীর পুলকিত হয়। ইহা দ্বারা মনের উন্মীলন হয়। কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত মানবকে এই শিক্ষা দিবার জন্য কলিপাবন মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্যদেব ভগবান্‌কে কহিতেছেন,—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া,
বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ সদা,
কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ”
শিক্ষাষ্টক ।

‘হে রসময় নাগর অনুপম ভগবন্। তোমার নাম-গ্রহণে কবে আমার নয়নে প্রেমাশ্রু অবিরল-অবিশ্রান্তভাবে নির্গত হইয়া, ত্রিতাপ-তাপে তাপিত বক্ষ প্লাবিত হইবে, তোমার মধুর নামোচ্চারণে কবে আমার গদ্‌গদ-কণ্ঠে বাক্যরুদ্ধ হইবে, তোমার রসময় মধুর নাম উচ্চারণ করিয়া, কবে আমার এই কঠিন পাঞ্চভৌতিক দেহ পুলকে কণ্টকিত হইবে অর্থাৎ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে থাকিবে ?’

অতএব, সংসারাসক্ত মানব ! তুমি সংসার-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পর যৌবন-পথে পদার্পণ করিয়াই, অশেষ পাপার্জ্জনে পৃথিবীকে ভারাক্রান্তা করিয়াছ এবং নিজেও পাপের ফলে আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে দগ্ধীভূত হইতেছ ;— “ রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি চ। আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥” সুতরাং, তুমি এই দগ্ধ সংসারে থাকিয়াই, সংসারের তাপ-জ্বালার ভিতর দিয়া, সকল কাজের মধ্য দিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, পুত্র-পরিজন— আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতার গণ্ডী ভেদ করিয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, যন্ত্রণাময় জীবন লইয়া, আর্ত্তনাদে আকুল-প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে বল,—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। ” বিষয়াসক্ত মানব ! তুমি তোমার আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বিষয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া, বিষয়-জালে আবদ্ধ না হইয়া, বিষোদ্‌গারী বিষময় বিষম বিষয়ের প্রলোভনে না মজিয়া, সুশ্রাব্য-কুশ্রাব্য ভুলিয়া, সুস্বাদ-কুস্বাদ ভুলিয়া, সুখস্পর্শ-দুঃখস্পর্শ ভুলিয়া, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ ভুলিয়া, সুরূপ-কুরূপ ভুলিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-ভোগের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সরল প্রাণে একান্ত মনে ভক্তিভরে

বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" দরিদ্র! তুমি পূর্ব্বজন্মে অশেষ পাপ করিয়াছ, তাই এজন্মে দরিদ্র হইয়াছ; অতএব আর, এজন্মে পাপাচরণ করিও না। তুমি তোমার শত-ছিদ্র পলালাবশেষ ভগ্ন জীর্ণ-শীর্ণ পর্ণ-কুটীরে বসবাস করিয়া, দারিদ্র্য-দুঃখ ভুলিয়া, দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত হইয়া, দারিদ্র্য-দুঃখে কাতর, ক্ষুধার উৎপীড়নে উৎপীড়িত পুত্র-কলত্রের ক্রন্দনধ্বনিতে দুঃখিত না হইয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে আর্ত্তস্বরে ভক্তিভরে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" তাহা হইলে, তোমার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত হইবে। কেন না,—

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং,
জননমরণধূলিদুর্গতিং সঙ্গতানাং।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং,
কুশলপথি নিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরাণাম্ ॥

মুকুন্দমালাস্তোত্র।

এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ দুঃখময় অসুখকর সংসারে, যাহারা অহর্নিশ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয়ে অভিভূত হইয়া, সংসারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির মায়াজালে আবদ্ধ থাকিয়া, মহামোহের সূচীভেদ্য তমোরাশিতে আবৃত হইয়া, সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে দিশাহারা হইয়া, জন্ম-মৃত্যু-রূপ উত্থান-পতন-বিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, অহর্নিশ আর্ত্তনাদে গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছে,—তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভগবান্ চক্রপাণি শ্রীহরির শরণাপন্ন হওয়াই দুঃখত্রয়-

নির্ম্মূলের পরমোপায়। তিনি অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী-তাপী দুর্গতি-প্রাপ্ত দুঃখ-দাবদাহে দগ্ধীভূত জীব সকলকে দুঃখ-দুর্দ্দশার দাবানল হইতে উদ্ধার করিয়া, কুশল-মার্গে—কল্যাণ-পথে—সুখ-বর্ত্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি অনুপায়ের উপায়,—তিনি অনাথের নাথ,—তিনি আতুরের আর্ত্তিনাশক। তিনি অসহায়ের সহায়, তিনি ভিন্ন এ সংসার-মরুমাঝে কে আর সহায়ক হইবে? অতএব, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি শরণাগত জনকে সর্ব্বপ্রকার বিপদাপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

পতিসোহাগিনি! তুমি পতিপদে মস্তক রাখিয়া, ললাটে সিন্দুর-বিন্দু পরিয়া, বিলাস-ভোগে না মজিয়া, পুত্র-কন্যার মায়া-মোহ ভুলিয়া, যুক্তকরে ভক্তিভরে কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" পতি-পুত্রহীনা অনাথিনি! তুমি পতি-পুত্রের শোক ভুলিয়া, নয়নের উষ্ণ অশ্রু-বিন্দু অঞ্চলে মুছিয়া, ঘন দীর্ঘশ্বাসের প্রবাহ রোধ করিয়া, আবেগভরে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ঊর্দ্ধনয়নে আকুলপ্রাণে কাতর হইয়া বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" ভোগ-বিলাসী! তুমি তোমার আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বিষয়ের ভিতরে থাকিয়া, উন্নত সৌধ-অট্টালিকার বাহ্য চাকচিক্য ভুলিয়া, ভোগ-সুখের মধ্য দিয়া, ভোগ্য-বস্তুতে না মজিয়া, ভোগ্য-বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, আপাত-মনোরমা বিলাসিনীর বিলাস-ভোগ ভুলিয়া, প্রমোদ-কাননে প্রণয়োন্মাদের স্বযত্ন-রচিত প্রমোদাগারে বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত বামা-কণ্ঠোচ্চারিত কোমল সুধা-স্বর-তরঙ্গ ভুলিয়া, ভোগ-কালিমা-রেখা মুছিয়া দিয়া, সুখ-সমৃদ্ধির গণ্ডী ভেদ করিয়া, ভক্তি-গঙ্গাজলে হৃদয় বিধৌত করিয়া, মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন-ধ্বনিতে সুর মিলাইয়া, প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভক্তিভরে বল,—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" রোগার্ত্ত রোগী! তুমি রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়া, সহস্র-বৃশ্চিক-দংশন-সম রোগের

যন্ত্রণায় শিহরিয়া শিহরিয়া, রোগের কুন্থনে সুর মিলাইয়া, রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া, আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" অশীতিপর উপনীত বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধ! তুমি জীবনের প্রান্ত-সীমায় উপস্থিত! জরা-রাক্ষসীর কঠোর দণ্ড-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া, জরা-রাক্ষসীর করাল-কবলে পতিত হইয়া, মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থিত; সুতরাং অধুনা কি ভাবিতেছ? তোমার জীবন-বীণা নীরব হইবে,—সুখের যবনিকা পতন হইবে,—সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইবে; অতএব, পুত্র-কলত্রের উপায় কি হইবে,—এই দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তায় তুমি আকুল হইতেছ? তোমার পরকাল যে একেবারেই কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে,—দিন যে একেবারেই ফুরাইয়া আসিয়াছে,—মহা-কালের দূত ঐ যে তোমার শিয়রে দাঁড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতেছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না—বুঝিতে পারিতেছ না? পরকালের উপায় কি করিয়াছ? শাস্ত্র বলেন,—

ভুজঙ্গমে বেশ্মনি দৃষ্টিদৃষ্টে,
ব্যাধৌ চিকিৎসাবিনিবর্ত্তিতে চ।
দেহে চ বাল্যাদিবয়োঽন্বিতে চ,
কালাবৃতোঽসৌ লভতে ধৃতিং কঃ॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব। ১০৮

যাহার বাসগৃহে ভুজঙ্গম দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার ব্যাধি অচিকিৎস হইয়া উঠিয়াছে, যাহার শরীরে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থাদি ভোগ হইয়া গিয়াছে. সে ব্যক্তি কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত; সন্দেহ নাই। এমন অবস্থায় পরকাল ভুলিয়া, কে পরকালের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? অতএব, সংসারের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অধুনা সংসার-রঙ্গমঞ্চে জীবন-নাট্যের প্রান্ত-সীমায় জীবনা-বসান-রূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায় অন্তর্জ্জলীর পূত-ক্রোড়ে শায়িত হইয়া, বিষম-ব্যাধির বৃশ্চিক-দংশনে কাতর না হইয়া, চির-বিড়ম্বিত

হুতাশ-হৃদয়ের সন্তাপ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া, জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার বিশাল বক্ষে দ্রবীভূত অশ্রু-নির্ঝর মুছিয়া, ঐহিক বাসনার বিশ্বগ্রাহী লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া, সংসারের যাবতীয় মায়িক-বস্তুর মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মমতাময়ী জায়া এবং যাহা হইতে মায়া জন্মে, সেই পুত্র-কন্যার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া,—এমন কি, লোকাপেক্ষিতা, স্বার্থ-চিন্তা, বিষয়-বাসনা ও ভোগ-কামনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া,—কেন না, তুমি এতদিন যাহাদের বাঁধা-রাজ্যের খাস প্রজা ছিলে, তুমি তাহাদের হস্ত ছাড়াইয়া যাইতেছ, তাহা জানিতে পারিয়া, তাহারা আরও ভাল করিয়া সজ্জিত হইয়া, তোমাকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিবে,—তাহাদের মোহিনী মায়ায় মোহিত না হইয়া, ভাবময় ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, মনে-প্রাণে এক করিয়া, ভক্তিভাবে বল,—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

প্রৌঢ়! তুমি সংসারে আসিয়া আজন্ম ভোগ-সুখে মজিয়া, ভোগ-সুখের তুঙ্গসীমায় উপনীত হইয়াছ? কিন্তু, ভোগের অন্ত পাইয়াছ কি? আজন্মকাল ভোগ করিলে, ভোগের আশা মিটিয়াছে কি? ভোগ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিয়াছ কি? নয়ন-মুগ্ধকর সুবর্ণ-মূর্ত্তির পূজা করিয়াছ; কিন্তু, তাহাতে মনে শান্তি কতটুকু পাইয়াছ? অলীক আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রাণপাত করিতেছ; কিন্তু, তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল কি? তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যেক কক্ষই তন্ন তন্ন করিয়া, অনুসন্ধান করিয়াছ; কিন্তু, সেখানে সুখের সন্ধান পাইয়াছ কি? তুমি সতত আত্মসুখে নিরত, আত্ম-চিন্তায় বিভোর। তোমার শরীর ক্ষণ-বিধ্বংসী। কোন্ মুহূর্ত্তেই যে তোমার সবল-সুন্দর সুঠাম দেহ ধূলিকণায় পরিণত হইবে, তাহার

স্থিরতা নাই। পরকালের উপায় কি করিলে? পরকালের পন্থা কিছুই ত দেখিতেছ না? শাস্ত্র বলেন,—

শ্বাস এব চপলঃ ক্ষণমধ্যে,
যো গতাগতশতানি বিধত্তে।
জীবিতেঽপি তদধীনচেতসা,
কঃ সমাচরতি ধর্ম্মবিলম্বম্॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল।৬০

এই নানাজীব-সঙ্কুল জীব-জগতে, জীব-কুলের শ্বাস-বায়ু অতি চঞ্চল, অহর্নিশ,—"ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।" একুশ হাজার ছয়শতবার গমনাগমন করিতেছে। সুতরাং কোন্ সময়ে যে বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই; জীবনকে তদধীন জানিয়া, কোন্ ব্যক্তি আত্ম-কল্যাণে—ধর্ম্মাচরণে বিলম্ব করিতে পারে? অদ্যাপি তুমি সকল অবস্থার শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হও নাই; দশম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তোমাকে—"পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে" পশ্চাত্তাপের তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। যাহাদের মায়ায় মোহিত হইয়া, আত্মকল্যাণ ভুলিয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত আছ, তাহারা তোমার কে? জগৎ-গুরু শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।" অতএব, ইন্দ্রজাল-সদৃশ এই জীব-জগতে আমার মাতা, আমার পিতা, আমার পুত্র, আমার কলত্র, এই প্রতিজ্ঞা স্থায়িনী হয় না; কারণ,—"একো যতো ব্রজতি কর্ম্মপুরঃসরোঽয়ং, বিশ্রামবৃক্ষসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ।" মৃত্যুর পরে স্বীয় কর্ম্ম সহায় করিয়াই, জীব গমন করে; তখন মাতা-পিতাদি কেহই সঙ্গী হয় না। সুতরাং মনুষ্য-জীবন কেবলমাত্র কয়দিনের বিশ্রাম-বৃক্ষ-স্বরূপ। ঐ যে চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ ধর্ম্মের আলোক-স্তম্ভ—উহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া, একবার ভাবিয়া দেখ

দেখি, বুঝিতে পারিবে,—"সর্ব্বং ব্যর্থং মরণসময়ে ধর্ম্ম একঃ সহায়ঃ।" পুত্র-কলত্র, ধন-পরিজন, মাতা-পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুবর্গ, প্রিয়, শ্বশুর-সম্বন্ধী, ভৃত্য-ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, বিদ্যা, রূপ, সুন্দর ভবন, যৌবন বা যুবতি-সমবায়,—এ সমস্তই ব্যর্থ; কেন না, মরণকালে একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যের সহায়। অতএব, সংসার ভুলিয়া, সংসারের সকল পদার্থকে ভুলিয়া, এমন কি—আপন কায়ার মায়া ভুলিয়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, দীনতা-হীনতা-নীচতাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া,—"আনন্দাশ্রুপুলকেন" দুই বাহু তুলিয়া, আকুল-আবেগে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

যুবক! তুমি পূর্ব্বে শিশুকালে—বাল্যকালে বাল্যক্রীড়ায় নিরত হইয়া, কি অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দে মগ্ন ছিলে?—আর, অধুনা যৌবন-পথে পদার্পণ করিয়া, যৌবনের অস্থায়ী মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে—'আপাতপ্রিয়দর্শনা পরিণামকালভুজঙ্গিনী' আকর্ষণশালিনী বিলাসিনীর বিলাসে, যুবতীর সহিত আমোদ-প্রমোদে ব্যাপৃত হইয়া, পরকাল ভুলিয়া, ভগবান্‌কে ভুলিয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত হইয়া,—"বামানাং মায়য়া মূঢ়ো ন কিঞ্চিদ্বীক্ষতে জগৎ।" কামিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, স্ত্রীদেহের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছ না, জগৎকে স্ত্রীময়ই নিরীক্ষণ করিতেছ? ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, একবার ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে,—বিলাসিনীর লীলা-নিকেতন হিম-বিন্দুর ন্যায় অচিরস্থায়ী, আজ বিলাসিনীর যে কলেবরে এত রমণীয়তা, আজ যে দেহে পুনঃ পুনঃ গন্ধানুলেপন জন্য এত ব্যাকুলতা, কল্য তাহার পরিণাম শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ বা শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য-বিশেষ। অতএব, সংসারের যাবতীয় ধন-সম্পদ, বিভব-বৈভব পদ-

রজের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; যৌবন প্রাবৃট্‌কালীন গিরি-নদীর ন্যায় অল্পদিন-স্থায়ী; শরীর জল-বিন্দুর ন্যায় অতি চঞ্চল; জীবন জলোপরি ফেনের ন্যায় অতি চপল; এই সকল জানিয়াও যে ব্যক্তি আত্ম-কল্যাণে নিরত না হয়, তাহাকে পরিণামে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জীবনাবসান-রূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায় দাঁড়াইয়া, পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয়। সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হও,—

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো—
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্,
সন্দীপ্তে ভবনে চ কূপখননে প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

গরুড়পুরাণ। উত্তর।১৪

তুমি যৌবনের মোহে মোহিত হইয়া, মনে করিতেছ,—'ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সময় আমার এখনও উপস্থিত হয় নাই; যখন আমার দিন ঘনাইয়া আসিবে, আয়ুঃ ফুরাইয়া যাইবে, পরকাল কাছাকাছি হইয়া পড়িবে, তখনই করা যাইবে, এখন সংসারের যাবতীয় ভোগ্য-বিষয়ের ভোগ করা যাউক।' কিন্তু, এ ধারণা তোমার ভুল, সম্পূর্ণ ভুল; কেন না, শাস্ত্র বলেন,—'যুবক! যাবৎ তোমার ঐ সুঠাম-সুন্দর সুগোল-সবল শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শরীরের স্বাস্থ্য বর্ত্তমান থাকে, যাবৎ জরা-রাক্ষসী দূরে অবস্থান করে, যাবৎ ইন্দ্রিয়গণের শক্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ অসার আয়ুর ক্ষয় না হয়, তাবৎকালের মধ্যেই আত্ম-কল্যাণে মহাপ্রযত্ন করিবে; প্রদীপ্ত ভবন-মধ্যে কখন কেহ কি কূপ-খননের উদ্যম করে? অর্থাৎ বাল্য, যৌবন অতিবাহিত হইয়া গেলে, বৃদ্ধাবস্থায় জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জ্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত হইয়া কি কেহ কখনও ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হয়?' অতএব, প্রলোভনময় সংসারে থাকিয়া, যুবতী-প্রেমে মজিয়া, আপন কল্যাণ

ভুলিও না, যৌবনাবস্থাই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃষ্ট অবস্থা। সুতরাং যুবতী-প্রেম ভুলিয়া, ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হও, কামিনীকে ভুলিয়া, কৃষ্ণকে চিন্তা কর; আর,—"গচ্ছংস্তিষ্টন্ স্বপন্ জাগ্রন্নিগিষন্নুন্মিষন্নপি।" সকল সময়ে, একাগ্রচিত্তে, সকল কাজের মধ্য দিয়া, বলিতে থাক,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

ক্রীড়াসক্ত বালক! তুমি খেলার ঘরে থাকিয়া, মিছা খেলা ভুলিয়া, ভবের খেলা চিরতরে ঘুচিবার খেলা খেল। কি খেলা খেলিতে ভবে আসিয়াছ? যে খেলা খেলিবার নিমিত্ত ভবধামে আসিয়াছ, সেই খেলায় মন দাও, সেই খেলায় মত্ত হও। তোমার হৃদয় অতি সরল, বিশ্বাসের দীপ্তালোকে আলোকিত, তুমি অতি সত্বর —অতি সহজেই ভগবান্‌কে দেখিতে পাইবে,—সংসারে তাঁহারই সহিত খেলা করিতে আসিয়াছ; সুতরাং তাঁহার সহিত খেলা করিতে ভুলিয়া, মিছা খেলা করিতেছ কেন? খেল যদি তাঁহারই খেলা, তবে তাঁহাকে ডাকিতেছ না কেন? খেলার ঘরে থাকিয়া, খেলা খেলিবার জন্য ভগবান্‌কে ডাক, তাঁহার সহিত একবার খেল, খেলায় আনন্দ পাইবে, তাঁহার সহিত খেলিতে খেলিতে, আনন্দে মাতিয়া, স্থায়ী-আনন্দের লীলা-নিকেতনে উপনীত হইবে। সেখানের খেলাঘর অতি সুন্দর, অনির্ব্বচনীয়।—সেখানে উপনীত হইলে, সুন্দর সুন্দর আনন্দদায়ক খেলায় মাতিয়া, এ সংসারকে, এমন কি—স্নেহময়ী জননীকেও ভুলিয়া যাইবে;— এ সংসারের ধূলা-খেলা অলীক তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বলিয়া তোমার বোধ হইবে, তোমার চিরদিনের জন্য ধূলা-খেলা মিটিয়া যাইবে। ভগবানের সঙ্গে যে বালক একবার খেলা করিয়াছে, সেই তাঁহার খেলায় মজিয়াছে, খেলার মজা সেই পাইয়াছে, সেই জানিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে;—সে শয়নে-স্বপনে, সদা সর্ব্বদা আঁখি মুদিয়া, ভগবানের সহিত খেলা করিয়া থাকে। অতএব, অলীক সংসারের মিছা ধূলা-খেলা ভুলিয়া, স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-

মমতা ভুলিয়া, ভগবানের সহিত খেলা খেলিতে অগ্রসর হও ;—খেলা খেলিবার জন্য ভগবান্‌কে তুমি আকুল-আবেগে সরলান্তঃকরণে আর্ত্তস্বরে ডাক ; তিনি তোমার সরলান্তঃকরণের ডাক শুনিয়া, তোমার সরল-বিশ্বাস বুঝিয়া, তোমার নিকট আসিবেন এবং তোমার সহিত খেলা করিবেন। পঞ্চম-বর্ষীয় বালক নিরুপায় শিশু ধ্রুব, আঁখি মুদিয়া আকুল-আবেগে আর্ত্তস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন, তাঁহার ডাক শুনিবামাত্রই ভগবান্ কাছে আসিলেন।

তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃ ক্ষিতা—
ববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবৎ।
দৃগ্‌ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভক—
শ্চম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ৪।৯

ধ্রুব, নয়নদ্বয়-উন্মীলন করিবামাত্র হৃদয়-মধ্যে ভগবানের যে রূপ দেখিতেছিলেন, বাহিরে ঠিক সেই রূপই দেখিতে পাইলেন। ধ্রুবের তখন আনন্দজনিত সম্ভ্রম জন্মিল ; তিনি স্বীয় অঙ্গ অবনত করিয়া, ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ভগবান্‌কে যেন চক্ষু দ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুম্বন, এবং বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ত্রিতাপহারী চির-সখা ভগবান্ শ্রীহরি সকলেরই অন্তর্যামী,—সকলেরই হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে তিনি বাস করিতেছেন ; কিন্তু, তাঁহার দর্শন পাওয়া অতি দুর্ল্ভ ; কেন না, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমল-বাসিনী কমলাই আপন হস্তে দীপ-তুল্য কমল লইয়া, সদা তাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন। পরন্তু, বালক! তোমার নিকট ভগবান্ সত্বর আসিবেন, তুমি আকুল-আবেগে আর্ত্তস্বরে ডাক, তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না ; তোমার নিকট আসিয়া, তোমার সঙ্গে খেলা করিবেন। এ বিষয়ের একটি গল্প বলি,—শুন!

বোধ হয়, ঠাকুরমার নিকট বালক জটিলের গল্পটি শুনিয়া থাকিবে, যদি শুনিয়া থাক, আবার বলি,—মন দিয়া শুন। জটিল জনৈক সাধু বালক, ভগবদ্ভক্ত। জটিল এক বিধবা দুঃখিনীর একমাত্র পুত্র। তাহাদের সংসারে আর কেহ ছিল না। একদিন পাঠশালায় যাইবার সময়ে, বালক জটিল পথে ভয় পায়। বাটী আসিয়া, জননীকে ভয়ের কথা বলায়, ধর্ম্মশীলা ভগবৎপ্রাণা মাতা, জটিলকে "গোবিন্দ" নাম স্মরণ করিতে বলিয়া দিলেন। তখন বালক জটিল, জননীকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মা! গোবিন্দ কে?' তখন জননী বলিলেন,— 'গোবিন্দ বালকদিগকে বড় ভালবাসেন, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকেন এবং বালকদিগের সহিত খেলাও করেন।' জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া, জটিলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অতঃপর জটিল একদিন পাঠশালায় যাইবার সময় পথে ভয় পাইয়া,—'সখা গোবিন্দ! সখা গোবিন্দ!' বলিয়া, অতি ব্যাকুলতার সহিত, সরলান্তঃকরণে ডাকিতে লাগিল। সরলচিত্ত বালকের ব্যাকুলতায় ভয়ত্রাতা ভগবান্ শ্রীহরি বালকবেশে উপস্থিত হইয়া, জটিলের ভয় মোচন করিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া, সেখানে কিছুক্ষণ খেলাও করিলেন। ইহার পর প্রায়ই পথে জটিল সখা গোবিন্দের সহিত খেলা করিত। অনন্তর একদা জটিলের গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে গুরুমহাশয় ছাত্রবৃন্দের কে কোন্ দ্রব্য সরবরাহের ভার লইবে, তাহা বাটীতে জানিয়া আসিতে বলায়, জটিল বাটীতে আসিয়া, জননীকে বলিলে, দুঃখিনী বিধবা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন,—'বাছা জটিল! তোমার সখা গোবিন্দ যাহা দিবেন, তাহাই দিব, তাহা ভিন্ন আমি আর কি দিতে পারিব?' পরদিন পথিমধ্যে সখা গোবিন্দকে জানাইলে, গোবিন্দ কহিলেন,—'যত দধির আবশ্যক, তাহা তুমিই দিবে, বলিয়া আসিও।' জটিল সখার উপদেশানুসারে আবশ্যক দধির ভার লইবে, একথা গুরুমহাশয়কে বলিল। অনন্তর

নির্দ্দিষ্ট দিবসে জটিল, পথে সখার নিকট ক্ষুদ্র এক ভাণ্ড দধি লইয়া, গুরুগৃহে উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র দধিভাণ্ড দেখিয়া, গুরুমহাশয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন,—'তুমি এ কি করিয়াছ ? এই ক্ষুদ্র একভাণ্ড দধিতে কি হইবে ?' জটিল উত্তর করিল,—'আমার সখা বলিয়াছেন যে, এই এক ভাণ্ড দধিতেই সকল লোকের পর্য্যাপ্ত আহার হইয়াও, উদ্বৃত্ত থাকিবে।' কার্য্যত তাহাই হইল। গুরুমহাশয়, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, জটিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার সখা কোথায় থাকেন ?' জটিল বলিল,—'আমার বাটী যাইবার পথে, তেঁতুল গাছের নিকট বনে তাঁহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাই এবং তাঁহার সহিত খেলাও করিয়া থাকি। আপনি তাঁহাকে দেখিবেন ত আমার সঙ্গে আসুন ; তাঁহাকে দেখিবেন।' গুরু শিষ্যের অনুগামী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট তেঁতুলতলায় গুরুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, জটিল বন-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং 'সখা গোবিন্দ !—সখা গোবিন্দ !' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। গোবিন্দ আসিলেন, জটিল গুরুমহাশয়ের দর্শন-লালসা জ্ঞাপন করিলে, গোবিন্দ কহিলেন,—'এই তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে, তত বৎসর বসিয়া, তপস্যা করিতে পারিলে, আমার দেখা পাইবে।' ক্ষণকাল পরে জটিল প্রত্যাগত হইয়া, গুরুমহাশয়কে কহিল,—'সখা বলিয়াছেন যে, তিনি আপনাকে দেখা দিবেন ; কিন্তু, আপনাকে এই স্থানে বসিয়া, এই তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে, তত বৎসর ধরিয়া, তপস্যা করিতে হইবে।' ভগবান্ শ্রীহরির দর্শন-লালসায়, গুরুমহাশয় তাহাই করিতে বসিলেন। অতএব, বালক !

হরির দেখা পাবে খুঁজিলে,
তত্ত্ব কর জলে স্থলে অনলে অনিলে।
বাহিরে যদি না পাও, অন্তরেতে খুঁজে বেড়াও,
পাবে সাড়া প্রাণেশ্বর বলে ডাকিলে।

প্রেম করে যে জন ডাকে, অমনি সাড়া দেন তাকে,
ধরা পড়বে ডাকে ডাকে, ঢেকে থাকিলে।

তাই বলি,—বালক! তুমি যত সহজে তাঁহাকে ধরিয়া, বশীভূত করিতে পারিবে, তত সহজে কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, কি বনিতা, সহস্র চেষ্টায়ও ধরিতে বা বশীভূত করিতে পারিবে না। অতএব এস, খেলার ছলে নাচিয়া নাচিয়া, দুবাহু তুলিয়া, আকুল-আবেগে আর্ত্তস্বরে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

দুগ্ধপোষ্য শিশু! তুমিও স্নেহময়ী জননীর শীতল অঙ্কে শায়িত হইয়া, স্তন্যপান করিতে করিতে, মায়ের পানে চাহিয়া, হাসির ছলে আধ-অস্ফুট-স্বরে বদনভরে বল,— "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" স্খলিত! তুমি পথে চলিতে চলিতে, পদস্খলিত হইয়া পড়িতে পড়িতে, গড়িতে গড়িতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, উঠিতে উঠিতে ধরিতে ধরিতে, আঘাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া, আর্ত্তনাদে কাতরস্বরে বল,— "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" পীড়িত! কঠোর পীড়ার উৎপীড়নে মর্ম্ম-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছ? তোমার পীড়ার উপশম হইবে,—পীড়ার মর্ম্মান্তিক কুন্থনের সুরে স্বর মিলাইয়া, মর্ম্ম-বেদনা সহ্য করিয়া, পীড়ার বৃশ্চিক-দংশন ভুলিয়া, আর্ত্তস্বরে কাতরোদ্বেলিত প্রাণে বল,— "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" ক্ষুধার্ত্ত! তুমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কাতর হইয়াছ?—"ধন-ক্ষয়ে বর্দ্ধতে জাঠরাগ্নিঃ" তাই বুঝি, পেটের দায়ে ক্ষুধার জ্বালায় ভগবান্‌কে ভুলিয়াছ? জান, ভগবান্ দয়াময়,—দয়াল ভগবান্, তোমার প্রতি দয়া করিয়া, যাহা দিয়াছিলেন, তাহা তুমি কাহাকেও না দিয়া একাকী খাইয়াছ, তাহারাই ফলে,— আজ তোমাকে কঠোর জঠরের জ্বালায় জ্বলিতে হইতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছ। তুমি পূর্ব্বজন্মে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, সতত আত্মসুখে বিভোর হইয়াছ, কখন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর নাই, তাই এজন্মে

তোমায় ক্ষুধায় কাতর হইতে হইতেছে। শান্তিময়ের বিশাল রাজ্যে আর এমন কাজ করিও না, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সতত যত্নবান্ হও, ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে। ভক্ত কবি বলেন,—"তন্‌কি ভুখ্ তনিক হ্যায়, তিন পৌয়া কি সের। মন্ কি ভুখ্ বহুত হ্যায়, যৈসে মেরু সুমের ॥" অর্থাৎ শরীরের ক্ষুধা কম,—তিন পোয়া কি এক সের হইলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়; কিন্তু, মনের ক্ষুধা এত বেশী যে, মেরু-সুমেরু পর্ব্বতপ্রমাণ আহার্য্য পাইলেও, নিবৃত্তি হয় না। তাই বলি,—ক্ষুধার্ত্ত! মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, আগে হরিনামামৃত পান কর; হরিনামামৃত পান করিলে, চিরদিনের জন্য ভবের ক্ষুধা দূরে যাইবে,—আর তোমাকে ক্ষুধায় অস্থির হইতে হইবে না,—আর তোমাকে কঠোর জঠর-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইবে না। হরিনামের গুণে তোমার সকল ক্ষুধার অবসান হইবে; এমন কি, ভব-ব্যাধিরও উপশম হইবে। অতএব, শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে সদা সর্ব্বদা বদন ভরিয়া, কাতর-প্রাণে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

শোকাতুরা! তুমি এমন গভীর নিশীথে শৃগাল-কুক্কুর-সমাকুল, কর্ণ-কুহর-বিদারণ-মুখরিত ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে প্রজ্বলিত চিতানলে প্রাণাধিক হৃদয়-রত্ন দম্পতীর আনন্দ-গ্রন্থি পুত্রকে বিসর্জ্জন করিয়া, সারা-জীবনের আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, নৈরাশ্যমাখা উৎকট হাহাকারে মস্তকে করাঘাত করিয়া, যোগ্যপুত্র বা প্রিয়তম পতি হারাইয়া, আন্তরিক তীব্র দুঃখের তাড়নে, অজস্র ধারায় অশ্রু-প্রবাহে বক্ষ প্লাবিত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে করুণ-বিলাপে—'হা পুত্র!—হা স্বামিন্!' কহিয়া, আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছ কেন? উহাতে কি পতি-পুত্র পাইবার আশা আছে? উহাদের জন্য শোকাকুল হইয়া, শরীর ও হৃদয়কে ব্যথিত করিও না; জান, শাস্ত্র কি কহিয়াছেন?—

"সায়ং সায়ং বাসবৃক্ষং সমেতাঃ,
প্রাতঃ প্রাতস্তেন তেন প্রয়ান্তি।
ত্যক্ত্বান্যোঽন্যং তঞ্চ বৃক্ষং বিহঙ্গা,
যদ্বত্তদ্বজ্জ্ঞাতয়োঽজ্ঞাতয়শ্চ ॥"

শিবগীতা।৮

'যেমন প্রতিদিন সায়ংকালে বিহগগণ সম্মিলিত হইয়া, একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, অনন্তর প্রতি দিনকালে সেই বৃক্ষকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়, এই প্রকার পতি-পুত্র, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধে কিছুকাল একত্র থাকিয়া, যথাযথ স্থানে গমন করে।' অতএব, তুমি ঐ ভাবে উচ্ছল-নয়না আলুলায়িত-কেশা হইয়া, শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে, তোমার ঐ অত্যুৎকট, অথচ করুণ-বিলাপের হাহাকার-ধ্বনি—ক্রন্দনের সুরে সুর মিলাইয়া, আর্ত্তস্বরে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

বিলাস-রসিক ! তুমি তোমার স্বযত্ন-রচিত প্রমোদোদ্যানে শীতল-মৃদুল-মধুর নৈশ-সমীরণোত্থাপিত সুধাকরের সুধাময়-জ্যোৎস্না-শোভিত বিশ্বাভিরাম প্রমোদাগারে বসিয়া, বীণা-বেণু-সারঙ্গ-সপ্তস্বরার সমবেত সুস্বর-লহরীর সহিত বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত সুকোমল বামা-কণ্ঠের সুধাস্বর-তরঙ্গের আমোদ ভুলিয়া, মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন-ধ্বনির সহিত সুর মিলাইয়া, দিগন্ত মুখরিত ও আকাশ কম্পিত করিয়া, আবেগভরে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" জরাজীর্ণ-কলেবরা করাল-কাল-ভুজঙ্গ-কবল-সন্নিহিতা বৃদ্ধা! তুমি পুত্র-বধুর লাঞ্ছনা ও অবহেলায় অবমানিত হইয়া, দুঃখিত-চিত্তে অহর্নিশ উষ্ণ চক্ষু-নীরে বক্ষ ভিজাইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে—"হা কষ্টং খলু জীবিতং কলিযুগে ধন্যা জনা যে মৃতাঃ।" বলিয়া, সদাই মৃত্যু কামনা করিতেছ ? মৃত্যু তোমার সন্নিহিত। সে বিষয়ে সংশয় নাই ;—ঐ

দেখ,—"নিকটা ইব দৃশ্যন্তে কৃতান্তনগরদ্রুমাঃ।" অতএব, এক্ষণে মৃত্যু-চিন্তা ভুলিয়া, পুত্র-বধুর লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, মর্ম্মভেদী অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, চক্ষুনীরে বক্ষ প্লাবিত করিয়া, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

মুমূর্ষু ! তুমি সংসার ছাড়িয়া, দীন-হীন বেশ ধরিয়া, পরলোকে যাইবার জন্য শুভযাত্রার আয়োজন করিতেছ ? এবং ক্ষণে ক্ষণে বিষয়-চিন্তায়—পুত্র-কলত্রের চিন্তায় অভিভূত হইয়া, পরকালের চিন্তা ভুলিয়া যাইতেছ ? বিষয়-চিন্তার অবসর ভুলিয়া, চিন্তা-মণির চরণ চিন্তা কর, সকল চিন্তার অবসান হইবে,—তোমার পাপের মেঘ কাটিয়া যাইবে। তুমি নিশ্চিন্ত-চিত্তে চিন্তামণির চরণ চিন্তা কর, চিরদিনের জন্য তোমার মরণ-চিন্তা দূর হইবে। তুমি এখনও জীবিত থাকিবার আশা বুকে ধরিয়া, ঔষধ-সেবনে সমুৎসুক হইয়া, বৈদ্য ডাকিতে ইঙ্গিত করিতেছ ? কিন্তু, শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"কিমৌষধৈঃ ক্লিশ্যতি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব।" জন্মের মত নিরাময় হইতে পারিবে। আর সময় নাই,—ঐ দেখ, তোমার শিয়রে দাঁড়াইয়া, মহাকালের দূত অট্টহাসি হাসিতেছে !—তোমার বদন-মণ্ডলের সে কান্তি নাই, দেহের সে উজ্জ্বলতা নাই,—সেই বেগবান্ স্নেহাতুর অন্তরের আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত বাক্য নাই,—সেই সরস-মধুর-হাস্য-মণ্ডিত বদনের এক্ষণে একতমেরও সাদৃশ্য নাই,—সেই আয়ত-গভীর আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল লোচন-যুগল এক্ষণে কোটর-মগ্ন ; কিন্তু, তথাপি—"পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।" অতএব, এখন আর তোমার কোনও উপায় নাই,— এক্ষণে সেই অনুপায়ের উপায়, যাঁহার নামের গুণে জীবগণে ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়, দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়, কঠোর জঠর-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পায়, অনন্ত যাঁহার অন্ত না পায়, যাঁহার রাঙ্গা পায় জীবে মোক্ষ পায়, যোগিগণে যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে যে ধন না

পায় ;—এক্ষণে সেই যোগিধ্যেয় চিন্তামণির চরণ চিন্তা কর, জন্মের মত সকল চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। অতএব, সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষুনীরে বক্ষ ভিজাইয়া, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে ভক্তিভরে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

পাপী! তুমি পূর্ব্বজন্মে না জানি কতই না পাপ করিয়াছ, আবার, এজন্মেও পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিতেছ না?—নিশ্চয় জানিও,—"পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ" তোমার ঐ যে মহাব্যাধি, উহা পাপকর্ম্মের ফল-স্বরূপ, লোক-শিক্ষার আদর্শ বলিয়া জানিও। বিশ্বেশ্বরের বিশাল-রাজ্যে পাপ করিয়া, কেহ লুকাইতে পারে না, যতই লুকাইতে বা ঢাকিয়া রাখিতে চায়, ততই সেই বিশ্বতোচক্ষুঃ "সর্ব্বতোঽক্ষি" ভগবান্ তাহার পাপকে প্রকট করিয়া দেন, সে কিছুতেই পাপকে লুকাইতে পারে না। শুষ্ক তৃণমধ্যে অগ্নি লুকাইয়া রাখিয়া, কে বল, কবে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে? সেইরূপ পাপ করিয়া লুকাইয়া রাখিলে, কোন না কোন সময়ে, পাপ ব্যাধি-রূপে প্রকট হইয়া পড়িবে। অতএব, পাপ করিয়া, কখনও পাপকে গোপন রাখিবে না, গোপন করিলে, কণামাত্র পাপ সময়ে পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া, আপনা হইতে প্রকট হইয়া পড়ে। তোমার জন্ম-সংস্কার-লব্ধ সম্পত্তি—আজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি শরীরের অস্থি-মজ্জা-শোণিত-ধমনী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ভক্তি-গঙ্গা-জলে ধৌত করিবার জন্য, হরিনাম-সুধারসে পাপ-পঙ্কিল চিত্তকে সিক্ত করিবার নিমিত্ত, সাধু-সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সদা নিরত হও। তাহা হইলে, সজ্জনের কৃপা-কটাক্ষে তোমার পাপরাশি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে; এমন কি, হৃদয়ে পাপের কালিমা-রেখা পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইবে। মনে পড়ে না কি? মহাপাপী পাষণ্ড জগাই-মাধাইয়ের পাপের কথা! তাহারাও মহাপাপে পাপী ছিল, সাধু-সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে

থাকিয়া, হরিনামের গুণে তাহারা উদ্ধার পাইল। জগাই-মাধাই প্রথমাবস্থায় ঘোর পাষণ্ড ছিল এবং নিরীহ লোকদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। শান্ত-প্রকৃতি বৈষ্ণব দেখিলে, মাধাই সুরাপানে মত্ত হইয়া, ভ্রাতা জগাইয়ের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিত। ইহারা একদিন সাধু হরিদাস ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল। আর একদিন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে জগাই-মাধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং মাধাই কলসীর কাণা ফেলিয়া, তাঁহার মস্তকে প্রহার করিল। মস্তক ফুটিয়া দরদর-ধারে শোণিত ছুটিল। মাধাই তাহার উপর পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু, জগাই ভ্রাতাকে নিবারণ করিয়া রাখিল। সংবাদ পাইয়া, চৈতন্যদেব সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। হরিনাম-সুধারসে পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় জগাই ভক্তগণ মধ্যে পরিগণিত হইল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, মাধাইকে ক্ষমা করিলেন এবং হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দিয়া, উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন। অতঃপর জগাই-মাধাই হরি-ভক্ত হইয়া, প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশে মাধাই প্রতিদিন গঙ্গাতীরে সকলের নিকট আপনার পাপ প্রক্ষালন করিয়া, কৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে, ক্রমে হরিনামের গুণে মাধাই পরম সাধু বৈষ্ণব-রূপে পরিগণিত হইয়া, হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। অতএব, তুমিও পাপ-প্রবৃত্তি এবং অসতের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ,—

অনবরতমনার্য্যাসঙ্গসক্তাঃ,
পরপরিভাবকহিংসকাতিরৌদ্রাঃ ।

নরহরিচরণস্মৃতৌ বিরক্তাঃ—
নরমলিনাঃ খলু দূরতো হি বর্জ্জ্যাঃ ॥
স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু—পুঃ ।১০

যাহারা সেই নরহরির চরণ স্মরণে বিরক্ত হয়, অনবরত কুলোক-নিকরের সংসর্গে আসক্ত, পর-পরিভবে তৎপর ও হিংসাশীল ; সুতরাং অতি ভয়ানক ; ঈদৃশ নরাধম লোক সকলের সংস্রব অতি দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। সাধু-সজ্জনের সেবায় নিরত হইয়া, অহর্নিশ আকুল-আবেগে ব্যাকুল হইয়া, ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্তে, আর্ত্তস্বরে গগন ধ্বনিত করিয়া, প্রাণের উল্লাসে বলিতে থাকিবে,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

তাপী! তুমি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়-রূপ দুঃখের দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া, সংসারের জ্বালা-মালায় জর্জ্জরিত থাকিয়া. অহর্নিশ পরিত্রাহি ডাক ডাকিতেছ। কি প্রকারে এই দারুণ দুঃখের নিবৃত্তি হয় ? কি প্রকারে এই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তির পূতধারা বর্ষিত হয় ? তাহারই সন্ধান করিতেছ ? তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়াও, উপায় খুঁজিয়া পাইতেছ না ? একদিকে তোমার হাহাকার, অন্য দিকে তারস্বরে ভগবানের আশ্বাস-বাণী প্রচার ; ঐ শুন ভগবান্ তারস্বরে কহিতেছেন,—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥" 'যদি দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-শান্তি লাভ করিতে চাও মদ্‌গতচিত্ত হও। আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও ; আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে, তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে ; তুমি পরমানন্দ লাভে সমর্থ হইবে।' তাই বলি,—মুহ্যমান মানব! যাহাতে সুখ-শান্তি পাইতে পারিবে, তাহার নিমিত্ত যে ঐকান্তিকতা, যে ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন, তোমাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাই। তৃষার্ত্ত তুমি, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছ ; কিন্তু জল গ্রহণ ও গলাধঃকরণের জন্য

যে আয়াস-স্বীকার আবশ্যক, তজ্জন্য তুমি প্রস্তুত নহ। সুতরাং, জল গ্রহণের ও গলাধঃকরণের চেষ্টার অভাবে তোমার যেরূপ তৃষ্ণা দূর হয় না, দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইলে, তুমি সেইরূপ দুঃখ-নিবৃত্তি করিয়া, সুখলাভে সমর্থ হইবে না। অতএব ত্রিতাপহারী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য কর, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তনে নিরত হও, তোমার দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে, তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে, চিরদিনের মত তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে। তাহা না করিয়া, তুমি শান্তিদাতা ভগবানের শান্তি-রাজ্যে ভগবান্‌কে ভুলিয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত আছ! শাস্ত্র বলেন,—

"পরযুবতিধনেষু নিত্যলুব্ধাঃ,
কৃপণধিয়ো নিজকুক্ষিপূরণোৎসুকাঃ।
নিয়তপরভয়াদিমন্যমানা,
নরপশবঃ খলু বিষ্ণুভক্তিহীনাঃ ॥"

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু—পুরু। ১০

'যাহারা পরম সুখের আস্পদ শান্তিময় জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগল ক্ষণমাত্রও হৃদয়ে চিন্তা করে না; প্রত্যুত মত্তচিত্ত হইয়া, সেই হরিনামকে নিরন্তর মিথ্যা-সমূহ-রূপ জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করে এবং পরদার, পরধন প্রভৃতিতে নিয়ত লোভ প্রকাশ করে, তাহাদের বুদ্ধি অতি কদর্য্য, তাহারা সর্ব্বদা আত্মোদর-পূরণেই উৎসুক, কেবল নিয়তি ও পরভয় প্রভৃতি মানিয়া, তাহারা কালক্ষেপ করে, ঈদৃশ বিষ্ণুভক্তি-বিহীন লোক সকলকে বিষাণ-পুচ্ছ-হীন নর-পশু বৈ আর কি বলা যাইতে পারে?' অতএব, ত্রিতাপ-দহনে দগ্ধীভূত, ত্রিতাপ-তাপে তাপিত হৃদয়ে সুশীতল ভক্তি-চন্দন মাখাইয়া, নাম-সাধনার পথ বহিয়া, ত্রিতাপের অভিঘাত সহ্য করিয়া, নতশিরে যোড়করে, হা-হতাশের দীর্ঘশ্বাসের

তালে তালে আর্ত্তস্বরে বল,— "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

অন্ত্যজ! পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপকর্ম্মের ফলে তুমি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই বুঝি,—তুমি ভগবদ্ভজনে ভগবন্নাম কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ! ভগবন্নাম কীর্ত্তনে—রসময়ী ভগবদ্ভক্তির অমৃতময় মধুময় রসাস্বাদন করিতে, তোমার মানা নাই; তুমি নীচকুলোদ্ভব অন্ত্যজ বলিয়া, সঙ্কুচিত বা কুণ্ঠিত হইও না,—ভগবদ্ভক্তিতে তুমি সম্পূর্ণ অধিকারী। অতএব, ভগবদ্ভজনে ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হও, পরিণামে পর-জন্মে উচ্চ জাতিতে জন্ম লাভ করিতে পারিবে,—এ জন্মে ভগবদ্ভজনে বিরত হইয়া, আর পাপের মাত্রা বাড়াইও না, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলে এ দুর্গতি ঘটিয়াছে, আবার যদি এ জন্মে পাপ কর, তবে মনুষ্যযোনির নিম্নস্তরে ধাপের পর ধাপ নামিয়া, তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং, ভগবদ্ভজনে নিরত হও। পতিত থাকিয়াও সাধু-সজ্জনের সেবা কর, ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর; আর, সাত্ত্বিক আহার করিয়া, সাত্ত্বিকভাবে থাকিয়া, সংসারের যাবতীয় মায়িক বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, অহর্নিশ কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে বল, —"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

মাতাল! তুমি শান্তিদাতা ভগবানের শান্তি-রাজ্যে আসিয়া, উদ্দেশ্য ভুলিয়া, সতত মদ্যপানে মত্ত হইয়া, নিজ বংশ, দেশ এবং স্বর্গবাসী পিতৃপুরুষকে, এমন কি—সসাগরা ধরাকে পর্য্যন্ত রসাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছ? আত্মকল্যাণ ভুলিয়া, পরকাল ভুলিয়া, শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া, অহর্নিশ মদ্যের চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া সতত মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়াছ? উহার পরিণাম ভাবিয়াছ কি? পরিণাম অতি ভীষণ!—

চিত্তে ভ্রান্তির্জায়তে মদ্যপানাদ্—
ভ্রান্তে চিত্তে পাপচর্য্যামুপৈতি।

পাপং কৃত্বা দুর্গতিং যান্তি মূঢ়া—
তস্মান্মদ্যং নৈব পেয়ং ন পেয়ম্॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে; কিন্তু দেখিতে পায় না,—কর্ণ আছে; কিন্তু শুনিতে পায় না। তোমারও চক্ষু আছে; কিন্তু দেখিতে পাইতেছ না,—কর্ণ আছে; কিন্তু শুনিতে পাইতেছ না,—বুদ্ধি আছে; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার আছে সব; কিন্তু ভাবিতে গেলে, কিছুই নাই; কারণ, মদ্যপান করায়, তোমার চিত্তে ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। চিত্তে ভ্রান্তি জন্মিলে, স্মৃতিভ্রংশ ঘটে,—"স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" কারণ, ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি পাপ-কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ হয় না; পাপাচরণ করিয়া, কে আর বল কোন্ কালে জগতে সুখী হইতে বা শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছে? তাহার ইহলোকে দুঃখ—আর, পরলোকে—"দুর্গতিং যান্তি মূঢ়াঃ।" অতএব, মদ্যপানে মত্ত হইয়া, আর নরকের পথ পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইও না;—মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া, ভগবানে চিত্ত নিয়ত কর; শান্তি পাইবে, সুখী হইবে। ভগবানের চিন্তায় নিবিষ্ট হও, তাঁহার নামামৃত পানে নিরত হও, তাঁহাতেও মাদকতা আছে, তাঁহার নামামৃত পান করিলে, তুমি উন্মত্ত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে কখন হাসিবে, কখন কাঁদিবে, কখন নাচিবে, কখন গান করিবে; আবার, কখনও বা অলৌকিক কত কি কথা কহিবে। কেন না,—"রসো বৈ সঃ।" ভগবান্ রসসাগর, রসনাগর, রসময় রসিক-চূড়ামণি। তাঁহার মধুর রস আস্বাদনে মত্ত হইয়া, রসিক ভক্ত কহিয়াছেন,—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥"
কৃষ্ণকর্ণামৃত।

'পরমবিভু পরমেশ্বর শ্রীভগবানের কমনীয় কান্তি বপু, মধুময়; তাঁহার অরবিন্দ-বিনিন্দিত বদনারবিন্দ অতি মধুর!— অহো, কি আশ্চর্য্য! তাঁহার আবেগ-মধুর মৃদুমন্দ হাস্যও অতি মধুর! তাঁহার সকলই মধুর হইতে মধুর, অতি মধুর!' সে মধুর আস্বাদন একবার করিলে আর,—"এ হেন মধুরে ভুলে, হেন সাধ্য কার?" একবার ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ভ্রান্ত চিত্তকে সংযত করিয়া, সেই মধুময় ভগন্নাম কীর্ত্তনে উন্মত্ত হও, বুঝিতে পারিবে;—"রসো বৈ সঃ।" তখন নামামৃতপানে প্রেমোন্মত্ত হইয়া, দুবাহু তুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, পাগল হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে আবেগভরে অহর্নিশ বলিতে থাকিবে,— "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

চণ্ডাল! তুমি নীচ পাপজ অন্ত্যজ জাতি বলিয়া, আপনাকে হীন ভাবিয়া, উচ্চ জাতি হইতে অতিদূরে—দীনভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, তোমায় উচ্চ জাতিরা ঘৃণা করিতেছে? এই ভয়ে তুমি জড়সড় হইয়াছ? তাহারা তোমায় ঘৃণা করে, করুক; তাহাতে তোমার কিছুই হানি নাই। তুমি আপনাকে "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—"তরোরিব সহিষ্ণুতা" হইয়া, সকলের নিকট নম্র হও; আর, নতশিরে করযোড়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া, ভক্তিভরে—কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে মনোল্লাসে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" বিশ্ববাসী! তোমরা এই বিরাট্ বপু অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট্-পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি চিত্ত নিয়ত করিয়া, যে যেরূপ জাতি,

যে যেরূপ বিভবশালী, যে যেরূপ স্বভাব-সম্পন্ন,—এমন কি, যে বিভবশালী, সে আপন বিভবের মধ্য দিয়া,—যে কান্তা-সম্ভোগে রত, সে আপন সম্ভোগের ভিতর দিয়া,—যে আধি-ব্যাধি-পীড়িত, সে তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া,—যে স্ত্রী-পুত্রাদির মায়া-মোহে মোহিত,—মোহ-পঙ্কে নিমগ্ন, সে মহামোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া,—যে ব্যক্তি দরিদ্র, সে আপন দারিদ্র্য-দুঃখের ভিতর দিয়া,—যে ব্যক্তি রাজ-রাজেশ্বর, তিনি আপন রাজ্যপালনের মধ্য দিয়া,—যে ব্যক্তি নিজ পুত্র-কলত্রের সহিত সতত কলহ করিয়া, কালাতিপাত করে, সে সেই কলহের ভিতর দিয়া,—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সর্ব্বসময়ে সকলে মিলিয়া, মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহনধ্বনিতে হরিনামের সহিত সুর মিলাইয়া, দুবাহু তুলিয়া, নাচিতে নাচিতে প্রেমানন্দে বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" শেষ-প্রান্তে করযোড়ে বলি,—বিদ্বদ্বৃন্দ! আপনারা স্ব স্ব গূঢ় রহস্যময় শাস্ত্রসকলের জটিল তত্ত্বের মীমাংসায়, গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া, অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে, স্বকীয় বংশ, দেশ—এমন কি, নানাজীব-সঙ্কুলা সসাগরা-ধরাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ভগবদ্ধ্যানে—ভগবন্নাম কীর্ত্তনে নিরত হইয়া, লোকদিগকে নামকীর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদানে অগ্রসর হউন; কেন না ভগবান্ কহিয়াছেন,—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ-স্তত্তদেবেতরো জনাঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" ইহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখের কথা। অতএব আপনার লোকোদ্ধারের মানসে, ঐ শাস্ত্রচিন্তার ভিতর দিয়া, জ্ঞানের সহিত, প্রাণের আবেগে, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একাগ্রতা-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বলুন,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

কলিকালে কলির কাম কিঙ্কর, রিপু-পরবশ, অন্নগত-প্রাণ অল্পায়ু দুর্ব্বল শক্তিহীন মানুষ—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥” এই দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর-সমন্বিত তারকব্রহ্মনাম জপ ও কীর্ত্তন করিলে, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরি শ্রীহরি, অচিরাৎ মানুষকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব. এই তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন ভিন্ন কলিকালে জীবের গতি নাই, মুক্তি নাই, আশ্রয় নাই, উপায় নাই। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই অপরিবর্ত্তন থাকিতে পারে না,—

যথা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি,
চিরপ্রবৃত্তানি বিধিস্বভাবাৎ।
ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ;
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ॥

ব্রহ্মপুরাণ। ২৩১

যুগ-সমূহের যেমন যুগ-পরিবর্ত্তন স্বভাবহেতু চিরকালই ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ যুগে যুগে যুগধর্ম্মও পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং সাধকের সাধন-প্রণালীও কালভেদে ভিন্ন হইবে,—আশ্চর্য্য কি? সত্যযুগে- সত্যকালে, যাহা সত্যের স্বরূপ মানবের উপযোগী ছিল, ত্রেতাযুগে মানুষের, তাহা অনুপযোগী; আবার, ত্রেতাযুগে যাহা অনুকূল, দ্বাপরযুগে তাহা প্রতিকূল হইবে। আবার, দ্বাপর-যুগে মানুষের যাহা অনুকূল, তাহা কলিকালে, কলির মানুষের পক্ষে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া, কালোপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, জীবের গতিমুক্তির অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অবতীর্ণ ভগবান্‌কে ‘যুগাবতার’ এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে ‘যুগধর্ম্ম’ বলে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের স্থির ও শেষ সিদ্ধান্ত। কলিযুগের যুগধর্ম্ম ভগ-বন্নাম সঙ্কীর্ত্তন, তাহা ভিন্ন—“কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।” অতএব এস,—অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী ধনী-মানী

পণ্ডিত-মূর্খ বিশ্ববাসী! সকলে মিলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, একবার মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজাইয়া, গগনস্পর্শী উচ্চৈঃস্বরে—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" বলিয়া, উন্মত্ত হইয়া, নাচিয়া-গাহিয়া, পাগল হইয়া, রসময়ের রস-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ি। আহা, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ভিতরে কি অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দ গুপ্ত রহিয়াছে!—হরিনাম কীর্ত্তনে মত্ত হইলে, সবই যেন একাকার—একার্ণব বলিয়া অনুমিত হয়। এই জন্যই মহা-জ্ঞানী কলিপাবন ভগবান্ যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ কলির কলুষিত কামনা-বিজড়িত জীবের গতিমুক্তির অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছেন,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" যে সুজন, কলিপাবন ভগবান্ যুগাবতার শ্রীগৌ-রাঙ্গের প্রদর্শিত সুগমসাধন-পন্থার অনুসরণ করিয়া, অহর্নিশ ভক্তিভাবে—প্রেমভরে ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারেন; তিনি এই কাম-ক্রোধাদি রিপুনক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল ভীমভবার্ণব অনায়াসে পার হইয়া, হরিনামের গুণে ভব-তুফানে পরিত্রাণ পাইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য-লোকে উপনীত হইতে পারেন; সংশয় নাই। অতএব, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,—অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী-তাপী, চক্ষুষ্মান্-অনাতুর, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর—রাজ-রাজেশ্বর সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীবাসী, সুখী-দুঃখী, ধনী-মানী, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই অভয়বাণী। হরিনাম সংকীর্ত্তন সুখীকে বলিতেছেন,—'তোমার সুখের অন্ত নাই,—তুমি নিরাশ হইও না,—তোমার সুখ নিরন্তর।' আবার দুঃখীকে বলিতেছেন,—'অচিরাৎ তোমার দুঃখের মেঘ কাটিয়া যাইবে,—শীঘ্রই সুখ-সূর্য্যের অরুণালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে।' কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অধিকাংশ লোকেরই নিকট অপ্রিয়। যাঁহারা যুবক বিদ্যার্থী—তাঁহারা মনে করেন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবার তাঁহাদের সময় এখনও উপস্থিত হয়

নাই। যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহাদের নিকট যাও, তাঁহারাও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন ; তাঁহাদের দিন যে ঘনাইয়া আসিয়াছে, একথা তাঁহারা আদৌ পছন্দ করেন না। যাহারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত, তাহাদের নিকট যাও,—বুঝিবে যে, তুমি তাহাদের আমোদের অন্তরায় হইতেছ। যাঁহারা শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী, তাঁহাদের নিকট যাও,—উত্তর পাইবে যে, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন নিম্নস্তরের লোকের নিমিত্ত। আবার, নিম্নস্তরের লোকেরা উঁহাদেরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, উঁহারাই ত প্রতিষ্ঠাবান্, জ্ঞানবান্ ; উঁহারাই ত আমাদের আদর্শ। অহো, কি আশ্চর্য্য !—

লাটীনেত্রপুটীপয়োধরঘটীক্রীড়াকুটীদোস্তটী ।
পাটীরদ্রুমবর্ণনেন কবিভির্মূঢ়ৈর্দিনং নীয়তে ॥
গোবিন্দেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং নাথেতি কৃষ্ণেতি চ ।
ব্যাহারৈঃ সময়স্তদেকমনসাং পুংসামতিক্রামতি ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

ভগবদ্ভজনেই যত সময়ের অভাব। কমনীয় কান্তি কামিনীর রূপ-চরিত্র কীর্ত্তনে অথবা বৃক্ষ-লতা তৃণ-বল্লীর সৌন্দর্য্য বর্ণনে সময় পাইবে ; কিন্তু মানুষ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে, তাহার সময়ের নিতান্ত অভাব, এ অভাব পূরণ করিবার তাহার আর সামর্থ্য নাই। বৃথা কাজের বেলায় সকলেই সময় পায় ; কিন্তু আত্ম-কল্যাণ-চিন্তায়—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে সকলেরই সময়ের অভাব হইয়া পড়ে ; ভগবানের নাম করিতে সময় পায় না। কোন কবি সত্য করিয়া বলিয়াছেন,—'সকল কাজের পাই হে সময়, তোমারে ডাকিতে পাই না।' যদি কেবল মাত্র মনে-মুখে এক করিয়া, আকুল-প্রাণে ভক্তিভাবে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও অন্তরে অর্থাৎ স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে ভগবানের চিন্তা করিয়া, মুখে—'হা গোবিন্দ! হা জনার্দ্দন! হা জগন্নাথ! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরী

ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেও, যথেষ্ট হইয়া থাকে ; ইহাতেও আলস্য ! অতএব,—"ধিগেতান্।" মহামতি ভোজরাজ কহিয়াছেন,

"যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং,
যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিতগুণরসে সাদরৌ নৈব কর্ণৌ,
ধিক্তান্ ধিক্তান্ ধিগেতান্ কথয়তি সততং কীর্ত্তনস্থোমৃদঙ্গঃ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার।

'কলিকালের যুগাবতার কলিপাবন ভব-পারাবারের কাণ্ডারী শ্রীমদ্ যশোদাসুত—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুনিবৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দ-যুগলে যাহাদের ভক্তি নাই ;—"ধিক্ তান্" সেই সকল ভক্তি-বহির্ম্মুখ মানবদিগকে 'ধিক্।' যাহাদের সুমিষ্ট-সুস্নিগ্ধ-সুরসাস্বাদন-লোলুপ-রসনা, গোপী-জন-বল্লভ ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীমতি রাধিকার প্রিয়ের নাম-গুণ কীর্ত্তনে আসক্ত না হইয়া, বিরস-বাসনা করে ; "ধিক্ তান্" তাহাদের মনুষ্য-জন্মে 'ধিক্।' যাহাদের বীণা-বিনিন্দিত প্রণয়-মধুর প্রিয়-সম্ভাষণ-লাভে আকুলিত কর্ণদ্বয়, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ললিত-ললাম লীলা-কথা রস শ্রবণে অনুরক্ত নহে ;— "ধিক্ তান্" তাহাদের মানব-জীবন ধারণ করায় 'ধিক্'। কেন না, তাহারা পশু-সম অথবা বানর বা বনমানুষ বিশেষ। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, হরিনাম-কীর্ত্তনস্থ নির্জ্জীব মৃদঙ্গও আস্ফালনের সহিত গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে কহিয়া থাকে, যাহাদের ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগিবৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দে ভক্তি নাই ;—যাহাদের হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীমতি রাধিকার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে রসনা অনুরক্ত নহে ;—যাহাদের কর্ণদ্বয় ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের ললিত-লীলা-কথা-রসে আসক্ত নহে ;—"ধিগেতান্" তাহাদের মনুষ্য জন্মে ধিক্ এবং মানব জীবন ধারণেও ধিক্ ; কেন না, তাহারা পশুরও অধম ।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

ভগবানের নাম অনন্ত, তাঁহার কোন্ নাম কীর্ত্তন করিব ?

আচ্ছা- জিজ্ঞাসা করি, আমাদের—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবান্ অনন্ত। তাঁহার মূর্ত্তি অনন্ত, তাঁহার মহিমা অনন্ত, তাঁহার শক্তি অনন্ত, তাঁহার কার্য্য অনন্ত ; সুতরাং তিনি রাম-কৃষ্ণ-বামন,--মীন-কূর্ম্ম-বরাহাদি অনন্ত নামে আখ্যাত। অতএব, তাঁহার কোন্ নাম অহর্নিশ কীর্ত্তন করিব ?

বিচিত্ররুচি লোকানাং ক্রমাৎ সর্ব্বেষু নামসু।
প্রিয়তা সম্ভবেত্তানি সর্ব্বাণি স্যুঃ প্রিয়াণি হি ॥

শ্রীপাদ্‌গোস্বামী।

এই নর-সঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে, বিচিত্র বিচিত্র লোক বিদ্যমান আছে ; কাহারও মতের সহিত কাহারও মিল নাই। কেহ কৃষ্ণ-ভক্ত, তিনি বলিতেছেন ;—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" সুতরাং রসময় রস-সাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চির-মধুর 'কৃষ্ণ' নামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; মধুভরা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর, হৃদয়ে শান্তি পাইবে, তাপিত-প্রাণ শীতল হইবে, তাপদগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবে। আবার, কেহ রামভক্ত, তিনি আত্মহৃদ্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণসরোজে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিতেছেন,—"পরিপূর্ণতমো রামঃ।" সুতরাং পরম-সমুজ্জ্বল সজীব-সুন্দর মধুবার মধুবর্ষী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চির-মধুর তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন কর,—এই আর্ত্তনাদের জন্মভূমি,—মৃত্যুর

লীলাক্ষেত্র,—অসুখকর মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আবার, কেহ শৈব বা শাক্ত ভক্ত তিনি পরমারাধ্য প্রাণের দেবতা—হর-পার্ব্বতীকে শক্তি ও শক্তিমান্ ভাবিয়া,—শাক্ত বলিতেছেন, —"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা" এবং শৈব বলিতেছেন,—"লোকানাং প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকবরো হরঃ।" সুতরাং হর-পার্ব্বতীর লোক-তারণ পাপবারণ বিশ্বপাবন ভুবন-মোহন নাম কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে,—এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল,—জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ সংসার হইতে, এমন কি—দুরন্ত কৃতান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, অনন্ত যাঁহার অন্ত না পায়,—যাঁহার রাঙ্গা পায় জীবগণে মোক্ষ পায়, ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়, অনায়াসে তাঁহার পরমপদে স্থান পাইবে। আবার, ওদিক্ হইতে ব্রহ্মভক্ত, আপন আত্ম-হৃদ্য পরাৎপর পর-ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন ;—"একো হি বহুধা জ্ঞেয়ো বহুধাপ্যেক এব সঃ। নামরূপবিভেদেন জল্পতে বহুধা ভুবি॥"পূর্ণ-ব্রহ্মই সকলের উপাস্য ; কেন না,—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" সুতরাং তিনি—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ও অদ্বিতীয় ; অতএব,—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" ব্রহ্মই সত্য ; নাম ও রূপ-ভেদে, তাঁহাকেই বিভিন্ন প্রকৃতির লোকে বহুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব, তাঁহারই উপাসনা কর ; আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, অন্তিমে—"যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ" তথায় উপনীত হইয়া, চিরানন্দময়ে আত্মলীন করিবে,—ইত্যাদি। এইরূপ, বিভিন্ন বিভিন্ন লোকগণের ভিন্ন ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচির ভিন্ন ভিন্ন লোকগণের নিকট, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রিয় হয়। তবে শেষ-প্রান্তে সকল সিদ্ধান্তে, সকল ভাবনার চরম চিন্তায়, সকল কথার অন্তিম ভাষায় এই বলা যায় যে,- "যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা। কিন্তু কার্য্যবিশেষেণ পূজিতা চেষ্টদা নৃণাম্॥" তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই কথা যোগীরাজ মহর্ষি পতঞ্জলি কহিয়াছেন,—

"যথাভিমতধ্যানাদ্বা।"

পাতঞ্জলদর্শন।

অনন্ত জগতে, অনন্ত ভগবানের অনন্ত প্রকার উপাসক, —কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ সৌর, কেহ গাণপত্য, কেহ বা বৈষ্ণব। যেমন ভগবান্ অনন্ত, তেমনই তাঁহার উপাসকেরও অন্ত নাই, উপাসকও অসংখ্য। স্ব স্ব অভিমতানুযায়ী রুচিভেদবশতঃ উপাসক বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, মূলে সব এক। সকলেই সেই অদ্বিতীয় নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দময় ভগবানেরই উপাসনা করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—কালী-তারা-মহাবিদ্যা, —রাম-কৃষ্ণ-বামন,— মীন-কূর্ম্ম-বরাহ,— নৃসিংহ-পরশুরাম-বুদ্ধ প্রভৃতি তেত্রিশকোটী দেবতার মধ্যে যাঁহাকে মনে করিলে, তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হয়, শান্ত হয়, আনন্দিত হয়, তুমি সেই দেবতাকে ধ্যান ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে পার। মহামহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মাকে ভাল লাগে ত তাঁহারই নাম কীর্ত্তন ও তাঁহাকে ধ্যান করিতে পার। ত্রিলোক-পালক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে ভাল লাগে ত তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও তাঁহাকে ধ্যান করিতে পার। সংহারকর্ত্তা মহাযোগী মহেশ্বরের মূর্ত্তি ভাল লাগে ত মহাদেবকে ধ্যান ও তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করিতে পার। কালীমূর্ত্তি ভাল লাগেত তাঁহাকে ধ্যান ও তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে পার। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি হয়, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া, আনন্দ পাও, তাঁহারই নাম কীর্ত্তন কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি চিন্তা করিলে, শান্তি পাও, তবে তাঁহারই নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে পার। ফল, যথাভিমত দেবতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাতে চিত্তার্পণ করিয়া, অটল অচল শ্রদ্ধা সহকারে ঐকান্তিকী ভক্তিভাবে তাঁহার চিন্তা ও নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পরন্তু, কলিপাবন দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"যোঽয়ং কারণকার্য্যাদি কারণস্যাপি কারণম্।
অনন্যকারণং যোগী জগজ্জীবো জগন্ময়ঃ॥
অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো নির্গুণো গুণভৃন্মহান্।
অজো জন্মত্রয়াতীতো ধ্যাতব্যঃ স হরিঃ সদা॥"

পদ্মপুরাণ। পাতাল।৫৩

'যিনি নির্ম্মল কার্য্যকারণেরও কারণ, যাঁহার অন্য কারণ নাই; যিনি জগন্ময় হইয়া, জগতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দ্বিবিধ জীব-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন; যিনি যোগিভাবে থাকিয়াও, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াবশে সংসারী-রূপে বিচরণ করিতেছেন; যিনি সূক্ষ্ম হইলেও, মহান্; কৃশ হইলেও, স্থূল; যিনি গুণহীন হইলেও, গুণধারী ও সগুণ; যিনি জন্য না হইলেও, জাত; সেই ত্রিজন্মাতীত ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীহরিই সকলের অর্থাৎ শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব সর্ব্ব সম্প্রদায়ের উপাসকগণের ধ্যাতব্য-বিষয় অর্থাৎ তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।'

অতএব,—

নেত্রাভিরামং যল্লোকে সতামপি মনঃপ্রিয়ম্।
যদ্দ্রষ্টুকামা ব্রহ্মাদ্যা যত্তু সর্ব্বগতং মহৎ॥
তেজসামপি তেজস্বি দেবানামপি দৈবতম্।
ভক্তৈঃ সদ্ভিরিহ প্রাপ্যমভক্তৈর্ন কদাচন॥

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু। বেঙ্কট। ৬

যিনি ত্রিলোকে নয়নাভিরাম, সাধুদিগেরও মনঃপ্রিয়, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মাদি তেত্রিশকোটী দেবগণ কামনা করেন, যিনি সর্ব্বগত ও মহৎ, তেজঃপুঞ্জগণের তেজস্বী অর্থাৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডলে জ্যোতিষ্কজীবন সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সকল যাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া প্রতীয়মান্ হইতেছেন; যিনি তেত্রিশকোটী দেবগণেরও পরমারাধ্য পরম দেবতা; যাঁহারা

অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যা-শূন্য মহাত্মারা যাঁহাকে লাভ করেন;—ভক্তি-বহির্ম্মুখ অভক্ত অভাজন যাঁহাকে কদাচ দেখিতে পায় না, সেই সাধুজনপ্রিয় ভগবান্ শ্রীহরিতে মন ন্যস্ত করিয়া, অহর্নিশ তাঁহারই নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবে। তাঁহার অনন্ত নামের মধ্যে বক্ষ্যমাণ কয়েকটি নাম উচ্চারণ করিলে, কলির কলুষিত-চিত্ত মানব, অনায়াসে অশেষ পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। যথা,—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥
ইত্যেকাদশনামানি পঠেদ্বা পাঠয়েদ্ যদি।
জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদবমুচ্যতে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম। ১১১

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসূদন, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারে, হরে, বৈকুণ্ঠ ও বামন,—এই একাদশ ভগবন্নাম স্বয়ং প্রতিদিন পাঠ করে, কিম্বা কাহারও দ্বারা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি সহস্র-কোটি-জন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি হইতে নিস্তার লাভ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনঃ" নাম ও নামীতে কোনই ভেদ নাই; নাম ও নামী উভয়ে অভেদাত্ম। অতএব;—"যেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের ভিতরে আছেন, আপনি শ্রীহরি॥" প্রত্যেকটি নামের ব্যুৎপত্তি করিলে, তাহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, নাম ও নামীতে কোনও প্রভেদ নাই। এক্ষণে উপরোক্ত একাদশ ভগবন্নামেরই ব্যুৎপত্তি করা যাউক্। ভগবানের এক নাম—'রাম,'—'রা' শব্দ বিশ্ববাচী এবং 'ম' শব্দ ঈশ্বরার্থ-বোধক; অতএব, যিনি এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের

অধীশ্বর, তাঁহাকেই অভিরাম 'রাম' নামে আখ্যাত করা হয়। অথবা যিনি 'রমা' অর্থাৎ সীতাদেবীর সহিত রমণ করেন, বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকেও 'রাম' শব্দের অভিধেয় বলেন এবং 'রমা' সংবৎসর-রূপিণী লক্ষ্মীদেবীর যিনি রমণ স্থান, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেও 'রাম' নামে অভিহিত করেন। আবার, কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'রা' শব্দে লক্ষ্মী এবং 'ম' শব্দে 'ঈশ্বর' বাচী ; অতএব জগন্মাতা লক্ষ্মীর পতি, ভগবান্ নারায়ণকে 'রাম' নামে আখ্যাত করা হয়। পণ্ডিতগণ 'নারা' এই শব্দটিকে তৎসারূপ্য এবং মুক্তি অর্থে অভিহিত করেন ; অতএব, যিনি মুক্তি এবং সারূপ্যের 'অয়ন' অর্থাৎ আশ্রয়, তিনিই 'নারায়ণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অপিচ,—'নারা' এই শব্দ পাপাত্মাকে বোধ করায় ও 'অয়ন' শব্দ গমনার্থ বাচক ; অতএব, যাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্রে পাপাত্মাও সেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য নিত্যধামে গমন করে, তিনিই 'নারায়ণ' শব্দের অভিধেয়। অথবা, 'নার' শব্দে মোক্ষ এবং 'অয়ন' শব্দে অভিলষিত পুণ্য বা জ্ঞান, যাহা হইতে এই উভয়ের জ্ঞান লাভ হয়, সেই প্রভু 'নারায়ণ' নামে অভিহিত হন। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব,—এই বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণ ও উপপুরাণ-সমূহ, অন্যান্য উপনিষৎ ও সংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র গ্রন্থকারগণ যাঁহাকে অনাদি অনন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহার অন্ত নাই বলিয়া কহিয়াছেন ; পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই 'অনন্ত' নামে অভিহিত করেন। আর, 'মুকুন্দ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ—'মুকুম্' এই শব্দটি মকারান্ত অব্যয় এবং নির্ব্বাণ ও মোক্ষ অর্থে অভিহিত। তাঁহাকে যিনি দান করেন, তিনিই 'মুকুন্দ' শব্দের অভিধেয়। পণ্ডিতগণ বলেন,—'মুকুম্' শব্দ বেদে ভক্তি এবং প্রেম-রসে নির্দ্দিষ্ট ; অতএব, যিনি ভক্তগণকে ভক্তি এবং প্রেমরস প্রদান করেন, তিনি 'মুকুন্দ' শব্দের বাচ্য। আর,

'মধুসূদন' শব্দের অর্থ, যিনি মধু নামক প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনিই 'মধুসূদন'; সাধুগণ বেদ ভিন্ন এই অর্থ দ্বারাও 'মধুসূদন' নাম সমর্থন করেন। ক্লীবলিঙ্গ 'মধু' শব্দের অর্থ পুষ্পরস এবং কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের নাম,—এই উভয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অতএব, যিনি ভক্তগণের শুভাশুভ কর্ম্ম-সমূহ বিনাশ করেন, তিনিই 'মধুসূদন' নামে নির্দ্দিষ্ট হন। অপিচ, পরিণামে পরিতাপদায়ক ভ্রান্ত জীবের পক্ষে আপাতমধুর অর্থাৎ সুখকর কর্ম্মও 'মধু' শব্দে অভিহিত। আবার, কেহ কেহ বলেন,—যিনি জীবের কৃতকর্ম্মের নাশ করেন, তিনিই 'মধুসূদন' নামে আখ্যাত হন। আর, 'কৃষ্ণ' নামের অর্থ—'কৃষি' শব্দ উৎকৃষ্ট বোধক, 'ণ' শব্দ সন্তুক্তিবাচী এবং 'অ' কার দাতৃপর; অতএব, যিনি উৎকৃষ্ট সন্তুক্তি প্রদান করেন, তিনিই 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত হন। অপিচ, 'কৃষি' শব্দ পরমানন্দ-বোধক, 'ণ' তাহার দাস্যবাচক, 'অ' কার দানার্থ; অতএব, যিনি ভক্তগণকে 'পরমানন্দ ও দাস্যভাব' দান করেন, তিনিও 'কৃষ্ণ' নামে আখ্যাত। জীবের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত আজন্ম-সঞ্চিত পাপ এবং ক্লেশ,—এই উভয় অর্থও 'কৃষি' শব্দ দ্বারা সমর্থিত হয়। গুণ-শব্দ নির্ব্বাণবাচী; অতএব, যাহা হইতে ভক্তগণের ঐ উভয়ের নির্ব্বাণ হয়; তিনিও 'কৃষ্ণ' শব্দের অভিধেয়। আর, 'কেশব' শব্দের অর্থ,—যে পরমবিভু পরমেশ্বর সর্ব্বগত,—'কে' অর্থাৎ জলে এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, কিন্নর-ঈশ্বর, মানব-দানব প্রভৃতি অনন্তকোটী জীবের অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ ও মানস,—এই পাঁচ প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরাভ্যন্তরে যিনি নিরন্তর 'শয়ন' করিয়া রহিয়াছেন; বেদবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই 'কেশব' বলিয়া অভিহিত করেন। পতিত, বিঘ্ন, রোগ, শোক এবং দান-বিশেষ অর্থে—'কংস' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের যিনি 'অরি' এবং সংহর্ত্তা

তিনিই 'কংসারি' নামে অভিহিত হন। আর, যিনি প্রলয়- কালে, রুদ্ররূপে বিশ্বচরাচর সংহার করেন এবং প্রতিদিন ভক্তগণের পাপ-রাশি হরণ করেন ; তিনিই 'হরি' নামে আখ্যাত হন। আর, - 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের অর্থ—'কুণ্ঠ' শব্দে জড়-বিশ্ব-সমূহ, তাহাকে যিনি বিনষ্ট করেন, বেদ-চতুষ্টয় তাঁহাকেই 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গুণহীন ভগবান্ নির্গুণ হইলেও, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক নিজ সৃষ্টি অর্থাৎ এই নানাজীবাশ্রয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপনার্থে, তাহাতে উৎপন্ন হন বলিয়া, পণ্ডিতগণ পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরকে 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত করেন। সাক্ষাৎ বেদ বলিয়া-ছেন,—'বাম' শব্দে বিপত্তি এবং 'ন' শব্দে ছেদন ; অতএব, যিনি দেবগণের বিপদ ছেদন করেন, তিনিই 'বামন' নামে কীর্ত্তিত হন। এই যে একাদশ ভগবন্নামের ব্যুৎপত্তি বেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং আগমানুসারে কথিত হইল, এই সকল নামের মহিমা, সেই মহামহিমান্বিত মহিমাময় শ্রীমাধবই বিদিত আছেন, অন্যে নহে। অতএব,—

> কিং জপৈঃ শ্রীহরের্নাম গৃহীতং যদি মানুষৈঃ।
> কিং স্নানৈর্বিষ্ণুপাদাম্ভো মস্তকে যেন ধার্য্যতে ॥
> কিং যজ্ঞেন হরেঃ পাদপদ্মং যেন ধৃতং হৃদি।
> কিং দানেন হরেঃ কর্ম্ম সভায়াং যৈঃ প্রকাশিতম্ ॥
> হরের্গুণগণান্ শ্রুত্বা যঃ প্রহৃষ্যেৎ পুনঃ পুনঃ।
> সমাধিনা প্রহৃষ্টস্য স গতিঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥

পদ্মপুরাণ। স্বর্গ।৩২

মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক যদি এই একাদশটি ভগবন্নাম গৃহীত হয়, তবে আর অন্যান্য বেদসূক্ত মন্ত্রজপে প্রয়োজন কি ? যৎকর্ত্তৃক মস্তকে বিষ্ণু-পাদোদক গাঙ্গিনীর বিমল পবিত্রজল ধৃত হয়, তাহার আর অন্যান্য তীর্থজলে স্নানের প্রয়োজন কি ? যৎকর্ত্তৃক যোগি-চিরা-

রাধ্য যোগিধ্যেয় শ্রীহরির পদারবিন্দ সতত হৃদয়কমলের রক্তিম-দলে ধৃত হয়, তাহার আর অন্যবিধ যজ্ঞযাজনে প্রয়োজন কি? যাঁহারা জন-সভাতে ভগবান্ শ্রীহরির কর্ম্ম প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের আর গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান করিবার প্রয়োজন কি? যে সৌভাগ্যবান্ মানব, ভগবান্ শ্রীহরির গুণগান ও নাম শ্রবণে পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হন, যোগিগণের যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, যে গতি লাভ হয়, সেই কৃষ্ণচেতাঃ তন্ময় মানবেরও তাদৃশ গতি হইয়া থাকে। অতএব, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে সর্ব্বসময়ে ও সকল অবস্থায় ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিবে। শাস্ত্র কহিয়াছেন,—

"ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ মৈথুনে চ প্রজাপতিম্॥
সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
মায়াসু বামনং দেবং সর্বকার্য্যেষু মাধবম্॥"

হরিভক্তিবিলাস।

'আধি-ব্যাধি-পীড়িত! তুমি রোগারোগ্য-কামনায় ঔষধ-সেবন-কালে,—"বৈদ্যনারায়ণো হরিঃ" ভাবিয়া, মনে মনে ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া, ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নামোচ্চারণ করিবে, তাহা হইলে, রোগ সকল তোমার শরীরে আর তিষ্ঠিতে পারিবে না, তুমি সত্বরেই আরোগ্যলাভ করিয়া, নিরাময় হইতে পারিবে; সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুম্।" ক্ষুধার্ত্ত! তুমি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া, ভোজন করিতে করিতে,

প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া, তাঁহার 'জনার্দ্দন' নাম উচ্চারণপূর্ব্বক গ্রাস গলাধঃকরণ করিবে, উদর পূর্ত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ নাম কীর্ত্তন করিলে, তোমার উদরস্থ ভুক্তান্ন সত্বরেই পরিপাক হইয়া সুজীর্ণ হইবে এবং শরীরকে নীরোগ করিয়া, তোমাকে সারা জীবিতকাল আরোগ্য রাখিবে। এই জন্যই শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।" নিদ্রাতুর! যাবৎ তোমায় নিদ্রা আসিয়া, আক্রমণ না করিবে, তাবৎ অন্য কিছু চিন্তা না করিয়া, ভগবান্ শ্রীপদ্মনাভকে চিন্তা ও তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিবে, তাহা হইলে, দুঃস্বপ্ন বা কুস্বপ্ন আসিয়া, তোমার সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে পারিবে না; এমন কি, স্বপ্নে দেবদর্শন ও মহাপুরুষদিগের দর্শন পাইবে। এই জন্যই শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—"শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।" মৈথুনেচ্ছু! তুমি আপন ভার্য্যাগমনকালে শুদ্ধচিত্তে একাগ্রতার সহিত ভক্তিভাবে মহামহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মার স্বরূপ চিন্তা করিয়া মৈথুন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলে, তোমার শরীরে কামের উপশম হইবে এবং তোমার ঔরসে সুপুত্র জন্মিবে, তাহা দ্বারা তোমার কুল ও বংশের যশোবৃদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ তোমার আপন স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত থাকিবে, এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন;—"মৈথুনে চ প্রজাপতিম্।" বীর! তুমি বীরত্বের অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, অহর্নিশ চক্রপাণি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে চিন্তা ও উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নামোচ্চারণ করিবে, তাহা হইলে আর তোমাকে কদাপি রণস্থলে কিংবা সাধারণ বাদ-বিসম্বাদে বা বাক্-বিতণ্ডায় অথবা যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ডে সঙ্কটে পড়িতে হইবে না; তুমি অবাধে ও অনায়াসে সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবে। এইজন্যই শাস্ত্র গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—"সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধং।" স্থানভ্রংশিন্! তুমি ভগবান্ ত্রিবিক্রমকে ভুলিয়া, অহর্নিশ বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেছ কেন?

ভগবানের চিন্তা কর, স্থানভ্রংশ হইতে রক্ষা পাইবে, উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্ ত্রিবিক্রমের নামোচ্চারণ করিয়া অহর্নিশ কীর্ত্তন করিলে, কেহই তোমাকে আর স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিবে না; অতএব, শয়নে-স্বপনে সদা সর্ব্বদা ভগবান্ ত্রিবিক্রমের মূর্ত্তির চিন্তা ও ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে, আর তোমাকে স্থানভ্রংশ হইতে হইবে না। এই জন্যই শাস্ত্রের কোমল-কণ্ঠোচ্চারিত উপদেশ-পূর্ণ ললিত বাক্যাবলীতে দেখিতে পাই,—"স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমম্।" পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত! তুমি স্বকীয় পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধকালে এবং বৃষোৎসর্গে ভগবান্ শ্রীমন্নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিয়া এবং ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, তাহা হইলে, পিতৃপুরুষগণ তোমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন। বিশেষতঃ তোমারও ইহ-পরকালে মঙ্গল হইবে, সেই জন্যই শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন যে,—"নারায়ণং বৃষোৎসর্গে।" প্রিয়-সঙ্গমেচ্ছু মানব! তুমি যখন আপন প্রিয়-জনের সহিত প্রণয়-মধুর প্রিয়-সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছুক হইবে, তখন ভগবান্ শ্রীধরের প্রতিচ্ছবি হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার ভুবন-মোহন অপরূপ রূপের চিন্তা করিতে করিতে, ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে, কখনও প্রিয়-সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইবে না। বিশেষতঃ প্রিয়-সহবাস কালে ভগবান্ শ্রীধর কীর্ত্তিত হইলে, হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধিত হয়,—সেইজন্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন,—"শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।" জলমধ্যবাসিন্! তুমি মানব-বুদ্ধি-নৈপুণ্যে নির্ম্মিত অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, অনন্ত-জলরাশি মহান্ সমুদ্র ও নদীতে ভাসমান হইয়া, আপন কৃতিত্বের দোহাই দিয়া, ভগবান্ শ্রীবরাহদেবকে ভুলিয়া গিয়াছ। কিন্তু, তোমার বিপদের আশঙ্কা প্রতিক্ষণেই, ইহা ভাবিয়া, বরাহরূপী ভগবান্‌কে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে কাতরোদ্বেলিত-

প্রাণে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, অতলস্পর্শ জলরাশির যোজনদূর-বিস্তৃত উত্তাল-তরঙ্গরাশির উপর চলিতে থাক, জলমধ্যে জন্তুর বা কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না, নিরাপদে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে পারিবে। এই জন্যই শাস্ত্র অভয় দিয়া কহিয়াছেন,—"জলমধ্যে বরাহঞ্চ।" পাবকমধ্যবাসিন্! তুমি কোন কারণে পাবকমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ!—"মাভৈঃ" ভয় করিও না, হতাশ হইও না। অনন্তজলশায়ী ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে স্মরণ কর, অগ্নি শীতল হইবে, অগ্নিমধ্যে থাকিয়াও, শান্তি পাইবে, ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদ্দ্বেষী হিরণ্য-কশিপুকে কহিয়াছিলেন,—"তাতৈব বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি, ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্। পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি, শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি॥" 'হে তাত! এই বহ্নি পবন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়াও, আমাকে দগ্ধ করিতে পারিতেছে না, আমি চারিদিক্ পদ্মাস্তরণে আস্তৃতের ন্যায় শীতল দেখিতেছি।' অতএব, পাবক-মধ্যবাসিন্! তুমিও পাবক মধ্যে বাস করিয়া, জলশায়ী ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে চিন্তা এবং ভক্তিভরে উচ্চৈঃ-স্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে, তোমার অগ্নিভয় নিবারণ হইবে, অগ্নি তোমায় দগ্ধ করিতে পারিবে না। এইজন্য শাস্ত্র গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—"পাবকে জলশায়িনম্।" সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল অরণ্যবাসিন্! তুমি জন-সমাগম-শূন্য সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াও, ভয় করিও না, নির্ভীকচিত্তে বিগতভীঃ হইয়া, আবেগভরে ভক্তি-সহকারে ভগবান্ শ্রীনরসিংহ-দেবের চিন্তা কর, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল তোমার কিছুই করিতে পারিবে না, পঞ্চমবর্ষীয় নিরুপায় শিশু ধ্রুবও ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়া, অরণ্যমধ্যে সিংহ-ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ভক্ত প্রহ্লাদকে যখন দিগ্‌গজগণ অবপাড়ন করিতেছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,

—"দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ, শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং, জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥" 'এই কুলিশাগ্র-নিষ্ঠুর গজদন্ত সকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে, ইহা জনার্দ্দনানুস্মরণের মহাবিপৎপাত-বিনাশন প্রভাব মাত্র।' অতএব, তুমিও শ্বাপদ-সঙ্কুল বনমধ্যে থাকিয়া, ভক্তিভরে কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে ভগবান্‌কে জানাও,—"সংসারকাননঘনং বহুদুঃখবৃক্ষৈঃ, সংসেব্যমানমপি মোহময়ৈশ্চ সিংহৈঃ। সন্দীপ্তমস্তি করুণা বহুবহ্নিতেজঃ, সন্তপ্যমান মনসং পরিপাহি কৃষ্ণ॥" এই সংসার-রূপ ঘোর কানন বহু দুঃখ-বৃক্ষে সমাকুল। মোহময় সিংহ-ব্যাঘ্রে পরিব্যাপ্ত; এখানে আমার চিত্ত বহু বহ্নিতেজে সন্তপ্যমান। হে কৃষ্ণ! আমায় রক্ষা কর। এইরূপে কাতরো-দ্বেলিত প্রাণে ভগবান্ নরসিংহের নাম কীর্ত্তন করিলে, আর বনমাঝে ভয় থাকিবে না; এই জন্যই শাস্ত্র গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন,—"কাননে নরসিংহঞ্চ।" পর্ব্বতবাসিন্! তুমি উত্তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলিয়া, আপনাকে সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভাবিয়া, কদাপি আত্মপূজায় নিরত হইও না; তোমার পতনের আশঙ্কা প্রতিপদে রহিয়াছে। অতএব, দুরারোহ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, অথবা পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত হইয়া, রঘুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কমনীয় মূর্ত্তি হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার কমনীয় কান্তি চিন্তা করিবে এবং ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে রঘুকুল-সূর্য্য শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র নাম অহর্নিশ কীর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে আর, পতনের বা স্খলিতপদ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই জন্যই শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।" নিদ্রাতুর! তুমি নিদ্রিত হইয়াই, নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া, আকুল হও, দুঃস্বপ্ন তোমার সুখনিদ্রার অন্তরায় হইয়া, নিদ্রায় বাধা প্রদান করে; অতএব, তুমি

শয়ন করিতে করিতে, ভগবান্ গোবিন্দকে হৃদয়ে চিন্তা করিবে এবং ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিদ্রিত হইবে, তাহা হইলে, আর কদাপি দুঃস্বপ্ন দর্শন করিবে না, সুখে নিদ্রা যাইয়া সুস্বপ্ন দর্শন করিতে পারিবে অর্থাৎ ভবিষ্যতের খবর জানিতে পারিবে। এইজন্যই শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দম্।" সঙ্কটাকুল মানব! তুমি বিপদাপদের মধ্যে পড়িয়া, বিপদাপদের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, সঙ্কটাপন্ন হইয়া, ভগবান্ শ্রীমধুসূদনকে ভুলিয়া যাইও না ; তাঁহাকে ভুলিলে, একটির পর একটি করিয়া, বিপদের উপর বিপদ আসিয়া, তোমাকে উৎপীড়ন করিবে। কেন না,—"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি" ; অতএব, প্রারব্ধবশতঃ দৈবক্রমে যদি কোন সময়ে সঙ্কটাপন্ন হও, তবে অবিলম্বে সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া,—বিপদে ধৈর্য্য ধরিয়া, নিশ্চিন্ত-চিত্তে ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কট-মোচনকারী ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের নাম-কীর্ত্তন বা সঙ্কট-মোচন স্তোত্র পাঠ করিবে। তাহা হইলে, অচিরাৎ তোমার সকল সঙ্কট দূরে যাইবে, সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবে ; এমন কি, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তাও তোমার হৃদয় ছাড়িয়া, দূরে অতিদূরে পলায়ন করিবে, তুমি শান্তি-সুখের অধিকারী হইয়া, সদানন্দে কালযাপন করিতে পারিবে। এই নিমিত্তই শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"সঙ্কটে মধুসূদনম্"—সঙ্কটে পড়িয়া, ভগবান্ মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করিবে। মায়া-মুগ্ধ মানব! তুমি মায়াময় সংসার-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া, আপন উদ্দেশ্য ভুলিয়া, ভগবান্‌কে ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবিয়া,— "ঈশ্বরোঽহমহমেব রূপবান্, পণ্ডিতোঽস্মি সুভগঃ কোঽপরঃ।" মনে ভাবিয়া, ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়াছ ? এবং সংসারের পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, সুখ- সম্ভোগে মজিয়া, মনে করিতেছ,—"মৎসমোঽস্তি জগতীতি কঃ

শোভতে।" এইরূপ ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত হইয়াছ; কিন্তু, এরূপ ভাবা তোমার বৃথা; কেন না, তুমি কয়দিনের জন্য সংসারে আসিয়াছ? মরিলে, সব ফুরাইবে; সুতরাং "সর্ব্বং ব্যর্থং মরণ-সময়ে ধর্ম্ম একঃ সহায়ঃ।" অতএব, সংসারের সুখৈশ্বর্য্যকে অনিত্য জ্ঞানে হেয় করিয়া, ভগবান্ বামনদেবের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে, মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আর, সংসারের যাবতীয় মায়িক পদার্থ স্ত্রী-পুত্র, বিত্ত-ঐশ্বর্য্যে দোষদর্শন কর; ভাব—"ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে, ভার্য্যা গৃহদ্বারি জনঃ শ্মশানে। দেহশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে, কর্ম্মানুগো গচ্ছতি জীব একঃ॥" এইরূপ ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন না, দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—"কস্তরতি কস্তরতি মায়াং যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি যো মহানুভাবং সেবতে যো নির্ম্মমো ভবতি।" 'মায়ার কবল হইতে কে রক্ষা পায়? সেই সুচতুর ব্যক্তিই রক্ষা পায়, যে ব্যক্তি সঙ্গ ত্যাগ করে, যে ব্যক্তি সাধুসেবা করে এবং নির্ম্মম হয়।' অতএব, সংসারে থাক; অথচ সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ কর, তবেই মায়ার কবল হইতে রক্ষা পাইবে। সংসারে কেমন ভাবে থাকিতে হয়? যেমন পাঁকাল মাছ; পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে; অথচ, তাহার গায়ে পাঁকের দাগ লাগে না, তদ্রূপ সংসারের মধ্যে থাকিয়া, সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায়। তবে, মায়ায় অভিভূত হইয়া, ভগবান্ বামনদেবকে অহর্নিশ চিন্তা করিলে এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে, মায়া-মুগ্ধ মানব মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"মায়াস্থ বামনং দেবং।" মায়াতে অভিভূত হইলে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত ভগবান্ বামনদেবকে চিন্তা করিবে এবং

ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে। অতএব, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা! তোমরা সকল সময়েই—শয়নে-স্বপনে—নিদ্রায়-জাগরণে, সর্ব্বাবস্থাতে ও সর্ব্বকার্য্যে, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে ভগবান্ শ্রীমাধবকে চিন্তা করিবে এবং অহর্নিশ সকল কাজের ভিতর দিয়া, ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিবে,—"শ্রীমাধব—শ্রীমাধব।" তাহা হইলে, আর কর্ম্মের বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া, বন্দীভূত হইবে না, সংসারের কামনা-প্রলোভনও আর তোমাদিগকে বন্ধন করিতে পারিবে না,—যত সব মায়া-মমতাও আর তোমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না ;—তোমরা তোমাদিগের লক্ষ্যকে পাইবেই পাইবে। তিনি আসিয়া তোমাদিগকে আপনার লোক করিবেন,—তোমরা শ্রীমাধব নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, সেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোক 'বৈকুণ্ঠে' নিরাপদে উপনীত হইতে পারিবে। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্।" সংসারের সকল কার্য্যেই ভগবান্ শ্রীমাধবকে স্মরণ ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে। অতএব, বিশ্ববাসী! তোমরা সকল কাজের ভিতর দিয়া বল,—শ্রীমাধব—শ্রীমাধব—শ্রীমাধব।

কল্যাণোল্লাসসীমা কলয়তু কুশলং কালমেঘাভিরামা,
কাচিৎ সাকেতধামা ভবগহনগতি ক্লান্তিহারিপ্রণামা।
সৌন্দর্য্যহ্রীণকামা ধৃতজনকসুতাসাদরাপাঙ্গধামা,
দিক্ষু প্রখ্যাতভূমা দিবিষদভিনুতা দেবতা রামনামা ॥

———.———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরিনাম কীর্ত্তনে আনন্দ লাভ হয় এবং হরিনাম মঙ্গলময়।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, সংসার আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান্। মানুষ, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপের যন্ত্রণাময় জীবন লইয়া, সুখ চায়, শান্তি চায় ; তাহারা সুখের উপায়, শান্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া, হরিনাম কীর্ত্তনে নিরত হইলে কি সুখ, শান্তি লাভ করিতে পারিবে ?

মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং ;
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবরনামমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

পদ্যাবলী।

রসময় রসসাগর রসনাগর রসিকচূড়ামণি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের, এই রসময় অমৃতময় শান্তিময় সুখময় আনন্দময় নাম মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গল-সমূহেরও মঙ্গল, নিখিল নিগমবল্লীর উপাদেয় উৎকৃষ্ট মধুময় অমৃতময় ফল এবং চিৎস্বরূপ। অতএব, এই মধুর মঙ্গলময় সুখ-শান্তি-আনন্দময় হরিনাম, শ্রদ্ধায় হউক বা হেলায়ই হউক, একবার মাত্র অসম্পূর্ণ ও অব্যক্তরূপেও উচ্চারিত হইলে, আধি-ব্যাধি শোক-তাপে মুহ্যমান, সংসার-দুঃখ দাবদাহে দগ্ধীভূত, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায় অষ্টপ্রহর

রুধিরাক্ত মানব, এই সংসার-শ্মশানেই সুখের আলোক দেখিতে পায়, দুঃখ-দাবদাহ হইতে চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্রাণ পায় ; এমন কি, ভগবানের নাম করিলে, জীব তরিয়া যায়, ভব-দুঃখ হইতে মুক্তি পায়। কেন না, হরিনাম সর্ব্ব-মঙ্গল-বিধায়ক, হরিনাম করিলে, কোন প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। অতএব, হরিনাম কীর্ত্তনে সুখ আছে, শান্তি আছে, আনন্দ আছে ; মানুষ, হরিনাম কীর্ত্তন করিলে, সুখ পায়, শান্তি পায়, আনন্দ পায়। ভাগবতে কবি, নিমিরাজকে কহিতেছেন,—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি—
রন্যত্র চৈষ ত্রিক একত্রকালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু—
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।২

'যেমন ভোক্তাব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই সুখ, উদরপূরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তেমনি সেবকের,—ভক্তি, প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপ-স্ফূরণ এবং অন্যত্র বিরাগ,— এই তিন এককালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে রাজন্! যে সকল ভগবদ্ভক্ত, অনুবৃত্তিপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরির চরণ সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এইরূপ ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবৎ-স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয় ; তাহার পর তাঁহারা সাক্ষাৎ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।' ভগবান্ অমৃত, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য, যাহা সমধিক শ্রুতিসুখপ্রদ, যাহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্বাদ আর নাই, যাহার সৌরভে সর্ব্ব সদ্‌গন্ধ অপেক্ষা সমধিক আনন্দ লাভ হয়, যাহা স্পর্শ করিলে, অন্যবিধ যাবতীয় সুখ-স্পর্শ দ্রব্য বিস্মৃত হইতে হয়; এবং যাহা চিন্তা করিলে, অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতে হয়; এতাদৃশ সৌন্দর্য্যময়—মধুময়—আনন্দময়—সুখময়—শান্তিময় পদার্থই অমৃত বলিয়া, অভিহিত হয়। শ্রুতি কহিয়াছেন,—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

সচ্চিদানন্দময় পরিপূর্ণ ভগবান্, ত্রিতাপের লয় স্থান। তিনি ভাব-সৌন্দর্য্যের আকর, অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার; কেন না, তিনি রসময় রস-স্বরূপ। সুতরাং তিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের—সর্ব্বসুখাস্পদের—সর্ব্ব শান্তির অধীশ্বর; তিনি রস-সাগর। তিনি চরম-সুখ—চির-শান্তি—স্থায়ী-আনন্দের—পরমানন্দের রস-সাগর বলিয়াই, তাঁহার পরমপ্রিয়া ভক্তিও রসময়ী; সেই চির-সুখ-শান্তিময়ী রসময়ী পরমা-ভক্তি, ঐকান্ত ভক্তের নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূতা হইলে, তন্ময় হইয়া, রসময়ীর সহায়তায় চির-সুখ-শান্তিময় রস-সাগরের রস উপলব্ধি করিয়া, সুখ-শান্তি-আনন্দ অনুভব করেন। চির-সুখ-শান্তিময় পরমানন্দ-রস-সাগর অমৃত-রসের এমনই মহিমা যে, একবার উপলব্ধি করিলে, আর ভুলিতে পারা যায় না। ভক্ত, রসময় অমৃতময় ভগবানের অমৃতরসের আস্বাদ পাইলে, নির্ব্বাক হইয়া, এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে, অব্যক্ত আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন যে, তাঁহার অন্তর এই জ্বালা-মালাময় মর্ত্ত্যলোক হইতে অনেক ঊর্দ্ধে, এক অলৌকিক চির-সুখ-শান্তি-আনন্দময় রাজ্যে উপনীত হয়। অন্তর সে রাজ্যের কথা—সুখের অনুভব—শান্তির অনুভূতি—আনন্দের উপলব্ধি সহজে ভুলিতে চায় না। তন্ময় হইয়া, সেই চির-সুখ-শান্তি-আনন্দময় রাজ্যে সতত বসবাস করিতে ইচ্ছা করে। কেন না, সে রসের আস্বাদ পাইলে, এই সংসারের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়,—হৃদয়ে আনন্দের আর সীমা থাকে না; আর তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা থাকে না,—কামনা-বাসনা থাকে না,—কোন বিষয়ে ইচ্ছা বা স্পৃহা থাকে না;—মোটের উপর তিনি আপ্তকাম হইয়া যান,—তাঁহার সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কামনা পরিতৃপ্ত হয়। কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩।৯।২৮

ভগবান্ বিজ্ঞান-স্বরূপ, ও আনন্দ-স্বরূপ। তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিলে, এই বুঝায় যে, তিনি সুখ-স্বরূপ, শান্তিময়; অথচ, চিদ্রূপ। তিনি অপরিমিত আনন্দ-সাগর। তিনি সুখার্ণব—অপার আনন্দার্ণব। সুখ-শান্তি-আনন্দময় ভগবৎ-রূপ মহার্ণবের আয়তন এরূপ বৃহৎ যে, কেহই তাঁহার তীরভূমি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। কদাচিৎ কেহ বহুলরূপে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের অন্তরালে থাকিয়া, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, ধ্যান-ধারণার সাধনাপথ বহিয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একাগ্রতার সহিত—

স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্।
চিন্তয়েদ্ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকম্॥
আনন্দাশ্রুপুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে।
সমাধি সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনী॥

ঘেরণ্ডসংহিতা। ৭

ঐকান্তিকী ভক্তিপূর্ব্বক পরমাহ্লাদ-সহকারে স্বকীয় হৃদয়ে অর্থাৎ মানবের এই পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে নাভিমূলে দশাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে পদ্মনাল বিরাজমান; উহা অতি কোমল নিম্বপত্র-বিশিষ্ট এবং অধোমুখে অবস্থিত, উহা দেখিতে ঠিক কদলী-পুষ্পের ন্যায়, উহা সুনির্ম্মল ও চন্দ্রের ন্যায় রমণীয়। উহার উর্দ্ধে—হৃদয় মধ্যে যে দ্বাদশদল-বিশিষ্ট কমল আছে, তন্মধ্যে যে আকাশ-স্থান রহিয়াছে, তাহাকে 'দহরাকাশ' বলে। সেই আকাশ-স্থানের মধ্যে অষ্টদল-বিশিষ্ট অতি রমণীয় পদ্ম অবস্থিত, উহার কেশরের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ এবং উহা কর্ণিকায় সুশোভিত। উহার আকার অঙ্গুষ্ঠ-

পরিমাণ; তন্মধ্যে কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় ভগবান্ সজল-জলদ-জাল-মধ্য-গতা চকিতোজ্জ্বলা বিদ্যুন্মালার মত ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতেছেন; যোগিগণ যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে উঁহাকেই পুরুষ-প্রধান শ্রীভগবান্ বলিয়া, ধ্যান করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। সদা মনীষী মনসাভিকৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥" অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত জীব-হৃদয় সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়া, অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ, পূর্ণ, সকলের অন্তরাত্মা, সর্ব্বদা সকল লোকের হৃদয়-পদ্মে প্রবিষ্ট, জ্ঞানের প্রভু, হৃদয়স্থিত মনের দ্বারা যিনি প্রাপ্ত হন, যিনি ইহা জানেন, তিনি অমৃত হন। অপিচ,—"সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" সেই পরম-পুরুষ অনন্ত-মস্তক, অনন্ত-চক্ষুঃ ও অনন্ত-চরণ-বিশিষ্ট; তিনি জীব-হৃদয়ে দশাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে অবস্থিত হইয়াও পৃথিবীর অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া অধিক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সেই পরমপুরুষ সদানন্দময় ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক; কিন্তু তাঁহার একদেশে এই স্থাবর-জঙ্গম জগৎ রহিয়াছে। যেরূপ গৃহস্থিত প্রদীপ, গৃহের একাংশে থাকিয়াও, সমস্ত গৃহ আলোকিত করিয়া থাকে; পুষ্প, উদ্যানের একাংশে প্রস্ফুটিত হইলেও, পুষ্প-গন্ধ দিগ্‌দিগন্তর ব্যাপিয়া থাকে; জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, অনন্ত আকাশের একাংশে অবস্থিত থাকিয়াও, সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া, সৌরজগৎকে আলোকিত করেন; তদ্রূপ, সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় ভগবান্ জীব-হৃদয়ে দশাঙ্গুলি-পরিমিত স্থানে অবস্থিত হইয়াও, পৃথিবীর অন্তর ও বাহিরেরও অধিক স্থানে বিরাজিত থাকা অসম্ভব নহে। যেমন আতসী প্রস্তরের সহায়তায় সূর্য্যের বিরল পরমাণু ঘন হইয়া দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভক্তিরূপ আতসীর

সহায়তায় অব্যক্ত জগদ্ব্যাপী সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় ভগবান্ প্রকাশমান হইয়া থাকেন। সুতরাং ঐ হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে স্বীয় ইষ্টদেব সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় ভগবান্‌কে চিন্ত করিতে করিতে, তাঁহার দিব্যদ্যুতি দর্শনে, অমৃতময় রসময় ভগবানের রসাস্বাদন করিয়া, তিনি আনন্দ-সাগরে মগ্ন হন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে দরদরধারে প্রেমাশ্রুপাত হয়, শরীর পুলকিত হয় এবং মনের উন্মীলন হয় ;—"মনসো হ্যুন্মনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপ-লভ্যতে। যদা যাত্যুন্মনীভাবস্তদা তৎ পরমং পদম্॥" মনের উন্মীলন হইলে, তখন তাঁহার হৃদয়ে আর দ্বৈতজ্ঞান থাকে না,— দ্বৈতাদ্বৈত বিসম্বাদ হইতে মুক্ত হইয়া, তিনি নির্ব্বিবাদ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহার আমিত্বের অহঙ্কার—মমত্বের অভিমান "সোঽহং" সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; তিনি তখন—"পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় অক্ষয় অনন্ত পুরুষের অঙ্গে আত্মলীন করিয়া, বিশ্রাম-সুখ লাভ করেন। ইহাকেই বলে ভক্তিযোগ-সমাধি। এইরূপে, সমাধি-যোগে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ অবলম্বন-পূর্ব্বক অনন্তকাল ধরিয়া, অবস্থিত আছেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহাতেই অবস্থিত হইয়াও, তাঁহার অন্ত দেখিতে পাইতেছেন না ; কেন না, তিনি যে অনাদি অনন্ত নির্ব্বিশেষ। যেমন কেহ অনন্ত মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়াও, মহার্ণবের অন্ত বিদিত হইতে সমর্থ হয় না, তিনিও তদ্রূপ আনন্দময় রসসাগর ভগবানে আত্মলীন করিয়াও, তাঁহার অন্ত খুঁজিয়া পান না। কেবল এইমাত্র তিনি বিদিত আছেন, ভগবান্ সুখ-শান্তি-আনন্দময় ; তাঁহাতে থাকিয়া, আমিও কি যেন অপার আনন্দে মগ্ন হইয়াছি ;—এ সুখের—এ শান্তির—এ আনন্দের অন্ত নাই ; তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহাতে সুখ-শান্তি-আনন্দও অনাদি অনন্ত নির্ব্বিশেষ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বলা বাহুল্য—সে সুখ, সে শান্তি, সে আনন্দ বিষয়-সুখে নাই ; তাহা বিষয়-সুখের

অতীত। তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বিষয়-সুখ কোন্ ছার! শ্রুতি বলেন,—

আনন্দং নন্দনাতীতম্।

তেজবিন্দূপনিষৎ।

সেই সুখ, সেই শান্তি, সেই আনন্দ বিষয়-সুখের অতীত অবস্থা; তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বিষয়-সুখে যে ক্ষণিক শান্তি বা আনন্দ-লাভ হয়, সে শান্তি, সে আনন্দ জ্বালাময়! তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বিষয়-সুখে যে ব্যক্তি আনন্দের আলোক দেখিতে পায়, সে ত মহা অন্ধ অজ্ঞ মূঢ়!—এমন বিষোদ্গারী বিষময় বিষয়-সুখে, এমন বিষময় জীবনে, যে ব্যক্তি আনন্দের আলোক দেখিতে পায়, সে প্রকৃত মানুষ নয়। সে মনুষ্য আকারে বানর বা বন-মানুষ-বিশেষ। অথবা, মাতাল যেমন মদিরা পান করিয়া, ক্ষণিক ভ্রান্ত আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে, তেমনি কোনও অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় মানব হয়ত কোনদিন বিষয়-সুখে ক্ষণিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া, অতি অসার অস্থায়ী আনন্দে ক্ষণকালের জন্য অধীর হইয়া উঠে। নেশা ছুটিয়া গেলে, হতভাগ্য মাতাল যেমন অবসাদের যন্ত্রণায় ছটপট করিতে থাকে, ক্ষণিক বিষয়-সুখের মদ খাইয়াও অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় মানব ক্ষণপরেই আবার সেইরূপ দুঃখ-নিরাশার আঁধারে ডুবিয়া যায়। বাস্তবিক, বিষয়-সুখে আনন্দ কোথায়? যদি বিষয়-সুখে আনন্দ বলিয়া কিছু থাকে, সে কেবল মায়া-মরীচিকার ধাঁধা মাত্র। প্রকৃত সুখ—স্থায়ী আনন্দ—বিষয়ের কোন অংশে বা কোনটিতে নাই। বিষয়ের কোথাও কখন সুখ নাই—আনন্দ নাই—শান্তি নাই! কেবলই দুঃখ!—কেবলই যন্ত্রণা!—কিন্তু, সর্ব্ব-সুখাস্পদ সর্ব্বানন্দের আধার সর্ব্বশান্তির লীলা-নিকেতন অমৃতময় রস-সাগর ভগবানে যে সুখ আছে,—যে শান্তি আছে,—যে আনন্দ আছে, সে আনন্দ তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বিষয়ানন্দের কথা কি কহিব?—সে আনন্দ নন্দনাতীত অর্থাৎ স্বর্গীয় সুখেরও অতীত অবস্থা; তাহা মানব ভাষায় ব্যক্ত করা যায়

না। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন,—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৭।২৩।১

সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় ভগবান্ ভূমা; তিনি মহান্; যিনি মহান্, তিনিই সুখ-স্বরূপ। অল্পে সুখ নাই অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বিষয়-সুখে সুখ নাই; কিন্তু, সেই ভূমা,—সেই মহান্,—সেই অপরিচ্ছিন্ন অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার রস-স্বরূপ ভগবান্‌ই সর্ব্ব প্রকার সুখের আকর, তিনি পরমানন্দ রস-সাগর! তাঁহাতেই পরম-সুখ—চির-শান্তি—স্থায়ী-আনন্দ বিদ্যমান। মায়ামুগ্ধ বিষয়ানন্দে মগ্ন মানব, বুঝিতে না পারিলেও, তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক সুখান্বেষণার্থ আবেগ, ক্রমাগতই তাহাকে সেই সর্ব-সুখাস্পদ পরমানন্দ রস-সাগরের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতে চাহে! কোনও প্রকার দুঃখ, সেই পরমানন্দ রস-সাগর সুখ-স্বরূপ ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্রই আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে অভিভূত জীবের সকল প্রকার দুঃখ-তাপ-জ্বালা স্বতঃই অপসারিত হয়। যে মুহূর্ত্তেই জীব, সকল প্রকার কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই, তাহার সকল প্রকার দুঃখের—সকল প্রকার জ্বালার—সকল প্রকার যন্ত্রণার অবসান হইয়া যায়; তাহার তখন চিরানন্দ—পরমানন্দ লাভ হয়।

ততো নিরাত্মকত্বমেতি, নিরাত্মকত্বান্ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলত্বং লভতে।

মৈত্রেয্যুপনিষৎ।৬।২১

সত্য-স্বরূপ সদানন্দময় ভগবানের চিন্তায় চিন্তিত তদ্‌গতচিত্ত ঐকান্ত ভক্ত, তন্ময় হইয়া যান, তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে; বাসনা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, কামনা বিজিত হয়, ভাষা

নির্ব্বাক হইয়া যায়; সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্বার্থের-সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, আমিত্বের অহঙ্কার "সোঽহং" সমুদ্রে বিলুপ্ত হয়; তিনি তখন কেবলানন্দে মগ্ন থাকেন। কোন সৌভাগ্যবান জীব যদি সেই আনন্দের কণিকামাত্রও লাভ করিতে পারে; তাহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু, এই অতি মধুর কেবলানন্দের অমৃত-রসাস্বাদের অধিকারী সকলে হইতে পারেনা; কি জানি, কাহার ভাগ্য করে সুপ্রসন্ন হইবে! ভক্তি-রসাপ্লুত-হৃদয় ঐকান্ত ভক্ত এবং ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনকারী সাধক সকলের গভীর গবেষণা-পরিমার্জ্জিত উপদেশ-বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, বিষয়াসক্ত-চিত্ত, কাম-ক্রোধাদি অভিভূত, পাপ-পঙ্কে কর্দ্দমাক্ত পাপপঙ্কিল মানব বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি, কেবলানন্দের অমৃত-রসাস্বাদনে সমর্থ নহে। কেন না, যাবৎ হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ভগবান্ যে রসময়, অমৃতময়, তাহা উপলব্ধি করিতে কেহই পারিবে না। ভক্তি রসময়ী, ভক্তিরসের আস্বাদ পাইলে, তবেই রসময় ভগবানের রসাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। নানা প্রকার বৈচিত্র্যময় ভগবল্লীলা-চরিত্রের বর্ণনা পাঠ দ্বারা অথবা ভগবচ্চিহ্ন-স্বরূপ তিলকাদি দ্বারা বা তুলসীমালাদি ধারণ দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণে ক্ষণিক উত্তেজনা বা আনন্দ প্রদান করে বটে; কিন্তু, তাহা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিরসের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। ঐ সকল বর্ণনাতে অনেক স্থলে, যাহা রস বলিয়া সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক রস নহে; তাহা রসের আভাস মাত্র। কোন প্রাচীন ভাবুক সাধক ভক্ত কহিয়াছেন,—"পুণ্যবন্তঃ প্রমীয়ন্ত যোগিবদ্রসসন্ততিম্" অর্থাৎ যোগিগণ সমাধি লাভ করিয়া, বিশুদ্ধ আনন্দ-স্বরূপ আত্মতত্ত্বের অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকার দ্বারা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ-হৃদয় মানবগণও ভক্তিরসের আস্বাদনে

সেই প্রকার অনাবিল আনন্দ অনুভব করেন। সাময়িক চিত্তের উত্তেজনা ভক্তির ফল নহে; কিন্তু, শান্তিময় প্রসাদ-সমন্বিত স্থায়ী রসাস্বাদ-জনিত আনন্দই ভক্তির প্রকৃত ফল। ভক্তি, মানুষকে মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়া, সত্বর দেবতার আসনে বসায়; কেন না, ভক্তির রসাস্বাদনে মানব-হৃদয়ের সকল প্রকার সাংসারিক দুর্ব্বাসনা বিদূরিত হইয়া যায়, কামনা বিলয় প্রাপ্ত হয়, অভিমান দূরে পলায়ন করে, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়; মনুষ্য তখন সিদ্ধ হয়, সদানন্দে দিন কাটায়, তাহাকে আর অন্য কোন সাধনা করিতে হয় না, অণিমা-মহিমাদি আপনা-আপনি তাহার হস্তগত হয়। লোকে কথায় বলে,—"সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।" মহাযোগী মহেশ্বর কহিয়াছেন,—

"হরিস্মৃতিপ্রসাদেন রোমাঞ্চিততনুর্যদা।
নয়নানন্দসলিলং মুক্তির্দ্দাসী ভবেত্তদা॥"

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ১৩২

'হরিস্মরণ-প্রসাদে যখন দেহ রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে দরদরধারে আনন্দজল নিঃসৃত হইতে থাকে, মুক্তি তখন দাসী হইয়া পড়ে।' বাস্তবিক, ভক্তিরসাপ্লুত-হৃদয় ঐকান্ত ভক্তের নিকট মুক্তি পদার্থরূপে পরিগণিত হয়। তাই ভক্ত সাহস করিয়া, ভগবান্‌কে কহিতেছেন,—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরুণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥"

হরিভক্তিসুধোদয়।

'হে জগদ্‌গুরো! আপনার সাক্ষাৎকার লাভে আমি যে অধুনা সান্দ্রানন্দ-রস-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; এক্ষণে স্বর্গার্থীর অভিলষিত প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্যালোক স্বর্গাদির সুখৈশ্বর্য্যের সুখাভিলাষের কথা আর কি কহিব? চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দ-

সুখাত্মক মুক্তিও আমার নিকট গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে।' এই প্রকার আনন্দের অসাধারণ হেতু যে রসাস্বাদ, তাহা পূর্ব্বোক্ত অধিকারিগণ কি ভাবে করিয়া থাকেন? সে সময়ে তাঁহাদিগের অবস্থা কিরূপ হইয়া থাকে? তদুত্তরে ভগবান্ স্বয়ং কহিতেছেন,—

"বাক্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং,
হসত্যভীক্ষ্ণং রুদতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ,
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ১৪

'শরীরে রোমাঞ্চ, মনের আর্দ্রভাব, নয়নে আনন্দাশ্রু ও রুদ্ধকণ্ঠ ভিন্ন কিরূপে ভক্তি জানা যায়? যাঁহার বাক্য গদ্‌গদ ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়; যিনি পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করেন; কখনও হাস্য করেন; লজ্জাহীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন; নৃত্য করেন; এতাদৃশ মদীয় ভক্ত ত্রিলোকপাবন।'

যৎকালে ভগবন্নামকীর্ত্তনে ভক্তের নয়নে দরদর-ধারে প্রেমাশ্রু নির্গত হয়, গদ্‌গদ-কণ্ঠে বাক্য-রুদ্ধ হয়, দেহ পুলকে কণ্টকিত হয়; তখনই বুঝিতে হইবে, ভক্তের হৃদয়ে পরাভক্তির উদয় হইয়াছে এবং তিনি রসময়ের রসাস্বাদ পাইয়াছেন। রসময়ের রসাস্বাদ করিলে ভক্তের তদবস্থায় যে আন্তরিক ভাব, তাহা ত অনির্ব্বচনীয় মূকাস্বাদনবৎ; কিন্তু, তাহা হইলেও, বাহিরে তাহার আন্তরিক ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। অবিরত দরদর ধারে প্রেমাশ্রুপাতে বক্ষঃ প্লাবিত হয়, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আইসে, দেহ পুলকপূর্ণ হইয়া, ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতে থাকে। পরন্তু, এতাদৃশ পুলকাবহ নাম কীর্ত্তন করিয়া বা শ্রবণ করিয়া, যে হৃদয়ে উপরোক্ত বিকার না জন্মে এবং বিকার হইলেও, যদি নয়নে অশ্রুপাত ও শরীরে রোমাঞ্চ না হয়,

তবে সে হৃদয়কে পাষাণতুল্য কঠিন বলিয়া জানিবে ;—"পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমম্।" বাস্তবিক, কাহারও কাহারও হৃদয় এত কঠিন যে, ভক্তির কোমলতাটুকুও, তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। চিরকাল ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াও, তাহাদের চিত্ত বিগলিত হয় না, তাহারা আজন্মকাল পাখীর ন্যায় নাম উচ্চারণ করে মাত্র, তাহাদের—"মনোভ্রমতি দ্বে চক্রে কান্তাসু কাঞ্চনেষু চ।" আর, লোক দেখান বা লোক ঠকান-মানসে এদিকে হরিনাম কীর্ত্তন; আর, ওদিকে কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তন করিতেছে, তাহাতে কি কঠিন-কঠোর হৃদয় দ্রব হইবে? কখনই নয়। যাহারা এমন করে, তাহারা পশুরও অধম। কামিনী-কাঞ্চনে যাহার মন আসক্ত, তাহার চিত্ত অহর্নিশ কামিনী-কাঞ্চন লাভেই উৎসুক থাকে, ভগবন্নামানুস্মরণে বা কীর্ত্তনে নিরত হয় না, তাই ভগবন্নাম শ্রবণে ও কীর্ত্তনে তাহার শরীরে বিকার জন্মে না। নাম কীর্ত্তনে আনন্দানুভব করিতে চাহলে, কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া, উহা হইতে অনেক দূরে অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনের অন্তরালে, থাকিতে হয়। কেন না, কামিনী-কাঞ্চনে চিত্ত সতত আবিষ্ট থাকিলে, হৃদয়ের ষোল-আনা ভাব, উহাতেই ছড়াইয়া, ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, কণামাত্রও আর হৃদয়-কক্ষে থাকে না ; ষোল-আনা ভাব নাম কীর্ত্তনে ন্যস্ত না হইলে, নাম কীর্ত্তনে আনন্দানুভব বা শরীরে বিকার জন্মে না। তাই শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"ভাবোজ্ঝিতা নৈব গতিং লভন্তে।" অর্থাৎ ভাব-পরিত্যক্ত হইয়া, নাম কীর্ত্তন করিলে, পাখীর বুলি পড়ার মতই হয়, আনন্দানুভব করিতে পারা যায় না। কোন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী ভগবান্‌কে কহিতেছে,—

"যে তে স্মরন্তি রঘুনন্দননামভিস্তে,
মুক্তা ভবন্তি ভববন্ধনতঃ শ্রুতং মে।
উক্তাধিকঞ্চ তব নাম ময়া স্মৃতঞ্চ,

বন্ধো দৃঢ়ো ভবতি মমাধমস্য ॥”

উদ্ভট।

‘হে ভবদুঃখহারিন্ রঘুনন্দন! আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তোমার নাম কীৰ্ত্তন করে, ভববন্ধন হইতে তাহার মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু, নাথ! এ অধম যতই তোমার নাম কীৰ্ত্তন করিতেছে, ভাগ্য-দোষে ইহার বন্ধন ততই দৃঢ় হইতেছে।’ ইহার একমাত্র কারণ,—“ভাবোজ্‌ঝিতা নৈব গতিং লভন্তে” পাখীর হৃদয়ে ভগবদ্ভাব নাই, তাই পক্ষী ভগবন্নাম কীৰ্ত্তনে আনন্দানুভব করিতে সমর্থ নহে। কোন কোন মানুষও, পক্ষী হইতেও অধম আছে, তাহাদের হৃদয়ে ভাবের লেশমাত্রও নাই, তাহারা ভগবন্নাম শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন করিয়া, অশ্রু-পাতও করে না; তাহাদের শরীরে পুলকাদি বিকারও জন্মে না। আবার, কাহারও কাহারও বা হৃদয় এত কোমল যে, এমন ভাব আছে যে, নাম গ্রহণ বা শ্রবণ মাত্রই চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, শরীরে পুলকাদি বিকার জন্মে,—তবে এমন লোক জগতে অতি বিরল। কেন না, চিত্ত-প্রসাদ না জন্মিলে, হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয় না,—নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধি হইলে, তবেই নাম শ্রবণ মাত্রই ভগবানের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় এবং নাম কীৰ্ত্তনে আনন্দানুভব হইয়া থাকে। আনন্দানুভূতি ঘটিলে, ভগ-বন্নাম-কীৰ্ত্তন-পরায়ণ হইয়া, ভক্ত অনুরাগবশতঃ নাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে, অবশ হইয়া, কখনও বা ক্রন্দন, কখনও বা হাস্য, কখনও বা নৃত্য, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া, বিকারভাব প্রাপ্ত হয়। তদ্‌গত-চিত্ত ভক্তের প্রাণ, তখন কেবলমাত্র ভগবানেই আকৃষ্ট থাকে; প্রবল অনু-রাগের বশে—মন, তাঁহার বিষয় চিন্তনে মুগ্ধ হইয়া যায়; আর অন্তরে, মানস-চক্ষে, ভগবানের ঐশ্বৰ্য্য ও সৰ্ব্বময়ত্ব-ভাব দর্শন করিয়া, প্রেমানন্দময় হয়। ভাবময়—প্রেমময় ভগবানের নাম-কীৰ্ত্তনে,

তাঁহার নাম-শ্রবণে ভক্তের হৃদয়ে অপার আনন্দ-স্রোত বহিতে থাকে; ভাবের উচ্ছ্বাসে মনকে আকুলিত করিয়া তুলে। প্রেমভরে বিভোর হইয়া, ভক্ত-চূড়ামণি বিল্বমঙ্গল কহিতেছেন,—

"বক্ষঃস্থলে বিপুলং নয়নোৎপলে চ,
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ।
বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ,
বালং বিলাসনিধিমালোকয়ে কদা নু॥"

কৃষ্ণকর্ণামৃত।

'অহো! যাঁহার নয়ন উৎপলের ন্যায় মনোহর; আর, বিশাল বক্ষঃস্থলে দীপ্তিময়ী কৌস্তুভমণির বিপুলতা মনোহর; যাঁহার মৃদু-মন্দ হাসিতে মধুরতা ও কোমলতা অতি সুন্দর; আবার, সেই মৃদু-মন্দ-মদ মধু-ভরা হাসি-মণ্ডিত বিম্বাধরের বেনু-বীণা-বিনিন্দিত মুরলী-স্বরের কি মাধুর্য্য! ও কি বিশ্ব-বিমোহন! যাঁহার নাম শুনিয়া, যাঁহার গুণের মহিমা শুনিয়া, যাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাসে, আমার প্রাণ-মন আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই বিলাস-বারিধি, সেই কিশোর-নিধি ভগবান্ আমায় দর্শন দিবেন কি?' ভগবদ্ভাবে বিভোর ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত-প্রাণ প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া, নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কহিয়াছিলেন,—

"তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিনু বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইনু আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার ফল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।"

চৈতন্যচরিতামৃত।

ইহাই প্রকৃত অনুরাগ। এইরূপ প্রবল অনুরাগই আরাধ্য-বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মাইয়া দেয়। এই অনুরাগ নিম্নগামী নহে ;—পতি-পত্নীর যে প্রেম বা অনুরাগ ইহা তদ্রূপ নহে ; কারণ তদ্দ্বারা উভয়ের আসঙ্গ-লিপ্সা অর্থাৎ স্বার্থপরতা থাকে। লৌকিক প্রেমানুরক্তি ক্ষণকাল স্থায়ী,—তাহাতে প্রেমভাবের প্রকৃতরূপে প্রস্ফূরণ হয় না ; কালে তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু, ভগ-বানের প্রতি যে অনুরাগ, তাহা নিবৃত্তি না পাইয়া, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃত ভক্তের হৃদয়েই নাম-শ্রবণ ও নাম-কীর্ত্তন হইতে অন্তরে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। নামের মধ্যে যে কি মধুর ভাব আছে, তাহা প্রেমাবতার কলিপাবন শ্রীচৈতন্য-দেবের নাম-জপোন্মাদ-ভাব বুঝিয়া দেখিলেই স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায়। এক্ষেত্রে আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দেখিলে, আমরা কি বুঝি ? শ্রীমতী রাধিকা সখিকে কহিতেছেন,—

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো—
বদন ছাড়িতে নাহি চায়।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো—
কেমনে পাইব সখি তায়॥"

চণ্ডীদাস।

শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তিতে নামোন্মাদে কেমন প্রেমভাব আছে, কেমন মাদকতা আছে, কি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাই অনুরাগের লক্ষণ। পরমেশ-শক্তি-স্বরূপিনী শ্রীমতী-রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ-নাম-জপোন্মাদ ; প্রেমাবতার

শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবন্নাম-জপোন্মাদ ও ভক্ত-চূড়ামণি বিল্বমঙ্গলের নাম-কীর্ত্তনোন্মাদের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না। প্রেমাবতার কলিপাবন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মধুর হরিনাম-কীর্ত্তন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে শ্রবণ করিত, সেই তৎক্ষণাৎ হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, ভূমিতে লুটিয়া পড়িত। এমন কি, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনে বনের পশু-পক্ষী পর্য্যন্তও নিশ্চল হইয়া শুনিত। কলিপাবন মহাপ্রভুর শ্রীমুখের মধুর হরিনাম-সংকীর্ত্তন যে শুনিত, সে আর প্রকৃতিস্থ থাকিত না; —এমন কি, পাষণ্ড-মতি দস্যুরাও তন্ময় হইয়া, মহাপ্রভুর দলে মিশিয়া, পাপমতি পরিত্যাগ করিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিত। ইহা মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ ভ্রমণ কালে, বেঙ্কটনগরে বাসকালের ইতিহাসে জানিতে পারা যায়। যৎকালে মহাপ্রভু বেঙ্কটনগরে বাস করিয়াছিলেন, তৎকালে শুনিতে পাইলেন যে, বেঙ্কট-নগরের অনতিদূরে 'যগুলা' নামে এক ভীষণ বন আছে, সেই বনমধ্যে পান্থভীল নামক এক দুর্দ্দান্ত দস্যু-পতি বাস করে, সেই দস্যু বড় দুর্দ্দান্ত। মহাপ্রভু, সেই দস্যুকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, যগুলার বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তথাকার সকল লোকই তাঁহাকে নিষেধ করিল; কিন্তু মহাপ্রভু কাহারও নিষেধ না মানিয়া, যগুলার সেই বনে প্রবেশ করিলেন। দস্যুপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দস্যুপতিকে সম্বোধন করিয়া, কলি-পাবন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য এমন মিষ্ট কথা কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মধুর বাক্যে আপ্যায়িত হইয়া, দস্যুপতি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া, আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। মহাপ্রভু তাহার অনুরোধে সেই দস্যুগৃহে ত্রি-রাত্রি অবস্থান করিয়া, ভীলগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন পান্থভীল ডোর-কৌপীন ধারণপূর্ব্বক সশিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব-

ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। যথা,—

"যত দস্যু ছিল বনে, সকলে মিলিয়া।
হরি হরি ধ্বনি করে কুকর্ম্ম ছাড়িয়া॥
সবে মিলি সেই বনে, আনন্দে মাতিল।
প্রভুযোগে পাপকর্ম্ম, সকলে ছাড়িল॥
হরিনামে মত্ত হয়ে, যত দস্যুগণ।
সেই বনে করিলেক আনন্দকানন॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

হরিনামের ভিতরে এমন প্রেমানন্দ-দায়িনী শক্তি আছে যে, হরিনাম-কীর্ত্তন করিলেই, মনে এক প্রকার বিমল আনন্দের মন্দাকিনী-ধারা আপনা-আপনিই প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রকৃত ভাবে বিভোর হইয়া, নাম-সুধা পান করিলে,— "ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।" নামের মাদকতায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার আর কোন বিষয়ে বাসনা, কোন কারণে শোক, কাহারও প্রতি দ্বেষ, সংসারে রতি বা কোনও কার্য্যে উৎসাহ থাকে না। অতএব, হরিনাম-কীর্ত্তনে সুখ আছে, শান্তি আছে, আনন্দ আছে; —সে সুখ, সে শান্তি, সে আনন্দ, বিষয়-নিবহে বা গৃহমেধী সুখ-সম্ভোগে নাই, তাহা সংসার-সুখের অতীত; সুতরাং সংসারের কোন কিছু বস্তুতে তাহার প্রাপ্তির আশা নাই। কেন না,—

সংসার এব দুঃখানাং সীমান্ত ইতি কথ্যতে।
তন্মধ্যে পতিতে দেহে সুখমাস্বাদ্যতে কথম্॥

মহোপনিষৎ।

সংসারই সর্ব্বদুঃখের সীমান্ত— ইহা জ্ঞাননিষ্ঠ বিরাগরসিক মহাত্মারা কহিয়া থাকেন; সুতরাং সেই সকল দুঃখের আকর, সংসারে পতিত হইলে, সুখের আস্বাদ কিরূপে পাইতে অভিলাষ কর?

তাই বলি,—সংসার-দাবদাহে দহ্যমান মানব! সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া,—তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া,—দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাত, অভাব-অনটনের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া, আত্ম-গরিমা—আত্ম-অহঙ্কার পরিহার করিয়া,—দাস্য-ভাবের সাধনা-পথ বহিয়া,—দীনতা-হীনতা-নীচতাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া,—সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা ভুলিয়া,—সুখৈশ্বর্য্যের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—সংসারের অন্তরালে বসিয়া,—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সকল সময়ে এবং শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্ব্ব অবস্থাতে হরিনামে বিশ্বাস ও ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, মনে-প্রাণে এক করিয়া, আকুল-প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে অহর্নিশ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাক; তাহা হইলে, অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে না,—শান্তি শান্তি করিয়াও, আর হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইবে না,—তখন সুখ বল, শান্তি বল, আনন্দ বল, সকলই তোমার অনুগত থাকিবে। সুতমুনি কহিতেছেন,—

"মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা,
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং,
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং,
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোধনং নৃণাং,
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।১২ ১২

'পতিত, স্খলিত, পীড়িত ও ক্ষুধায় কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াও, যদি

কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রভাব শ্রবণ এবং নাম-কর্ম্মাদি কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অনন্ত তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া, স্তূপীভূত তমোমধ্যে জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের ন্যায় ও নভস্তলে মেঘমণ্ডলমধ্যে অতি-বাতের ন্যায়, অশেষ বিঘ্নরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন। যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই, সে সকল কথা অসৎ ও মিথ্যা; আর, যাহাতে ভগবৎ-গুণ-গানের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল এবং পুণ্যজনক। যাহাতে উত্তমশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যশোগান বিস্তৃত হয়, তাহাই রমণীয় ও বার বার নূতন,—তাহাই মহোৎসব,—তাহাই মনুষ্যদিগের শোকার্ণব-শোধক।'

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং,
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং,
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে রামনামঃ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ক্রন্দনে আনন্দ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, ভগবন্নাম কীর্ত্তনে যদি সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ হয়, তবে উচ্চৈঃস্বরে—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" বলিয়া, অনেকে কাঁদে কেন? ক্রন্দনে কখনও সুখ, শান্তি, আনন্দ অনুভব হইতে পারে না; কেন না, মানুষ সুখ খোঁজে, শান্তি খোঁজে, আনন্দ খোঁজে; না পাইলে, কাঁদিয়া আকুল হয়। সুতরাং কাঁদিয়া কি কেহ কখন সুখ-শান্তি-আনন্দ পায়?

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।১১।২

তুমি ভক্তিবহির্ম্মুখ পাষণ্ড! তোমার হৃদয় কঠিন—মরুভূমি! উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ তৃণ-গুল্ম-পরিশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর—সদাই ধূ ধূ করিতেছে! এ মরুভূমিতে কি ভক্তির পূত প্রস্রবণ—প্রেমের মন্দাকিনী-ধারা বহিতে পারে?—তাই বড় ক্ষোভে কবি কহিয়াছেন,— "প্রেম ভক্তি ভালবাসা প্রীতি প্রণয়! এ মানব-ভূমি তব বাসভূমি নয়। কেন না,—যথায় বঞ্চক বক্ষ, কে তথায় তব পক্ষ, যেখানে ছলনাস্রোত পলে পলে বয়; সে মানবভূমি তব বাসভূমি নয়॥"

ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, কেন যে কাঁদেন, তাহা তোমায় কিরূপে বুঝাইব? তাহা যে "মূকাস্বাদনবৎ" নিজে করিয়া বুঝিতে হয়। যদি তাহা বুঝিতে চাও,—যদি ক্রন্দনে আনন্দানুভব করিতে অভিলাষ কর,—তবে অগ্রে তোমার হৃদয়-মরুভূমিকে পুণ্য-ভূমিতে পরিণত কর। হৃদয় পুণ্য-ভূমিতে পরিণত হইলে, তখন আপনা আপনি বুঝিতে পারিবে। অতএব, পবিত্রতার অমৃত-উৎসে, প্রেম-মন্দাকিনীর পূত-প্রভাবে,—ভক্তি-গঙ্গার স্বচ্ছ জলে,—শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের পূত-প্রস্রবণে হৃদয়-ক্ষেত্রের উত্তপ্ত বালুকা-রাশিকে শান্ত ও সুশীতল করিয়া, জাতি-কুলের অভিমান, বিদ্যার অহঙ্কার, মহত্ত্বের গৌরব, রূপের গর্ব্ব, যৌবনের দর্প প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া, সুখৈশ্বর্য্যের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা ভুলিয়া, এমন কি স্বকীয় দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" হইয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা, সত্য-সরলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, বিনয়-সৌজন্য-রূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা, হৃদয়ের মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, কুটিলতা-পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ, হিংসা-ক্রোধ প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশিকে হৃদয় হইতে দূরে অপসৃত করিয়া, হৃদয়-ক্ষেত্র সম্মার্জ্জিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া, ভগবানের অধিষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে। তবেই ত তিনি তোমার হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া, হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়া বসিবেন?—তবেই ত তুমি ক্রন্দনে আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইবে? —তুমি নাস্তিক! তোমার হৃদয় নাস্তিকতার আবিলতায়—কাম-ক্রোধাদির আবর্জ্জনায়—দম্ভাভিমানের অবস্করে অপরিষ্কার! সেখানে কি নির্ম্মল নিরঞ্জন ভগবানের সমাগম সম্ভবপর? —কখনই নয়। তাঁহাকে পাইতে না চাহিলে, পাইবে কেমনে? ভক্তি-বিশ্বাস-হীন শুষ্ক যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়া, তাঁহাকে পাওয়া যায় না; তাঁহাকে পাইতে চাহিলে, তাঁহার করুণালাভের প্রত্যাশী হইলে, নিরভিমান

সরল ভক্তি-বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। কেন না, তিনি ভাবময় প্রেমময়, তিনি ভাব-ভক্তি প্রেম-বিশ্বাসের বস্তু। অভিমানে যাহাদের মস্তক উন্নত, অহঙ্কারে যাহাদের বক্ষ স্ফীত, ধন-মান-যশঃ প্রভৃতি দুর্জ্জয় অভিমানে সসাগরা ধরা যাহাদের নিকট সরাখানির মত, জগতের সুখ-সম্পদে—পার্থিব-ঐশ্বর্য্যে যাহারা নিয়ত মুগ্ধ, তাহারা আবার, কোন্ অজ্ঞাত ঈশ্বরের চরণে মস্তক নত করিবে?—"ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।" ইত্যাদি আমিত্বের মহাবোঝা,—"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।" ইত্যাদি অভিমানের বিশাল পর্ব্বত, যাহাদের বক্ষ চাপিয়া আছে, তাহাদের হৃদয়ে ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার স্থান কোথায়? অতএব, অগ্রে ভগবানের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর,—হৃদয়-মন্দির ধৌত করিয়া, পবিত্র ও নির্ম্মল কর, ভাব-ভক্তি প্রেম-বিশ্বাসে হৃদয়-মন্দির সুসজ্জিত কর, ভগবান্ তোমার হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া, হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়া, হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত রশ্মিজালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটী-চন্দ্রোৎফুল্ল উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতির্ম্ময়-রূপে বিরাজিত হইবেন। ভগবান্ তোমার হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে স্বেচ্ছায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তুমি নিরাময় হইতে পারিবে,—তখন সংসারের যত সব মায়া-মমতা কেহই তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না;—যত সব কামনা-প্রলোভন কেহই আর তোমাকে ঠকাইতে পারিবে না; এমন কি, তখন অহঙ্কার, আর তোমার উপর অহঙ্কার করিতে পারিবে না,—অহঙ্কার অহঙ্কার করিয়া, কোথায় পলায়ন করিবে যে, তাহার আর নিদর্শনও পাইবে না। অভিমানও আর তোমার উপর অভিমান করিতে পারিবে না,—অভিমান অভিমানপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিবে যে, তাহার অনুসন্ধানও পাইবে না। ভ্রমের এমন ভ্রম উপস্থিত হইবে যে, সে ভ্রমেও এক-

বার আর এ পথে ভ্রমণ করিতে আসিবে না। তখন তোমার হৃদয়ে ভক্তি-গঙ্গার—প্রেম-মন্দাকিনীর স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, অন্য যাবতীয় হৃদয়স্থ অবস্কর—আবর্জ্জনারাশিকে প্রবল প্রবাহিত বিতাড়িত শুষ্ক তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তাহার নিদর্শনও পাইবে না,—তোমার আমিত্বের অহঙ্কার, স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা, বাসনার অনল, রিপুর তাণ্ডব, ইন্দ্রিয়ের তাড়না প্রভৃতি সকলই প্রেম-সাগরে ডুবিয়া যাইবে;—চিরকালের জন্য তোমার 'আমিত্ব' ঘুচিবে, এবং তুমি 'বৈষ্ণবত্ব' প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে,—নিজেই অনুভব করিতে পারিবে যে, ভাব-বিহ্বল ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্ত-গণ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া, এক অনির্ব্বচনীয় অভিন্ন-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, মধুময় অমৃতময় রসময় ভাবময় ভগবানের অমৃতময়-রসসিক্ত নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, গাঢ়তর প্রেম উৎপন্ন হওয়ায়, তন্নিবন্ধন শ্লথ-হৃদয়ে উন্মাদের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে উন্মত্ত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কখন আক্রোশন, কখন গান, কখন নৃত্য, কখন উচ্চ হাস্য, কখনও বা ক্রন্দন করিতে করিতে, প্রেমাশ্রুপাতে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছেন। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া, চক্ষু-নীরে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছেন বটে; কিন্তু, কেহই কাঁদেন না। তাঁহারা আরও পুনঃ পুনঃ চক্ষুনীরে বক্ষঃ প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু, কেহই বিমুখ হইতেছেন না, করুণ বিলাপও করিতেছেন না; বরং নির্ব্বাক হইয়া, এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের অন্তর এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় জীব-জগৎ ছাড়াইয়া, এক অলৌকিক আনন্দ-ময় রাজ্যে গিয়া উপনীত হইয়াছে। তাঁহাদের সহবাসে থাকিয়া, তাঁহাদের সেবা করিয়া, তাঁহাদের কৃপায়, তুমিও তখন তাঁহাদের মত ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া, ভগ-বন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, কখন হাসিবে, কখন কাঁদিবে,

কখন গান করিবে, কখন নাচিবে, কখনও বা কত কি অলৌকিক কথা কহিয়া, আনন্দ-নীরে— প্রেমাশ্রুতে বক্ষঃ প্লাবিত করিবে। তখনই তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে যে, —'অহো, ভগবন্নামে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ-শান্তি-আনন্দের মন্দাকিনী-ধারা অন্তঃসলিলা-রূপে প্রবাহিত! —এমন সুখ, এমন শান্তি, এমন আনন্দ বুঝি এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর আর কোনও বস্তুতে—কোনও পদার্থে নাই! —এ সুখের —এ শান্তির —এ আনন্দের উপমা— " ন পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি নান্তরীক্ষে" ; 'অহো, কি আশ্চর্য্য— নামের এত মহিমা।'

অমৃতময় সুধাসিক্ত মধুর হরিনামে এমন এক অনির্ব্বচনীয় প্রাণানন্দদায়িনী শক্তি নিহিত আছে যে, মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই, মনে এক প্রকার বিমলানন্দের মন্দাকিনী-ধারা আপনা-আপনি প্রবাহিত হইতে থাকে। মনের এই আনন্দ-তরঙ্গ যে শুধু মনোময় কোষেই পর্য্যবসিত হয়, এমত নহে ; পরন্তু, সেই আনন্দ-তরঙ্গের স্পন্দন-শক্তি ক্রমশঃ দেহেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। উহার আণবিক স্পন্দন-তরঙ্গরাশি তড়িচ্ছক্তির ন্যায় জীবনী-শক্তির—চৈতন্য-শক্তির বা প্রাণ-শক্তির বিশেষ কার্য্যকারিতা প্রকাশ করে। ফলে,—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সৌগন্ধে দেহ, মন ও প্রাণ মণ্ডিত হইয়া, আনন্দ-পুলকে নৃত্য করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহাতে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে ;— দর্শনেন্দ্রিয় বাহ্য-দৃষ্টিকে লুপ্ত করিয়া, মনশ্চক্ষুতে জাগ্রত হইয়া উঠে ;— অন্তরের আনন্দময় আলোকে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতিতে শরীর, মন ও প্রাণ স্পন্দন-রহিত হইয়া পড়ে ;— অন্তরেন্দ্রিয়ের জাগ্রচ্ছক্তি বাহ্যেন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া, আকুল-আবেগে সাড়া দিয়া উঠে। তখন ভক্তের জীবন-সঙ্গীত আনন্দ-গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া, শোণিত-প্রবাহের বিপুল উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি শ্বাসে

শ্বাসে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়। ভক্তের তখন পার্থিব-সুখৈশ্বর্য্য, যশোমান প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভূত হয়; হৃদয় হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, আমিত্বের অহঙ্কার রস-সাগরে ডুবিয়া যায়। তখন ভক্তের ক্ষুদ্র মানব-জীবন অসীম অনন্ত নীলাকাশের মত বিস্তৃতি লাভ করে এবং ক্ষুদ্র মন, বিশাল বারিধির উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসের মত আকুল-আবেগে বিশ্ব প্লাবিত করিয়া, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ছুটিয়া যায়। ভক্ত তৎকালে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে কহিয়া থাকেন ;—

"অমূল্য ধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো,
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥"

কৃষ্ণকর্ণামৃত।

'হে হরে! আমি তোমাকে দেখিবার জন্যই, এই সংসারে আসিয়া, সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, তোমার দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি। তোমাকে না দেখিয়া, এই অকূল ভীম-ভবার্ণবের ভীষণ-তুফানে একাকী কেমন করিয়া কালযাপন করিব? আমি এক্ষণে তোমার অদর্শনে জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করিতেছি। আমি তোমাকে অনলে-অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে,—অনন্তে-আকাশে-অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্বচরাচরে, সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছি; কিন্তু, কৈ এখনও ত তোমার নিদর্শন পাইতেছি না?—দিন যায়, রাত্রি আসে; কিন্তু, কৈ তুমি ত প্রভু আসিতেছ না।—হে অনাথবন্ধো! হে করুণাসিন্ধো! হায়—হায়! তোমার দর্শন লাভের কি উপায় করি? আহা!—

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথা,

তস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো—
যতঃ হরন্তি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃত।

তুমি যেমন মধুময়, তোমার নামটিও তেমনি অমৃত-রসে ভরা! তোমার নাম শুনিলেই তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করে এবং মন-প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; কেন না, তুমি মাধুর্য্য হইতেও মধুর—অতি মধুর! তুমি রস-স্বরূপ। তুমি চরম-সুখের—চির-শান্তির লীলা নিকেতন,—স্থায়ী-আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তুমি অমৃতের আধার, ভাবৈশ্বর্য্যের আকর, রসময় রসনাগর। আহা, তোমার—"নবনীরদনিন্দিতনীলতনুং" অতি সুন্দর! অতি মধুর! —তোমার—"কলনূপুরশোভিতপাদযুগং" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তোমার—"তরসাঞ্জন দিগ্‌গজরাজগতিং" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তোমার—"তুলসীদলদামসুগন্ধিতনুং" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তোমার —"তনুভূষিতপীতধটী-জড়িতং" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তোমার বিশাল বক্ষে —"মণিকৌস্তুভভূষিতহারযুতং" দেখিতে অতি সুন্দর! অতি মধুর! —তোমার —"কনকাঙ্গদশোভিতবাহুবরং" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তোমার—"পরিপূর্ণমৃগাঙ্কসুচারুমুখং" অতি সুন্দর!—অতি মধুর!—তোমার—"কমলাশ্রিতখঞ্জননেত্রযুগং" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তোমার মস্তকে—"শিখিকণ্ঠশিখণ্ডল-সম্মুকুটং" অতি সুন্দর! অতি মধুর! তোমার—"মকরাকৃতিকুণ্ডল-গণ্ডযুগং" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তোমার—"মধুগন্ধিমৃদু-স্মিতমেতদহো" অতি সুন্দর! অতি মধুর!—তুমি—"মণিনির্ম্মিত-পঙ্কজমধ্যগতং" ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠামে দাঁড়াইয়া,—তাহা অতি সুন্দর! অতি মনোহর!—কেন না, তোমার—"নবনায়কবেশকিশোর-

বয়োঃ” কি চমৎকার ! কি মধুর !—তাহাতে আবার,—“মুরলীমধুরশ্রুতিরাগপরং” অতি মধুর! অতি মধুর !—তাহার উপর আবার,—“স্বরসপ্তসমন্বিতগানপরং” তাহা শ্রুতি-মধুর !—আবার তুমি—“মুহুর্ন্নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে” তাহা যে একবার দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে, তাহাতেই ত—“হরতে সনকাদিমুনের্ম্মনং।” তুমি যেমন অতি মধুর, তোমার রূপও অতি মধুর। তোমার হাসিটিও অতি মধুর, তোমার সকলই মধুরে পরিসমাপ্ত। অতএব,—“জয় কৃষ্ণমনোহর যোগধরে, যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে।”

রসময় ভগবানের অমৃতময় সুধাসিক্ত নাম কীর্ত্তন করিলেই ভক্তের ভাব-সিক্ত-হৃদয়ে এক প্রকার বিমল আনন্দের মন্দাকিনী-ধারা আপনা-আপনিই প্রবাহিত হইতে থাকে, না জানি তাঁহাকে দেখিলে ভক্তের কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা অনুভবগম্য। একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে আর কি ভুলিবার সাধ্য আছে ? ভাবুক ভক্ত-কবি কহিয়াছেন,—‘নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যাঁর ; এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার ?” এ মধু মক্ষিকা-বিশেষের উচ্ছিষ্ট বস্তু নহে বা ঋতু-সংহারের—‘প্রিয়মুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিতং’ মধু নহে ।

দধি মধুরং মধু মধুরং
দ্রাক্ষা মধুরা সুরাপি মধুরৈব।
তস্য তদেব হি মধুরং
যস্য মনো যত্র সংলগ্নম্॥

গোবিন্দরাজদেব।

রসের নাম মধু। এই মধুর চারিটি অর্থ,—মেঘের অন্তর্ব্বর্ত্তী সলিলকে বা রসকে মধু বলে ; যাহা সার বা উৎকৃষ্ট, তাহাই মধু, তত্ত্বজ্ঞান বা প্রজ্ঞা-শক্তিকেও মধু বলে ; আর যাহা পান করিলে জীবন সঞ্জীবিত হয়, তাহাই যথার্থ মধু। সুতরাং—“জগদাদিগুরুং ব্রজরাজসুতং” মধুসূদনের নামামৃত পান করিলে,

মৃত সঞ্জীবিত হয়। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কহিয়াছেন,—"হরিনামের গুণে গহনবনে, মৃততরু সঞ্চারে।" মধুময় মৃতসঞ্জীবনী রস, হরিনামের ভিতর এমন প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে যে, তাহা উচ্চারণ করিলেই, তদ্গত-চিত্ত তন্ময় ভক্তের চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা প্রভৃতি শরীরস্থ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়নামক যন্ত্রগুলি স্পন্দিত হইয়া, অনন্ত স্পন্দন-সমুদ্রের দিকেই ধাবিত হয়। ভক্ত বিল্বমঙ্গল কহিতেছেন,—

"পরামৃষ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধূ—
দৃশাদৃশ্যং শশ্বত্রিভুবনমনোহারিবদনম্।
অনামৃষ্যং বাচা মুনিসমুদয়ানামপি কদা,
দরিদৃশ্যে দেবং দরদলিতনীলোৎপলরুচিঃ॥"

কৃষ্ণকর্ণামৃত।

ত্রিকালজ্ঞ ঊর্দ্ধরেতাঃ মুনি-বিনির্দ্দিষ্ট সাধন-পন্থায়ও তিনি কদাপি সহজে দৃষ্ট নহেন; কিন্তু, ভাগ্যবতী ব্রজ-বধূরা স্বচক্ষে তাঁহার অদ্ভুত লীলা-খেলা দর্শন করিয়া, চরিতার্থ হইয়াছেন। আহা! ব্রজধামে ব্রজ-গোপিকাগণের কৃষ্ণ-প্রেম অতি উত্তম। কি অদ্ভুত ব্রজ-গোপিকাগণের প্রেম! প্রকৃত প্রেম-ভক্তির স্বর্গীয় চিত্র। যে বস্ত্রহরণ-ব্যাপার তোমার-আমার চক্ষে অতি অপবিত্র ঘৃণিত কাণ্ড, সেই বস্ত্র-হরণের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কি মহান্ উপদেশ-মূলক! ধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভোগ্য—সব যায়; কিন্তু, তথাপি স্ত্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ-রত্ন; সুতরাং সর্ব্বস্ব ধন। বস্ত্র-হরণ ঘটনার মূল-তত্ত্ব—ভগবানে সেই সর্ব্ব-সমর্পণ। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে, লজ্জা-বিবশার লজ্জার্পণ। অতএব, সর্ব্বস্বার্পণ; ইহাকেই বলে আত্ম-সমর্পণ। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—'আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না।' স্ত্রীজাতি জগতের মধ্যে পতিকেই

প্রিয়বস্তু বলিয়া জানে এবং পতিকেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলিয়াই মানে; সেই পতিভাবে ভগবান্‌কে পাইবার আকাঙ্ক্ষা—কি রমণীয়! কেন না, ভগবান্ অনন্ত; কিন্তু, অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-মন্দিরে ধরিতে পারা যায় না,—সান্তকে পারা যায়। তাই অনন্ত ভগবান্, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়-মন্দিরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ-রূপে স্বামী-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে স্বামীভাবে ভজনা করিতে পারিলে, তিনি সত্বরে দর্শন দিয়া থাকেন; কারণ, স্বামী আরও পরিষ্কার-রূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামীভাব, ভগবানের ভাব-রূপ উচ্চ-স্তরে আরোহণের প্রথম সোপান। হিন্দু স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তাই গোপবালাগণ, পতিভাবে পরমদেবতার প্রত্যক্ষ করায়—তাহার এত মাহাত্ম্য। সৌভাগ্যবতী ব্রজাঙ্গনার চক্ষে, তাঁহার লীলা সুরক্ষিত। কারণ, তাঁহার সেই অরবিন্দ-বিনিন্দিত শ্রীবদন, ত্রিভুবনের মন হরণ করেন; তিনি ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণেরও মনাতীত—বাক্যাতীত। সেই নীলোৎপলদলচ্ছবি রুচি-দর্প-দমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, মনুষ্যজন্ম সফল ও মানব-জীবন সার্থক হইবে, নতুবা বিফলে যায়।

অতএব, যদি প্রেমিক ভক্তের কান্নার ভিতরে, হাসির ভিতরে, গানের ভিতরে, চীৎকারের ভিতরে এবং উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে যে, কি ভাব, কি সুখ, কি শান্তি, কি আনন্দ নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে চাও, তবে একবার ব্রজধামের ব্রজগোপীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আহা, কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! প্রেমের গুরু গোপিকাগণ ভগবানের জন্য কি না ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন? —মান-সম্ভ্রম, লজ্জা-ভয় প্রভৃতি ভগবানের জন্য, তাঁহারা সকলই জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কুলস্ত্রীগণের প্রাণ যায়; কিন্তু তথাপি তাহাদের মান ও লজ্জা যায় না,—ব্রজের কুলস্ত্রীগণ

ঘোর নিশীথ সময়ে প্রাণসম প্রিয়তম পতি-পুত্রকে ত্যাগ করিয়া, লজ্জা-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, উন্মাদিনী পাগলিনীর ন্যায় শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া,—'হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ !' বলিয়া, চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া অশ্রু-প্রবাহে বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া, বনে বনে ভগবান্‌কে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। ইহা অপেক্ষা উচ্চ দৃষ্টান্ত আর কোথা পাইবে ?—আবার, তাঁহাদের বিরহই বা কত ? ব্রজাঙ্গনাদিগের নিশাভাগ, কৃষ্ণসহ বিহারে পরম-সুখে অতিবাহিত হইত ; কিন্তু দিবাভাগে ভগবান্ বনে গমন করিলে, গোপী-দিগের চিত্ত, তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা গান করিয়া, অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেন। ব্রজাঙ্গনাগণ, এইরূপে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অহর্নিশ তাঁহার ভুবনমোহন রূপ-চিন্তন এবং তাঁহার অমৃতময় সুধাসিক্ত নাম কীর্ত্তন করিয়া, জীবিতকালে ইহলোকে সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগ করিয়া, অন্তিমে, এই ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্যলোক নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। অতএব,—

ভজধ্বং গোবিন্দং নমত হরিমেকং সুরবরং,
গমিষ্যধ্বং লোকানতিবিমলভোগানতিতরাম্।
শৃণুধ্বং হে লোকা বদত হরিনামৈকমতুলং,
যদীচ্ছাবীচীনাং সুখতরণমিষ্টানি লভত ॥

পদ্মপুরাণ। স্বর্গ। ৩৩

হে বিশ্ববাসী লোকসকল !—তোমাদের ইহ-পরকাল উপকার-কারী হিতবাক্য কহিতেছি,—শ্রবণ কর। তোমরা এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ অসুখকর সংসারে আসিয়া, ত্রিতাপহারী ভগবান্ গোবিন্দকে নিরন্তর ভজনা কর। ভক্তিভাবে একমাত্র ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি,

ত্রিতাপহারী শ্রীহরির পূজা কর, প্রেম-পুষ্পে তাঁহার অর্চ্চনা কর, ভক্তিভাবে তাঁহাকে নমস্কার কর ; আর ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার অমৃতময় সুধাসিক্ত নাম অহর্নিশ কীর্ত্তন কর, তাহাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা হইলে, ইহলোকে—এই সংসার-শ্মশানেই সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগান্তে, অন্তিমে অতি-বিমল ভোগ-সমন্বিত প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্যলোক বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। আর, যদি এই কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল অনন্ত বীচিবিক্ষুব্ধ অকূল ভব-পারাবারের যোজন-দূর-বিস্তৃত উত্তালতরঙ্গোচ্ছ্বাস, সুখে তরণ হইয়া, সেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্যলোক বৈকুণ্ঠে উপনীত হইতে বাসনা কর ; তবে একমাত্র অতুলনীয় 'হরিনাম' সতত ভক্তিভরে কীর্ত্তন কর, তাহাতে ইষ্টলাভ করিতে পারিবে।

—•—

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

—•—

গঙ্গোত্তরী-নিবাসী

শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

প্রণীত গ্রন্থমালা।

১। সুগম সাধন-পন্থা—১ম খণ্ড। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অতি বিস্তৃতভাবে সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। যথা—সুগম-সাধন-পন্থা কি? "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" কি এবং কতগুলি? ভক্তির সংজ্ঞা, প্রকার ভেদ, মহিমা, প্রাধান্য এবং লাভের উপায়; কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিচার; ভক্তি, প্রেম ও কাম; ভক্তি-পথের অন্তরায় এবং তাহা অপসৃত করিবার উপায়। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

২। ঐ —২য় খণ্ড। এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয়;—ভক্তির অন্তরায় সমূহ অপসৃত করিবার উপায় সকলের পৃথক এবং বিশদ আলোচনা; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" ভগবান্ কোথায়,—কতদূরে? কেহ কখন ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন কি? মানব-দেহ, পরমাত্মা ও জীবাত্মা; ব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি মায়া, ঈশ্বর ও জীব; ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির প্রয়োজন কি? প্রকৃতি ও পুরুষ কি পরমেশ্বর হইতে অতিরিক্ত? জীবের একত্ব ও নিত্যত্ব; সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ মানব-শরীর; বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ সজীব কি নির্জ্জীব? ২৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ঐ—তৃতীয় খণ্ডে—মহাজন কে? শুকদেবগোস্বামী-সেবিত মার্গ কি? নবধা-ভক্তির মধ্যে কলিকালে নাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন; নাম ও নামীর অভিন্নতা; নাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য; নাম-কীর্ত্তনে অধিকারী-অনধিকারী ভেদশূন্যতা ও নিয়মশূন্যতা; কীর্ত্তন

কাহাকে বলে? ভগবানের অনন্তনামের মধ্যে কোন্ নাম কীর্ত্তনীয়? কীর্ত্তনের ফল; ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। ২৬৩ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

[ঐ—৩র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ।]

৪। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সূত্রম্। ইহাতে জটিল বেদান্ত-শাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অগ্রে পাঠ করিয়া, তৎপরে ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিলে, ব্রহ্মতত্ত্ব অতি সহজে বোধগম্য হইবে। মূল্য।০ আনা মাত্র।

৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। পুস্তকের প্রতিপাদ্য—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

৬। স্বধর্ম্ম। মূল্য ৶০ আনা মাত্র। আলোচ্য বিষয়—ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কি? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা এবং সার্থকতা।

৭। পরলোক বা জন্মান্তর। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। জন্মান্তর বা পরলোকের অস্তিত্ব; পরলোক কি? জন্মান্তর কেন হয় এবং তাহার প্রকার ভেদ;—এই সমস্ত প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর এই পুস্তকে পাইবেন।

৮। তপস্যা—মূল্য /০ আনা মাত্র। যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, সে তপস্যা কি? তপস্যার বিবিধ সংজ্ঞা; তাহাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধনপূর্ব্বক মানব কি প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে?—ইহাই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

স্বামিজীর লিখিত পুস্তকগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহার একটি কথাও কল্পনা-প্রসূত নহে। শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান ব্যতীত একটি কথাও স্বামিজী বলেন নাই। সেই জন্য লেখার মধ্যে কোথাও ভাবের অস্পষ্টতা নাই। আরও একটি বিশেষত্ব এই যে যখন যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তখন সেই

বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সেই একই স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৯। চৌরাষ্টকম্—মূল্য /০ আনা মাত্র। অতি সুললিত এবং চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র। পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ করিতে এবং আবৃত্তি অথবা গান করিতে ইচ্ছা হয়। ইহা স্বামিজী মহারাজ পশ্চিমাঞ্চলে সংগ্রহ করিয়া ৮কৃত ব্যাখ্যা সহ বঙ্গভাষায় প্রচার করিয়াছেন।

১০। বেদসার বিষ্ণুস্তোত্রম্—মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর একোনসপ্ততি সংখ্যক সুললিত স্তোত্র এবং প্রাঞ্জল বাঙ্গলা ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা।

১১। গুরুস্তোত্রাষ্টকম্—মূল্য /০ আনা মাত্র। প্রতি পূর্ণিমা সন্ধ্যাকালে মেদিনীপুর শ্রীগুরুমন্দিরে বাদ্যাদি-সহযোগে গীত হইয়া থাকে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীপতি চরণ দাস
পাহাড়ীপুর, মেদিনীপুর।
অথবা
শ্রীপ্রভাত চন্দ্র মাইতি
ছোটবাজার, মেদিনীপুর।